হৃদয় গলে
সিরিজ-১১

হারানো দিনের
সোনালী কাহিনী

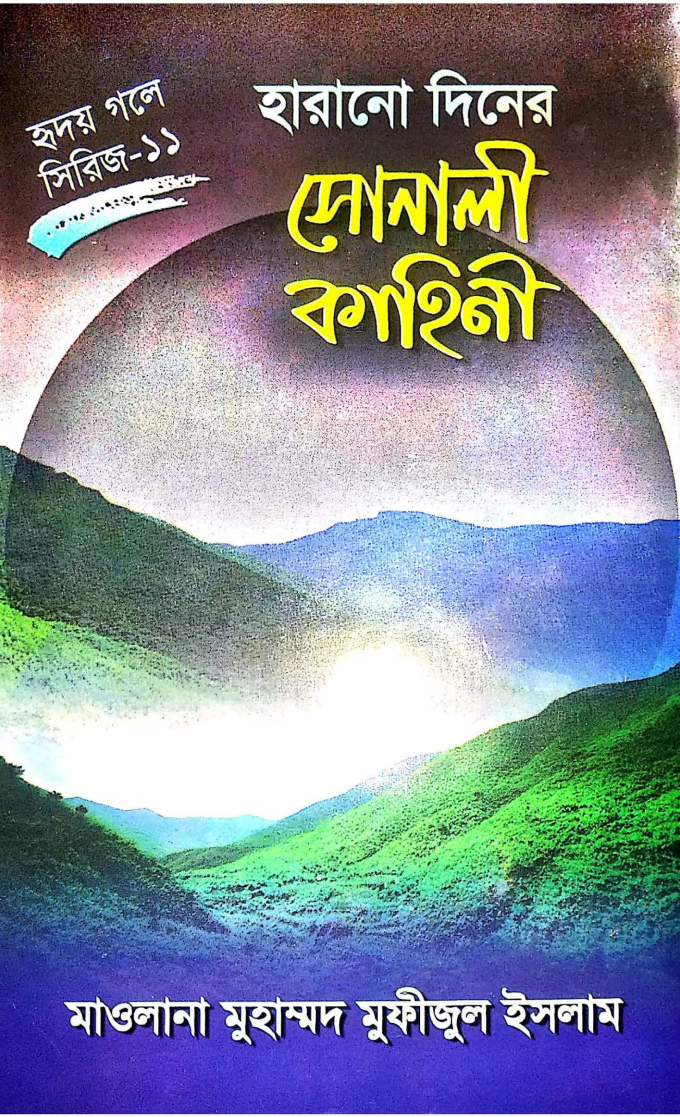

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

সিরিজ–১১

হারানো দিনের সোনালী কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল কালাম মাসুম
শাহ্ হালীমুজ্জামান

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

সিরিজ-১১

হারানো দিনের সোনালী কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

.....

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২

.....

প্রকাশকাল
এপ্রিল- ২০০৫ইং
সফর- ১৪২৬ হিঃ

.....

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

.....

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

.....

কম্পিউটার কম্পোজ
মাওঃ হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯১-৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

www.smfoundationbd.com

অ।র্প।ণ

আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতটুকু
আকাবিরে দেওবন্দের
উদ্দেশ্যে নিবেদিত—
যাঁরা দেহের তপ্ত
রক্ত ঝরিয়ে এ
উপমহাদেশে
মুসলমানদের
ইযযত
ও আজাদীর
প্রদীপ জ্বেলেছেন,
যাঁরা খেয়ে না খেয়ে
সকল প্রকার বাতিল ও
তাগুতের বিরুদ্ধে আমরণ
জিহাদ করেছেন। —লেখক।

www.smfoundationbd.com

হৃদয়গলে সিরিজ পাঠ করার নিয়ম

(কাংখিত ফলাফল লাভের জন্য নিম্ন বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী এই সিরিজ পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন)

১। প্রথমে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিন। অর্থাৎ এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশি করার জন্যে আমলের নিয়তে পাঠ করব।

২। সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ভূমিকা ও পাঠকের মতামত ও লেখকের জবাবসহ) সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

৩। সিরিজের যে কোন বই পড়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেয়ার সময় অনুগ্রহ পূর্বক একটি কলম ও ছোট্ট একখানা খাতা কাছে রাখুন। তারপর বিছমিল্লাহ বলে পড়তে শুরু করুন। একটি ঘটনা পড়া শেষ হয়ে গেলে উক্ত ঘটনার মাধ্যমে লেখক আপনার নিকট যা আশা করছেন (অর্থাৎ কোন ভাল গুণ অর্জন বা মন্দ গুণ বর্জন) তা যদি আপনার মধ্যে পূর্ব থেকেই থেকে থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে পরবর্তী ঘটনা পাঠ শুরু করে দিন। অন্যথায় উক্ত গুনটি এই নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খাতায় উঠিয়ে নিন যে, ইনশাআল্লাহ এই গুণটি অবশ্যই আমি অর্জন করব। সম্ভব হলে সাথে সাথে আমল শুরু করে দিন। আর যদি বিষয়টি এমন হয়, যা এখনই আমল করা সম্ভব নয়, (যেমন স্বামীর খেদমত কিংবা স্ত্রীর হক আদায় অথচ আপনার এখনো বিয়েই হয়নি) তবে সময় মতো তা আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হউন।

প্রতিটি ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো আন্তরিকভাবে পালন করতে সচেষ্ট হলে, আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, আল্লাহ চাহে তো, সফলতা আপনার পদচুম্বন করবেই। দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব আপনি হবেনই। উপরন্ত আপনার হৃদয় জগতে সর্বদা বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস। যারা নিয়ম অনুসরণ না করে সিরিজের এক বা একাধিক বই পড়ে নিয়েছেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হলো, আপনারা কষ্ট করে বইগুলো নিয়মানুযায়ী আবার পড়ে নিন। এতে কেবল আপনারই নয়, গোটা জাতির উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।-লেখক

৪। সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এগুলো অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীনি কাজের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে বইগুলো পড়তে উৎসাহিত করুন। পারলে হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যার অপরিসীম অনুগ্রহে হৃদয় গলে সিরিজ তার নতুন যাত্রা শুরু করতে পেরেছে। সালাত ও সালাম পেশ করছি, সেই মহামানবের প্রতি, যাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সফলতা।

হৃদয় গলে সিরিজের ১১তম খন্ডটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দবোধ করছি। সেই সাথে আদায় করছি মহান আল্লাহর লাখো কোটি শুকরিয়া। সিরিজ এগারকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষামূলক ও আকর্ষনীয় ২০টি ঘটনা স্থান পেয়েছে। আর ২য় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে "আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?" শিরোনামে আরও ১৮টি ছোট্ট ঘটনা । আশা করি উল্লেখিত ৩৮টি ঘটনাই পাঠকদের কাছে ভাল লাগবে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

দশম খন্ডে যাদের মতামত ছাপানো হয়েছে পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী উপহার হিসেবে তাদের নিকট একটি করে বই পাঠানো হয়েছে। তবে ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকার কারণে কয়েকজনের নিকট তা পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই যাদের হাতে বই পৌঁছেনি তাদেরকে অতিসত্বর পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে লেখক বরাবর চিঠি লিখার জন্য অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য যে, ১০ম খন্ডের ১০৮ নং পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে "নির্বাচিত প্রথম ১০ জনের" স্থলে "নির্বাচিত প্রথম ৩ জনের" কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত খন্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ....."মুসলিম ভাইদের আত্মসম্ভ্রমবোধ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমিও এ চিঠিখানা দিয়েই শুরু করছি হৃদয় গলে সিরিজের ১০ম খন্ড। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়। অর্থাৎ এটি দিয়েই মূল বই শুরু হয়নি বরং এর পূর্বে আরো ২টি ঘটনা চলে গেছে। আসলে এই ঘটনাটি প্রথমেই ছিল। কিন্তু ট্রেসিং বের করার পূর্বে কোন এক কারণে উহাকে একটু পরে রাখা হয়েছে। যার ফলে উল্লেখিত অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যা হোক, এ অপ্রত্যাশিত ভুল দুটির জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে, আমি ও আমার যাবতীয় লেখার মাকবুলিয়্যাতের জন্য সকলের কাছে দুআ চাচ্ছি। সেই সাথে হৃদয় গলে সিরিজের সম্মানিত প্রকাশক জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের জন্যও দুআ প্রার্থনা করছি। যিনি প্রায়ই আমাকে বলেন, মাওলানা! আপনার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার জন্য একটু দুআ চাইবেন। আল্লাহ পাক সকলের মঙ্গল করুন, সুখে-শান্তিতে রাখুন। এই কামনা করে এবারের মতো এখানেই শেষ করছি।

দোয়া প্রার্থী

মুফীজুল ইসলাম

তাং ১২/৪/২০০৪ইং

www.smfoundationbd.com

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবা'দ, সর্বপ্রথম মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যাঁর অশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় হৃদয়গ্রাহী ও চরিত্র গঠনমূলক গল্প-কাহিনী সম্বলিত হৃদয় গলে সিরিজ-এর একাদশতম খণ্ডটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

স্বভাবগতভাবেই গল্প-কাহিনীর প্রতি মানুষের ঝোঁক থাকে বর্ণনাতীত। আর মানুষের এ ঝোঁককেই পুঁজি করে বর্তমান সাহিত্যাঙ্গন উদ্ভট ও কল্পনা প্রসূত ভূত-পেত্নী, প্রেমিক-প্রেমিকা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী ইত্যাকার কল্পিত কাহিনীতে ভরপুর। যা আমাদের যুব সমাজকে ধর্মীয়, সামাজিক, মানসিক সকল দিক থেকে বিপথগামী করে তুলছে। কলুষিত করে তুলছে কোমলমতি কিশোরদের নিষ্পাপ আত্মাকে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষাকল্পে প্রয়োজন ছিল ইসলামি ভাবধারায় রচিত উপদেশমূলক সত্য, সাবলীল ও মার্জিত গল্প-কাহিনীর একটি সাহিত্য সিরিজ, যা আমাদের যুব সমাজের মন-মস্তিষ্ককে ধুয়ে মুছে পূত-পবিত্র করে তাদেরকে ইসলামি ভাবধারায় গড়ে তুলবে।

দীর্ঘ দিন পর হলেও সাহিত্য জগতের সেই অসম অভাব পূরণে হৃদয় গলে সিরিজ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। তাই আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করছিলাম– সত্যের কষ্টিপাথরে প্রলেপিত এ সিরিজটি অব্যাহতভাবে চলতে থাকুক। তা ছাড়া পাঠক মহল এ সিরিজের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন যে, কিছুতেই যেন এর পরিসমাপ্তি না ঘটে সে জন্য বারবার চিঠি ও ফোনের মাধ্যমে অনুরোধ জানাতে থাকেন। অবশেষে আমরা পাঠক মহলের আশা-আকাঙ্ক্ষার সকল দিক বিবেচনা করে এ সিরিজটি ১০ খণ্ডে সীমিত না রেখে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার নেই। আর সে ধারাবাহিকতায়ই আত্মপ্রকাশ ঘটল হৃদয় গলে সিরিজের একাদশতম খণ্ডের। পাঠক মহলের জন্য ইসলামিয়া কুতুবখানার পক্ষ হতে এ সুরম্য সিরিজ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি রইল।

অবশেষে দরবারে ইলাহীতে আমাদের মুনাজাত, তিনি যেন এর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখেন এবং এটাকে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের মাধ্যম বানান।

বিনীত

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

www.smfoundationbd.com

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দুআ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম **'হারানো দিনের সোনালী কাহিনী'**) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

আজিজুল হক

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দুআ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (বর্তমান অংশের নাম **'হারানো দিনের সোনালী কাহিনী'**) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযোগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

তাং - ১২/৪/২০০৪ইং

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

যেখানে যা আছে

প্রথম অধ্যায়

১। সংযম অবলম্বনের শুভফল ১৩
২। একটি বিস্ময়কর ঘটনা ২২
৩। হৃদয়ের বিশালতা ২৭
৪। কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকুন, আল্লাহ আপনার সহায় হবেন ৩০
৫। অতি লোভের খেসারত ৩৫
৬। বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি ৩৮
৭। একটি ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ব বাস্তবায়ন ৪১
৮। নেক সন্তানের দুআ ৪৭
৯। পিতা মাতার খিদমতের প্রতিদান ৫২
১০। ঘটনা ছোট শিক্ষা অনেক বড় ৫৫
১১। হে প্রভু! অনর্থক কিছুই সৃষ্টি কর নি তুমি ৫৭
১২। অনুপম চরিত্রের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ৬০
১৩। সবাই যদি এমন হতো ৬৪
১৪। ইমাম আজম (র.) এর তাকওয়া ৬৭
১৫। এ থলি তোমারই জন্য ৬৯
১৬। খোদার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন ৭১
১৭। আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ৭৩
১৮। দানের এক সুন্দর উপমা ৭৬
১৯। ছেলের সাথে মায়ের বিয়ে! ৭৮
২০। দুধের শিশু কথা বলে ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? ৮৭-১০৫
১। মেহমানের খেদমত ৮৭
২। মানব সেবার নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত ৮৮
৩। ছাত্রদের কদর ৮৯
৪। পরহেযগারীর অনুপম উদাহরণ ৯০
৫। উস্তাদের খেদমত ..... ,,
৬। অপূর্ব আদব ৯১
৭। স্মরণ শক্তির প্রখরতা ৯২
৮। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ৯৪
৯। দ্বীনদারীর নমুনা ৯৫
১০। বেনজীর ইনসাফ ৯৬

শিরোনামে টাচ করুন

www.smfoundationbd.com

১১। মাদরাসার আসবাবপত্র ব্যবহারে সতর্কতা ৯৭
১২। আগুনের তাপ ও উহার মূল্য ,,
১৩। কার্পেট যখন বিছানা ৯৮
১৪। হাদীসের মর্যাদা ৯৯
১৫। বৃদ্ধের বোঝা ১০০
১৬। গরীবের প্রতি ভালবাসা ১০১
১৭। বিস্ময়কর কৌশল ১০৩
১৮। অনুপম ত্যাগ ১০৪

পরিশিষ্ট

পাঠকের মতামত ➤ ১০৬-১১২

হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ

- যে গল্পে হৃদয় গলে (প্রথম খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (দ্বিতীয় খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (তৃতীয় খন্ড)
- যে গল্পে অশ্রু ঝরে (সিরিজ-৪)
- যে গল্প হৃদয় কাড়ে (সিরিজ-৫)
- যদি এমন হতাম (সিরিজ-৬)
- ঈমানদীপ্ত কাহিনী (সিরিজ-৭)
- অশ্রুভেজা কাহিনী (সিরিজ-৮)
- যে গল্পে হৃদয় জুড়ে (সিরিজ-৯)
- যে গল্পে হৃদয় কাঁদে (সিরিজ-১০)
- হারানো দিনের মোনাজাত কাহিনী (সিরিজ-১১)
- হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী (সিরিজ-১২)

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
ফোন: ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০৬২৮-৬২৫৪১

শিরোনামে টাচ করুন

www.smfoundationbd.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

সংযম অবলম্বনের শুভফল

সুন্দর এক যুবক। মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। প্রশস্ত ললাট। দীপ্তিময় চেহারা। সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক প্রতিভা। যেন শিশির স্নিগ্ধ একটা ফুল।

যুবকের নাম ইউসুফ ইবনে হুসাইন। কালের পরিক্রমায় তিনি হয়েছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় কামেল বুযুর্গ। ইবাদত, মুজাহাদা ও মারেফাতের সাধনায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাধকদের অন্যতম। বহু অলী আল্লাহর তুলনায় তিনি লাভ করেছিলেন দীর্ঘ জীবন। ফলে অন্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী ইবাদত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। জন্মস্থান 'রা' প্রদেশে হওয়ায় সকলেই তাকে ইউসুফ ইবনে রায়ী (র.) বলে ডাকতো। [হৃদয় গলে সিরিজের ১১তম খন্ডটি এই মহান বুযুর্গের শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দিয়েই শুরু করছি। এই ঘটনা পাঠ করে সকল শ্রেণীর মুসলমান বিশেষ করে যুবক ভাইগণ যদি আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সংযমী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন, তবে উহাকে আপন নাজাতের একটি বড় অসিলা বলে মনে করবো। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ]

ইউসুফ রায়ী (র.) তখন বয়সে তরুণ। একদিন তিনি কোন এক কাফেলার সহযাত্রী হয়ে সফর শুরু করলেন। কাফেলার সাথে দীর্ঘদিন চলার পর এক সময় তিনি আরবের এক গোত্রের বাসভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানকার পরিবেশ অত্যন্ত মনঃপুত হওয়ায় সঙ্গীদের সাথে সেখানেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন।

www.smfoundationbd.com

এদিকে আরব গোত্রপতির ছিল এক সুন্দরী কন্যা। তার মনোমুগ্ধকর রূপলাবণ্য বাস্তবিকই ছিলো অতুলনীয়। এ রূপের যেন শেষ ছিল না। এমনি মনোহারিণী রূপ কেউ দেখেনি কোন দিন। সত্যি এমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে বিরল।

আরব কন্যা অত্যধিক সুন্দরী হওয়ার কারণে তার রূপের খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল দিক দিগন্তে। সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করতো তার কমনীয় মোহনীয় রূপ লাবণ্যের। ফলে আরব ভূখন্ডে এমন সম্ভ্রান্ত ধনীর দুলাল খুব কমই ছিল যারা তাকে একান্ত করে কাছে পেতে অতি উৎসাহী ছিল না।

ঘটনাক্রমে একদিন আরবের এ অনিন্দ্য সুন্দরী নারী প্রবাসী যুবক ইউসুফ রায়ী (র.) কে দেখে ফেলে। ফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তার হৃদয়ে বেজে উঠে নতুন প্রেমের মধুর সুর। যুবকের রূপ সৌন্দর্য আরবকন্যাকে পাগল করে তোলে। সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে প্রবলভাবে। শয়নে স্বপনে সে কেবল তারই ধ্যান করে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে হৃদয়ে অংকুরিত প্রেম ভালবাসার চারা গাছটিও বাড়তে থাকে পাল্লা দিয়ে। সে কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অবশেষে একদিন গভীর রাতে সুযোগ পেয়ে সে নিজেই উপস্থিত হয় ইউসুফ ইবনে হুসাইন রায়ী (রা.) এর নিকট। অতঃপর ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রেম-ভালবাসা আর মহব্বতের কথা। নিজেকে সঁপে দিতে প্রস্তুত হয় তাঁরই চরণ তলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! যে নারীর জন্য সকলেই পাগলপারা, যে নারীর ভুবন মোহিনী রূপ-সৌন্দর্যের কথা আলোচিত হয় প্রতিটি যুবকের মুখে, যে নারীকে দেখলে মনে হয় আসমান থেকে নেমে আসা বেহেশতের হুর, সেই নারীর দিকে একবার চোখ তুলেও তাকালেন না পূর্ণ যৌবনের অধিকারী হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রায়ী (র.)।

গভীর রাত। নির্জন প্রহর। দু'জন মাত্র লোক। একজন মানব আরেকজন মানবী। একজন নর আরেকজন নারী। একজন যুবক আরেকজন যুবতী। বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত হয়ে যুবতী নিজেকে বড় আকর্ষণীয় করে পেশ করছে যুবকের নিকট। মনের কথাটি নিবেদন করছে বড় চমৎকার ভঙ্গিমায়। বলছে, হে প্রবাসী যুবক! তুমি আমার দিকে একটি বার চোখ তুলে তাকাও। দেখ, কত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিনী আমি। আমাকে পাওয়ার জন্য কত রাজা বাদশাহের ছেলেরা উদগ্রীব। সব কিছুর বিনিময়ে হলেও তারা আমাকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু আমি সবাইকে উপেক্ষা করে আজকের এই গভীর রাতে তোমার দরবারে

www.smfoundationbd.com

উপস্থিত হয়েছি। নিবেদন করছি আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় দীর্ঘদিন যাবত লালিত সমস্ত প্রেম ভালবাসা। আর তুমি কিনা আমার দিকে একটি বারের জন্যেও চোখ তুলেও তাকাচ্ছ না! হে যুবক! আমার মনে হয় তুমি আমাকে চিনতে পারনি।

হযরত ইউসুফ (র.) মেয়েটির কথা শুনলেন। তার মস্তক নিম্নমুখী। মেয়েটির কথা শেষ হলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে ভাল করেই চিনেছি। তুমি এই এলাকার গোত্রপতির সুন্দরী কন্যা তা আমার অজানা নেই। তোমার রূপের প্রশংসা আরবের সর্বত্র হয়ে থাকে তাও আমি জানি। কিন্তু .....।

এতটুকু বলে ইউসুফ (র.) থেমে গেলেন। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না।

মেয়েটি বলল, কিন্তু কি? একটু বুঝিয়ে না বললে আমি বুঝব কি করে?

ইউসুফ (র.) বললেন, হে যুবতী! তুমি হয়তো জান না, জানার কথাও নয়। তুমি আমার কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে আমার হৃদয়ে যে কম্পন শুরু হয়েছে তা এখনো থামেনি। তুমি যতক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ তা থামবে বলেও মনে হয় না। হে যুবতী! আমি জানি, আমার অজান্তেই তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ। স্থান দিয়েছো হৃদয়ের অতি গভীরে। কিন্তু আমি যে আল্লাহকে ভয় করি। এখন আমি তোমার খাহেশ পূর্ণ করলে দুনিয়ার কেউ হয়তো জানবে না, কিন্তু সেই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি কিভাবে বাঁচব, যিনি সমুদ্রের গভীর তলদেশে এক খন্ড প্রস্তর খন্ডের ভিতরে ছোট্ট পিপীলিকা সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। উহাকে তিনি যেমন দেখেন তেমনি তার চলার আওয়াজও তিনি শুনেন। সুতরাং যদি আমরা পরস্পর এখন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে তাঁর কাছে আমরা কি জবাব দেব? যদি তিনি হাশরের ময়দানে লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, হে ইউসুফ! তোমাকে তো আমি অপরূপ সৌন্দর্য আর ভরা যৌবন এজন্য দান করি নি যে, তুমি উহাকে অসৎ পথে ব্যবহার করবে! ব্যয় করবে অবৈধ উপায়ে। তাহলে আমি কি উত্তর দেব? কিভাবে আমি রাব্বুল আলামীনের সামনে মুখ দেখাব?

এতটুকু বলে হযরত ইউসুফ (র.) থামলেন। এরপর আরব কন্যা নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু যখন তার একীন হলো- কোন অবস্থাতেই এই যুবককে রাযী করানো সম্ভব হবে না তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর ইউসুফ (র.) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কায়মনোবাক্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন

www.smfoundationbd.com

করলেন। মোটকথা, বেগম যুলাইখার আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করে হযরত ইউসুফ (আ.) যেমন দরজার দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তিনিও অনিন্দ্য সুন্দরী আরব কন্যার প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে তিনিও উক্ত এলাকা ছেড়ে সাথে সাথে অন্য এক অচেনা এলাকায় চলে গেলেন।

রাত এখনো শেষ হয় নি। রাতে একদন্ড ঘুমুতে না পারায় এবং দীর্ঘ পথ সফর করে আসায় স্বাভাবিক কারণেই যুবক ইউসুফ (র.)এর দেহে একটু ক্লান্তিভাব এসে পড়েছিল। ফলে শত চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন, মনোরম স্থানে তিনি উপস্থিত। অসাধারণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এমন সুন্দর ও হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য জীবনেও তিনি দেখেন নি। তিনি আরও দেখলেন, একদল লোক সবুজ রংয়ের পোষাক পরিহিত। তাদের মাঝে একজন অতিসুন্দর সুপুরুষ একটি কারুকার্যখচিত আসনে উপবিষ্ট।

এই সুন্দর দৃশ্যটি যুবক ইউসুফ (র.) এর মন কেড়ে নিল। তিনি কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পরম বিস্ময়ের সাথে ঐসব লোক ও অতিসুন্দর পুরুষটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাবে একজন বললেন, ভাই! যাদেরকে সবুজ কাপড় পরিহিত দেখছেন, তাদের সবাই ফিরিশতা। আর যিনি সুন্দর আসনে নযর কাড়া রূপ নিয়ে বসে আছেন, তিনি হলেন, আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.)

ইউসুফ রায়ী (র.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?

জবাবে লোকটি জানালো, আমরা এখানে হযরত ইউসুফ রায়ী (র.) এর সাথে মোলাকাত করতে এসেছি।

হযরত ইউসুফ রায়ী (র.) বলেন, মানুষরূপী ফিরিশতার কথা শুনে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কেঁদে ফেললাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আহা! আমি কত অধম ও নগণ্য ব্যক্তি। দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে আমার। অথচ আমারই সাথে কিনা ইউসুফ (আ.) এর ন্যায় মহান নবী সাক্ষাত করতে এসেছেন।

আমি এসব কথা চিন্তা করে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। চরম বিস্ময় নিয়ে বিচরণ করতে লাগলাম কল্পনার সুবিশাল রাজ্যে। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.) আপন আসন থেকে উঠে এসে আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তার পার্শ্বে স্থাপিত আসনটিতে হাত ধরে আমাকে বসিয়ে দিলেন। তাঁর এসব আচরণ দেখে আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। আমি তাঁকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনার মতো মহান পুরুষ আমার মতো সাধারণ ও অধম ব্যক্তিকে কেন এত বেশী সম্মান প্রদর্শন করছেন তা কিছুতেই আমার বুঝে আসছে না।

www.smfoundationbd.com

হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আপনার এই বিরল সম্মান লাভের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আর তা হলো, আরবের সেই রূপসী আমীর কন্যা যখন রাতের নির্জন আঁধারে আপনার দ্বারা অবৈধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল আর আপনি তখন আল্লাহর ভয়ে তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেকে পাপ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সমস্ত ফিরিশতা ও আমাকে ডেকে বললেন, হে ইউসুফ! যুলাইখা যেমন নির্জন কক্ষে আপনাকে পাপ কর্মে আহবান করায় আপনি আমার ভয়ে ছুটে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, তেমনি আপনার নামের আরেক ইউসুফ আরবের এক সুন্দরী কন্যার প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রেখেছে। তার এই কর্মে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। সুতরাং আপনি একদল ফিরিশতাসহ তাকে এই সুসংবাদ জানিয়ে আসুন যে, আল্লাহ তাআলা আজকের আচরণে সীমাহীন খুশি হয়ে আপনাকে তার খাছ অলীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এই নির্দেশ পালনের জন্যেই আমি আপনার নিকট এসেছি।

প্রিয় পাঠক, আলোচ্য ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ। যা লিখতে গেলে আরো কয়েক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। কিন্তু এখানে আমি এতটুকু লিখলাম যতটুকু আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

মুহতারাম পাঠক! একজন মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, উপরোক্ত ঘটনার ন্যায় কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। খোদা না করুন, যদি এ ধরনের কোন ঘটনার সম্মুখীন আমরা হয়েই যাই, আর তখন আমরা হযরত ইউসুফ রায়ী (র.) এর ন্যায় সংযম অবলম্বন করতে পারি, তাহলে ফিরিশতার দল ও নবী ইউসুফ (আ.) আমাদের সাথে মোলাকাতের জন্য নাই আসুক, কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই হবে যে, এ কারণে আল্লাহ পাক আমাদের উপর সীমাহীন খুশি হবেন। আমাদের ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদাকে শতগুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং আমাদেরকে দান করবেন বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত।

প্রিয় বন্ধুগণ! বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালবাসা যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ তা এমনিতেই সৃষ্টি হয় না। বরং তা সৃষ্টির পিছনে প্রাথমিক ও প্রধান কারণ হলো, একে অপরকে দর্শন করা। নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীরা যদি পরস্পর একে অপরকে না দেখত তাহলে কখনোই তাদের মাঝে প্রেম-ভালবাসার বীজ অংকুরিত হতো না। একে অপরকে দেখে ভাল লাগার পরই

www.smfoundationbd.com

বিভিন্ন উপায়ে, যেমন কথা-বার্তা বলা, চিঠিপত্রের আদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাল লাগা থেকে ভালবাসার জন্ম হয়। যা পর্যায়ক্রমে মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে।

বন্ধুগণ! উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমি আপনাদেরকে যে কথাটি বুঝাতে চাই তা হলো, মানুষের মধ্যে অবৈধ ভালবাসা সৃষ্টির পিছনে দৃষ্টিই হচ্ছে মূল কারণ। এ জন্যেই মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা পুরুষকে যেমন নারীর দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন, তেমনি নারীকে নিষেধ করেছেন, পুরুষের দিকে তাকাতেও। তাই তরুণ-তরুণীরা যদি কঠোরভাবে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে তাদের মাঝে বিবাহপূর্ব সর্বনাশা প্রেম-ভালবাসার সৃষ্টিই হবে না। ফলে তারা অসংখ্য পাপ থেকে বাঁচার সাথে সাথে দুনিয়ার হাজারো পেরেশানী ও যন্ত্রণা থেকেও বাঁচতে পারবে।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা হয়ত বলতে পারেন, লেখক কেবল দৃষ্টির হেফাজতের উপরই গুরুত্বারোপ করলেন, কিন্তু কিভাবে, কি উপায়ে দৃষ্টির হেফাজত করা যায় সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না। তাই দৃষ্টির হেফাজতের জন্য একটি অমূল্য ব্যবস্থাপত্রও পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চলতে পারি তবে অল্প দিনের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমাদের দৃষ্টি আপন নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যবস্থাপত্রখানা মুহীউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (দাঃবাঃ) কর্তৃক প্রণীত। ব্যবস্থাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

১। আপন দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোন মেয়ে আছে বলে কোন ভাবে বুঝতে পারলে সাথে সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করে দৃষ্টি নিচু রাখতে হবে। চাই মন তখন তাকে দেখার জন্য সীমাহীন অস্থির হয়ে উঠুক না কেন? আর এ সময় কুদৃষ্টি তথা চোখের হেফাজত না করার ক্ষতিকর দিকগুলো চিন্তা করতে হবে। যথা ঃ

(ক) চোখের হেফাজত না করলে দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সমূহ আশংকা আছে।

(খ) কু-দৃষ্টি যেমন আখেরাতের বরবাদী ডেকে আনে তেমনি এর দ্বারা দুনিয়াতেও ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(গ) কুদৃষ্টির কুৎসিৎ কালিমা দ্বারা অন্তরের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় যা দূর হতে বহু সময় লাগে। কারণ এর পরে যতক্ষণ পর্যন্ত মনের আগ্রহ সত্ত্বেও বারবার চোখের হিফাজত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের সেই কালিমা পরিষ্কার হয় না।

www.smfoundationbd.com

(ঘ) কু-দৃষ্টির ফলে আস্তে আস্তে ইবাদত বন্দেগী ও জিকির শোগলের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে সব ছুটে যায়। অতঃপর অবশেষে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, ইবাদত জিকির শোগল ইত্যাদি খারাপ লাগতে শুরু করে। নাউযুবিল্লাহ!

(ঙ) ইহা এমনই এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যার করণে বহু লোক শেষ পর্যন্ত কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ কু-দৃষ্টির অশুভ প্রতিক্রিয়ায় অসৎ প্রেমে লিপ্ত হয়ে শেষ নিঃশাস ত্যাগ পর্যন্ত তা থেকে মুক্ত হতে পারে নি এবং মৃত্যুকালে মুখ দিয়ে কালেমার বদলে কুফুরী কথা উচ্চারিত হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

(চ) কু-দৃষ্টির দরুন মনে আকর্ষণ পয়দা হয়। আকর্ষণের পর ভালবাসা জন্মে আর সেই ভালবাসাই ক্রমান্বয়ে প্রেমের রূপ ধারণ করে। আর নাজায়েজ প্রেমের দ্বারা দুনিয়া আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়।

২। যদি কোন মেয়ের উপর হঠাৎ নজর পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথে দৃষ্টি নিচু করে ফেলবে। এতে যত কষ্টই হোক না কেন। এমনকি প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার যদি আশংকা হয় তবুও।

৩। এত কিছুর পরেও যদি কোন সময় দৃষ্টির হেফাজত করা না যায় তবে এর শাস্তি হিসেবে বার রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিবে এবং সামর্থ অনুসারে কিছু টাকা সদকা করে দিবে। সেই সাথে বেশী বেশী করে এস্তেগফারের এহতেমাম করবে।

প্রিয় পাঠক! প্রথমেই বলা হয়েছে যে, দৃষ্টি থেকে ভাল লাগা এবং ভাল লাগা থেকে অবৈধ প্রেমের সূচনা হয়। সুতরাং কেউ যদি কুদৃষ্টির অশুভ প্রতিক্রিয়া বশতঃ প্রেম রোগে আক্রান্ত হয়েই থাকেন তবে তাকে উল্লেখিত বিষয়াদির পাশাপাশি আরও কয়েকটি কাজ করতে হবে। যা নিম্নরূপঃ

১। মাশুক/ মাশুকাহ তথা প্রেমিক/ প্রেমিকার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অর্থাৎ তার সাথে কথাবার্তা বলা, দৃষ্টিপাত করা, চিঠিপত্র দেওয়া, উঠাবসা করা, সাক্ষাত করা, অন্য কারো মাধ্যমে খবর লওয়া, ফোনে আলাপ করা ইত্যাদি সব কিছু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এমনকি, অন্য কেউ যদি তার কথা আলোচনা করতে শুরু করে তবে তাকে বাধা দিবেন এবং সেখান থেকে চলে যাবেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে তার থেকে এত বেশী দূরে অবস্থান করবেন ও এতটা দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন যাতে করে তার সাথে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনাই না থাকে।

www.smfoundationbd.com

২। যদি এরূপ আশংকা করেন যে, আপনি তার সাথে সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে সে নিজেই আপনার নিকট চলে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ে তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে ঝগড়া করে নিবেন। যাতে তার মনে বন্ধুত্ব রক্ষার আর কোন আশাই অবশিষ্ট না থাকে।

৩। ইচ্ছা করে কখনোই তার কথা স্মরণ করবেন না। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কথা মনে এসেই যায়, তবে যে কোন উপায় অবলম্বন করে মন থেকে তার কথা বাদ দিতে হবে। যেমন, কারো সাথে আলাপ জুড়ে দেওয়া কিংবা বিশেষ কোন জরুরি কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া।

৪। অতীতের কোন বিষয় স্মরণ করেও স্বাদ গ্রহণ করবেন না। কারণ এটা অন্তরের খেয়ানত যা অতি শক্ত গুনাহ। এতে অন্তরের এমন সর্বনাশ ঘটে যার ক্ষতি কুদৃষ্টির ক্ষতি অপেক্ষা বেশী মারাত্মক।

৫। প্রেমের কবিতা, প্রেম কাহিনী বা এ জাতীয় কোন গ্রন্থ পাঠ করবেন না। সিনেমা, টিভি, ভিসিআর ও উলঙ্গ অশ্লীল ছবি দেখা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন। যেসব স্থানে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও খোদার নাফরমানী চলছে সেসব স্থানে কোন অবস্থাতেই গমন করবেন না।

৬। আপনি দুনিয়াবী প্রেমিক প্রেমিকাদের গাদ্দারী, বিশ্বাস ঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কথা বার বার স্মরণ করুন। চিন্তা করে দেখুন, কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য যতই টাকা পয়সা, ধন দৌলত মান ইজ্জত উৎসর্গ করুক না কেন, যদি তার মন আরেক জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় কিংবা তুলনামূলক বেশী সুন্দর ও সম্পদ শালী কেউ মিলে যায় তাহলে সে পূর্বেকার প্রেমিক হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে আদৌ পরোয়া করে না। এমনকি তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য কথায় পথের কাঁটা সরানোর জন্য বিষ প্রয়োগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাকে হত্যাও করে ফেলে।

৮। সাথে সাথে আপনি এ কথাও খেয়াল করুন যে, যদি আপনার ঐ প্রিয়তমা মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে আপনি দ্রুত কবরস্থানে পৌঁছে দিবেন। আর যদি আপনার মৃত্যু আগে হয় তাহলে আপনার ঐ প্রিয়জন আপনার লাশ দেখে ঘৃণাবোধ করবে। অথবা যদি দুজনের মধ্যে থেকে যে কোন একজনের শ্রী নষ্ট হয়ে চেহারা অসুন্দর হয়ে যায় তাহলে সমস্ত প্রেম ভালবাসাই মুহূর্তের মধ্যে বরফে পরিণত হবে। তখন মনে হবে এ সবই তো ছিল এক প্রতারণা। এত ক্ষণস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর যে ভালবাসা, এও কি কোন ভালবাসা?

উল্লেখিত নিয়মাবলীর উপর আমল করলে ইনশাআল্লাহ নফ্স একদিন কাবু হবে। নিয়ন্ত্রণে আসবে। গাইরুল্লাহর মহব্বত হতে নাজাত নসীব হবে। সাথে

www.smfoundationbd.com

সাথে হৃদয় মনে এমন এক প্রশান্তি অনুভব হবে যা সাধারণ মানুষ কেন, রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত দেখতে পায় নি। মনে হবে, দোজখী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সে যেন জান্নাতী জীবন লাভ করেছে।

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি কোন মুসলমানের দৃষ্টি হঠাৎ কোন নারীর সৌন্দর্যের উপর পড়ে যায় আর সে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন ইবাদত করার তাওফীক দান করবেন যার স্বাদ সে নিজেই অনুভব করতে পারবে। (মিশকাত ২ঃ২৭০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীর স্বরূপ। যে ব্যক্তি মনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তাকে এর প্রতিদানে এমন সুদৃঢ় ঈমান দান করা হবে যার স্বাদ সে স্বীয় অন্তরে অনুভব করবে।

নবী করীম (সা.) আরো বলেন, কিয়ামতের দিন কয়েকটি চক্ষু ছাড়া সকল চক্ষুই ক্রন্দন করবে। যথা (১) যে চক্ষু আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ স্থানে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে। (২) যে চক্ষু আল্লাহর পথে জাগ্রত রয়েছে (৩) আর যে চক্ষু থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু নির্গত হয়েছে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) সকল মানব জাতির উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আলী! মেয়েদের উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে তুমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি উঠিয়ে দেখ না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য মার্জনীয়, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি অমার্জনীয়। (মিশকাত ২ঃ২৬৯, তিরমিযি, আবু দাউদ)

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে উপরি উক্ত ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে সেভাবে পরিচালনা করার তাওফীক দাও। সর্বনাশা কু-দৃষ্টি ও অবৈধ প্রেম ভালবাসার মরণ ছোবল থেকে তুমি মুসলিম জাতিকে হেফাজত কর। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।*

টুকরো কথা

সুন্দর কথা বলার জন্য চাই সুন্দর মন। -লেখক

* সহায়তায় ঃ আত্মার খোরাক- পৃষ্ঠা ঃ ৭৩, তাযকিরাতুল আউলিয়া- পৃষ্ঠা ঃ ২৪১
কু-দৃষ্টি অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার- পৃষ্ঠা ঃ ৩৩

www.smfoundationbd.com

২

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

একজন ছাত্র। তালেবে ইলম। বয়সে তরুণ। দিল্লীর এক মাদরাসায় পড়াশুনা করে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার সুনাম সুখ্যাতি ইতোমধ্যেই গোটা মাদরাসায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ছেলেটি ছিল সুন্দর, সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী। সে রাত যাপন করত পাশেই একটি মসজিদে। সেখানে সে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তার ইচ্ছা সে একজন বড় আলেম হবে। দেশ ও জাতির খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করবে।

এক রাতের ঘটনা।

পাশের মহল্লার এক যুবতী মেয়ে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে তার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। এমন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে লোকজন এদিক সেদিক দৌড়াতে লাগল। চতুর্দিকে শুরু হলো হৈ চৈ, মারামারি, কাটাকাটি। এসব দেখে মেয়েটি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সে প্রাণ ভয়ে দৌড়ে গিয়ে মসজিদে আশ্রয় নিল।

রাত অনেক হয়েছে। অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মসজিদে অবস্থানরত ছাত্রটি তখন গভীর পড়াশুনায় নিমগ্ন। হঠাৎ তার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। সে বের হওয়ার সময় দেখল, একটি অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী মেয়ে মসজিদের ভিতরে বসে আছে। মেয়েটিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সংযত করল। কিন্তু সাথে সাথে একটি যুবতী মেয়েকে রাতের অন্ধকারে একাকী দেখতে পেয়ে এক অজানা আশঙ্কায় তার মন দুরু দুরু করে কাঁপতে শুরু করল। সে ভাবল, মসজিদে এখন আমি ও এ মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই। খোদা না করুন, যদি কেউ এখন আমাদেরকে দেখে ফেলে তাহলে সে অবশ্যই আমাদের উপর বদগুমান করবে। এমনকি সে খারাপ হলে আমাদেরকে মিথ্যা অপবাদে জড়িয়ে

www.smfoundationbd.com

ফেলতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তাই সে কালবিলম্ব না করে বারবার অনুরোধ করে মেয়েটিকে বলল, আপনার জন্য এখানে অবস্থান করা কিছুতেই উচিত হবে না। লোকজন দেখলে আমাকে অপবাদ দিবে। এতে আমার ইজ্জত সম্মান ভুলুণ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মাদরাসা এবং মাদরাসার ছাত্রদের সুনামও ক্ষুন্ন হবে। মানুষ ভাববে, মাদরাসার ছাত্রদের চরিত্র বুঝি এমনই হয়। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে মসজিদ থেকেও বের করে দিবে। ফলে এর দ্বারা আমার শিক্ষা জীবনের চরম ক্ষতি হওয়ারও প্রবল আশংকা রয়েছে।

মেয়েটি বলল, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাইরে বের হলে আমার প্রাণ নাশের সমূহ সম্ভাবনা আছে। সেই সাথে ইজ্জত ও সম্ভ্রম নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব কি না তারও আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় কি করে আপনি আমাকে এ স্থান থেকে তাড়িয়ে দিতে চান। মসজিদ তো আল্লাহর ঘর। এ ঘরকে আমরা নিরাপদ ঘর বলেই মনে করি। সুতরাং এখানেই যদি জীবনের নিরাপত্তা না পেলাম, তাহলে কোথায় আশ্রয় নিয়ে জীবনের নিরাপত্তাবোধ করব?

মেয়েটির এই আবেগপূর্ণ যুক্তিযুক্ত কথায় ছাত্রটি নিরুপায় হয়ে বলল,তাহলে আপনি এক কাজ করুন। আপনি মসজিদের ঐ কোণায় বসে পড়ুন। সকাল হলে বাড়ি চলে যাবেন।

মেয়েটি বলল, ঠিক আছে। তাই হবে। এটুকু বলে সে মসজিদের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে বসে পড়ল।

মসজিদটি ছিল খুব ছোট। মেয়েটির যেন বেশী কষ্ট না হয়, এজন্য ছেলেটি তাকে একটি কম্বল দিল । মেয়েটি সানন্দে তা গ্রহণ করল। তবে সে খুব ভাল করে লক্ষ্য করল যে, প্রথম দৃষ্টির পর এ পর্যন্ত ছেলেটি তার দিকে আর একবারও চোখ তুলে তাকায় নি।

যা হোক, মেয়েটি কম্বল ভাঁজ করে উহার উপর আরামের সাথে বসে যাওয়ার পর ছেলেটি মসজিদের অপর কোণায় গিয়ে পূর্বের ন্যায় পড়াশুনায় মশগুল হয়ে গেল। মেয়েটির কোন কাজ ছিল না। সে কেবল ভোর হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। তবে রাতব্যাপী ছেলেটির একটি কাজ মেয়েটিকে বেশ আশ্চর্য করল। সে দেখল, ছেলেটি একটু পর পর নিজের হাতের আঙ্গুল বাতির আগুনে চেপে ধরছে। এমনিভাবে গোটা রাত অতিবাহিত হয়ে গেল।

ভোর হতে অল্প কিছুক্ষণ বাকী। ছেলেটি আপন স্থান থেকে উঠে এল। অতঃপর মেয়েটির কাছে এসে বলল, এখন চতুর্দিক শান্ত। দাঙ্গামুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

www.smfoundationbd.com

মেয়েটি বলল, আমি বাসায় যাব, কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। আমি লক্ষ্য করেছি, কিতাব অধ্যয়নকালে আপনি বারবার আপনার হাতের আঙ্গুল বাতির আগুনে চেপে ধরেছেন। এর কারণ কি?

ছেলেটি বলল, এটি আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে আপনার কিছু জানার আছে বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সে বার বার বিষয়টি জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি যখন বুঝল, মেয়েটির কাছে এ ব্যাপারে কিছু না বলার আগে সে যাবেই না, তখন সে বলতে বাধ্য হলো। সে বলল-

বোন! আপনি হয়তো জানেন যে, শয়তান আমাদের চিরশত্রু। সে আমাদেরকে বিপদগামী করে জাহান্নামে নিতে চায়। চায় লজ্জিত, বঞ্চিত ও অপমানিত করতে। আপনাকে ঐখানে বসিয়ে আসার পর থেকে সে আমাকে বারবার গুনাহের কাজে জড়িয়ে ফেলার জন্য প্ররোচিত করছিল। তাছাড়া আমার কু-প্রবৃত্তিও আমাকে বারংবার বলছিল, তুমি এক্ষুণি মেয়েটির কাছে চলে যাও। সেও তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু লজ্জায় মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না। তোমার মতো বলিষ্ঠ যুবকের ছোঁয়া পেলে সে খুশিই হবে। যাও, বিলম্ব করো না। জৈবিক চাহিদা পূর্ণ কর। এমন সুন্দর মেয়ে কখনও দেখেছ কি? সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিও না। এমন নির্জন ও নিরাপদ পরিবেশে মনের সাধ মিটানোর সুযোগ ভবিষ্যতে কোনদিন নাও পেতে পার।

বোন! শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন আমি চরম উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, তখন বাতির আগুনে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে স্বীয় সত্তাকে উদ্দেশ্য করে বলতাম, হে নফস! এ অবৈধ কাজে লিপ্ত হলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি সর্বদা তোমাকে তাড়া করে ফিরবে। তোমাকে তো দেখছি, দুনিয়ার এই সাধারণ অগ্নির সামান্য উত্তাপ বরদাশত করতে পারছ না। তাহলে কিরূপে তুমি দুনিয়ার আগুনের চেয়ে হাজারো গুণ বেশী উত্তপ্ত জাহান্নামের দহন সহ্য করতে পারবে? বোন! এসব কথা বলে বলে সারারাত আমি নিজেকে আপনার সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছি। এবার বুঝলেন তো, আগুনে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর মূল রহস্য?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, বুঝেছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আপনার মতো সৎ ও নিষ্ঠাবান ছেলে জীবনে কোথাও দেখি নি। আপনার কথাগুলো শুনে আমি কেবল হতবাকই হই নি, রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যেন আপনার এই নিষ্ঠা ও সততার উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারি।

www.smfoundationbd.com

এতটুকু বলে মেয়েটি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ছেলেটি তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আপন স্থানে ফিরে এল।

এদিকে মেয়েটি হারিয়ে যাওয়ায় বাড়ির লোকজন সীমাহীন পেরেশান। গোটা রাত মেয়েটিকে তারা এখানে সেখানে সর্বত্র খুঁজে ফিরেছে। কিন্তু তারা ধারণাই করতে পারেনি যে, মেয়েটি একাকী মসজিদে বসে সারারাত কাটিয়ে দিবে।

বাড়ি যাওয়ার পর সকলেই মেয়েটিকে ঘিরে ধরল। সারারাত সে কোথায় কিভাবে ছিল সবাই তা জানতে চাইল। মেয়েটি সবকিছু খুলে বলল। সাথে সাথে সেই ছাত্রটির সততা ও সংযমের কথাও সকলকে জানাল। এতে উপস্থিত সবাই যারপর নাই বিস্মিত হলো, আনন্দিত হলো।

মেয়েটির পিতা একজন ধনী মানুষ। বিশাল ধন সম্পদ ও বিত্ত বৈভবের মালিক তিনি। কোন কিছুর অভাব নেই তাঁর। সেই সাথে তিনি একজন সৎ ও ধর্মভীরু মানুষ। এই ঘটনার পর মেয়েকে তিনি বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

চারদিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল, বহু উঁচু ও নামীদামী পরিবার থেকে ডিগ্রীধারী ছেলেদের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হলো। কিন্তু না, মেয়ের সাফ একটাই জবাব- ঐ ছেলে ছাড়া সে কোথাও বিয়ে বসবে না। তার পদসেবা ও খেদমত করেই সে আজীবন কাটিয়ে দেবে।

পিতামাতা সহ পরিবারের লোকজন সবাই তাকে বুঝাল। বলল- দেখ, তুমি যে ছেলের কথা বলছ, সে অনেক গরিব। টাকা পয়সা, বাড়িঘর কিছুই নেই তার। তোমার মত একজন ধনীর দুলালীর কি এমন গরিব ছেলের সাথে মানাবে? তুমি কি পারবে এই সীমাহীন অভাব অনটন থেকে সুখী জীবন যাপন করতে?

মেয়েটি বলল, সুখ দুঃখ আল্লাহর হাতে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এরূপ সৎ ও চরিত্রবান ছেলের কাছে কোন মেয়ে অসুখী হতে পারে না। আর অভাব অনটন? আমি মনে করি, এমন নিষ্ঠাবান ও ধর্মভীরু ছেলের সাথে আজীবন কুঁড়ে ঘরে কাটিয়ে দিলেও কোন সমস্যা নেই। আপনারা ভাল করে শুনে নিন, এই পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা ছেলের সেবা করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

মেয়ের কথায় সবাই বুঝল, ছেলেটির সততা মেয়েটিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আসন করে নিয়েছে তার হৃদয়রাজ্যে। সুতরাং অন্যত্র জোর করে বিয়ে দিলে সে শান্তি পাবে না। সুখী হতে পারবে না কোন দিন।

www.smfoundationbd.com

যাহোক, এসব কথা চিন্তা করে ছেলের অভিভাবকদের সাথে এ ব্যাপারে তারা আলোচনা করল এবং এক পর্যায়ে দিন তারিখ ঠিক করে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করল।

প্রিয় পাঠক, দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুযায়ী এটা প্রায় অসম্ভব যে, এরূপ একজন কোটিপতির সুন্দরী মেয়ের সাথে একটি সাধারণ পরিবারের ছেলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হবে। কিন্তু মহান আল্লাহপাক দেখিয়ে দিলেন যে, মানুষ যখন আল্লাহর ভয়ে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে তখন আল্লাহ পাক তাকে এমনভাবে সাহায্য করেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাই আসুন, আমরা আল্লাহকে ভয় করি। তার দেওয়া যাবতীয় বিধি বিধান নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করি। সকল হারাম ও না জায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকি। বিশেষ করে, এ মুহূর্ত থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, আজ থেকে কোন বেগানা নারীর দিকে চোখ তুলে তাকাব না। তাদের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাও বলব না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন আপন আপন চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।*

অমূল্য বাণী

দরিদ্র মানুষের আর্তনাদ শুনে যারা কান বন্ধ করে রাখে, তারাও একদিন কাদঁবে, কিন্তু তখন কেউ তাদের কান্না শুনবে না।

- হযরত সুলাইমান (আ.)

* সহায়তায় ঃ পড়াশুনা ও মোতালাআ আকাবিরদের একাগ্রতা, পৃঃ ১৫৯

www.smfoundationbd.com

হৃদয়ের বিশালতা

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের (র.) নাম কে না শুনেছে? তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া দু'একটা ঘটনা আমি অধমও হৃদয় গলে সিরিজের দু'এক জায়গায় উল্লেখ করেছি। এবার তাঁরই আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা পাঠক ভাই বোনদের উপহার দিচ্ছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) ছিলেন একজন উঁচু মাপের আলেম। জ্ঞান পিপাসু অসংখ্য তালিবে ইলম হাজির হতো তাঁর দরবারে। সাধারণ জনগণও তাঁর নিকট আসত বিভিন্ন মাসায়েলের সমাধানের জন্য। যুবক, বৃদ্ধ ছেলে-বুড়ো সকলেই ভীড় জমাত তাঁর দরসগাহে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) যেখানে থাকতেন তারই অদূরবর্তী স্থানে বসবাস করত এক যুবক। সে প্রায়ই হযরতের দরবারে আসত। জিজ্ঞেস করত হরেক রকম মাসআলা মাসায়েল। হঠাৎ যুবকের আনা গোনা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন যাবত সে আর আসছে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) তার জন্য চিন্তিত হলেন। লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যুবকটি কোথায় যে আমার নিকট প্রায়ই আসা যাওয়া করত? লোকজন বলল, এক ব্যক্তি তার কাছে কিছু পাওনা ছিল। উক্ত পাওনা পরিশোধ করতে না পারায় ঋণ দাতা তাকে পাকড়াও করে জেলে পাঠিয়েছে। বর্তমানে সে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ রয়েছে।

যুবকের এই করুণ অবস্থা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) কে চরম মর্মাহত করে। তিনি মনে মনে ভাবেন, হায়! কিছু টাকার জন্য একটি যুবকের স্বাধীন জীবন বন্দীত্বের জীবনে পরিণত হবে? বঞ্চিত হবে জ্ঞান অন্বেষণের সুবর্ণ সুযোগ

www.smfoundationbd.com

থেকে? না, এ হতে পারে না। এমনটি হতে দেয়া যায় না। তাই তিনি লোকদের নিকট জানতে চাইলেন, আচ্ছা তার ঋণের পরিমাণ কত? লোকজন বলল- দশ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

একটু পর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমরা করয দাতা লোকটিকে চিন কি?

তারা বলল, হ্যাঁ, অমুক ব্যক্তি যুবকের করয দাতা।

ঋণের পরিমাণ ও করযদাতার সন্ধান পেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) খুব বেশী বিলম্ব করলেন না। বরং সামান্য সময় পরে কাউকে না জানিয়ে ১০ হাজার দিনার নিয়ে করয দাতার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! আমার এক বন্ধু তোমার কাছ থেকে ১০ হাজার দিনার করয নিয়েছিল। সেই টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তুমি নাকি তাকে জেলে পাঠিয়েছো?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, সে এখন কয়েদখানার অন্ধকার কক্ষে বন্দী জীবন যাপন করছে। আমার সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে।

ইবনে মোবারক (র.) বললেন, আমি তার পক্ষ থেকে তোমার সকল পাওনা পরিশোধ করব। তবে শর্ত হলো, তোমাকে এ মর্মে ওয়াদা করতে হবে যে, আমি জীবিত থাকতে তার নিকট কোন দিন একথা বলতে পারবে না।

লোকটি বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার শর্ত মেনে নিলাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) তৎক্ষণাৎ দশহাজার দিনারের একটি থলে করযদাতার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এবার তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করো। পরিশেষে যুবক মুক্তি লাভ করল। কিন্তু সে ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) নিজের পকেট থেকে ঋণ পরিশোধ করে তাকে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছেন।

কিছুদিন পর ইবনে মোবারক (র.) এর সাথে যুবকের সাক্ষাত হলো। যুবককে দেখেই ইবনে মোবারক (র.) প্রশ্ন করলেন, তুমি না কারাগারে বন্দী ছিলে?

যুবক উত্তর করল, হ্যাঁ, আমি কারাগারের নির্জন কক্ষে মানবেতর জীবন যাপন করছিলাম। কিন্তু কয়দিন আগে আল্লাহপাক আমাকে তা থেকে মুক্ত করেছেন।

www.smfoundationbd.com

ইবনে মোবারক (র.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কিভাবে মুক্তি লাভ করলে? করয দাতা কি ঋণ মাফ করে দিয়েছে?

যুবক বলল, না, মাফ করেনি। তবে আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলা গায়েব হতে আমার করয পরিশোধ করার জন্য কোন ফিরিশতা পাঠিয়েছেন।

ইবনে মোবারক (র.) বললেন, তবে তোমাকে এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। আমি তোমার মুক্তির জন্য প্রভুর দরবারে কতইনা দুআ করেছিলাম, তাই তোমার মুক্তির সংবাদে আমি সীমাহীন আনন্দিত, ভীষণ পুলকিত।

জেল থেকে মুক্তির পর আগের মতোই আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) এর দরবারে যুবকের যাতায়াত অব্যাহত থাকে। এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। এরপর একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) এর ইন্তেকাল হলে করযদাতা এসে যুবককে বলল, হে যুবক? তুমি কি জান, কে তোমার করয পরিশোধ করে তোমার বন্দী জীবনের অবসান ঘটিয়েছিল?

যুবক উত্তরে বলল, না, তা তো কোন দিন আপনি আমাকে বলেন নি। আমি জানতে চাইলেও আপনি একথা সেকথা বলে তা এড়িয়ে গেছেন। এখন বলুন, কোন্ সেই মহান ব্যক্তি যিনি আমার এতবড় উপকার করেছেন।

করযদাতা বললেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন, তোমার মহব্বতের ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মোবারক (র.)।

করযদাতার কথা শুনে যুবকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে বলল, জানতাম হযরত ইবনে মোবারক (র.) অত্যন্ত ভাল মানুষ,মহান ব্যক্তি। কিন্তু তিনি যে এত মহান, এত বিশাল তার হৃদয়, তা আমার আগে জানা ছিল না। ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিজ থেকে দিয়ে তিনি আমার করয পরিশোধ করে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন অথচ কোনো দিন একটু ইশারা ইঙ্গিতেও একথা বুঝতে দেন নি আমাকে। হায়! সবাই যদি এমন মহৎ হৃদয়ের হতো!

ওগো প্রভূ! তুমি লিখক-পাঠক সবাইকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) এর ন্যায় বিশাল হৃদয় দান করো। যিনি শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও আপন মহত্বের পরিচয় দিয়ে ইতিহাসের সোনালি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নজের নাম লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। *

---

* সূত্র ঃ ইসলাহী খুতুবাত, সহায়তায় ঃ আলোকিত জীবনের সন্ধানে পৃঃ ২১

www.smfoundationbd.com

৪

কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকুন

আল্লাহ আপনার সহায় হবেন

ছাত্র জীবনে একটি কবিতা পড়েছিলাম। যার দুটি চরণ আজো আমার মনে পড়ে। আমি এখন আপনাদের নিকট যে ঘটনা বলতে চাচ্ছি তার মূল বক্তব্যের সাথে চরণ দুটির মূল বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই এই দুটি চরণ দিয়ে ঘটনার সূচনা শুরু করছি। কবি বলেন-

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

উপরি উক্ত লাইন দুটোর সার কথা ইহাই যে, কেবল নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য মানুষের জন্ম নয়। বরং মানব জন্মের উদ্দেশ্যে হলো, সে নিজের কল্যাণ চিন্তার পাশাপাশি অপরের কল্যাণও মনে প্রাণে কামনা করবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারাও এ কথাটি পরিষ্কাররূপে বুঝে আসে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দ্বীন মানেই হলো অপরের কল্যাণ কামনা করা। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে (পৃথিবীতে) পাঠানো হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা আজ থেকে কেবল নিজের কল্যাণ চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো না, বরং আমার পরিবারের, আমার সমাজের, আমার দেশের এমনকি সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য সব কিছুই আমরা করবো। আমরা তাদের জন্য জান দিব, মাল দিব, সময় দিবো। নিজের জ্ঞান ও মেধা খরচ করে অবিরত চিন্তা করে যাবো- কিভাবে তাদের মঙ্গল সাধন করা যায়। কিভাবে তাদের মুখে হাসি ফুটানো যায়। কিভাবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা যায়। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা এ কাজটি আঞ্জাম দিয়ে

www.smfoundationbd.com

যেতে পারি তাহলে পদে পদে আমরা আল্লাহর সাহায্য ও মদদ প্রাপ্ত হবো। এতে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু ইহকালীন শান্তি, সুখ, সম্মান ও পরকালীন অফুরন্ত নেয়ামত তো আছেই। হে করুণাময় খোদা! তুমি আমাদের শক্তি দাও, সাহস দাও, অপরের মঙ্গল সাধন করার জন্য খাঁটি মনে পাক্কা এরাদা করার তাওফীক দাও। পাঠকবৃন্দ! ঘটনার মূল বক্তব্যটি আপনাদের বুঝানোর জন্য প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলে ফেললাম। এবার চলুন মূল ঘটনা শ্রবণ করি এবং এ থেকে এ কথাটি বুঝতে চেষ্টা করি যে, অপরের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকলে মাঝে মধ্যে খোদার পক্ষ থেকে এমন সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

বাদশাহ ইমাদুদ্দৌলা (মৃত ৩৩৮ হিঃ) ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী শাসক। তিনি জনগণকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাদের মঙ্গল কামনায় সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর শাসনাধীন এলাকায় একজন প্রজাও সামান্যতম কষ্টে দিনাতিপাত করুক তা তিনি চাইতেন না। ইরাক, আরব ও পারস্য সহ আশে পাশের এলাকা ছিল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পূর্ণ নাম হলো ইমাদুদ্দৌলা আবুল হাসান আলী ইবনে বুইয়াহ।

ইরানের একটি বিখ্যাত নগরীর নাম সিরাজ। এই নগরী যখন বাদশাহ ইমাদুদ্দৌলার হস্তগত হয় তখন তার কয়েকজন হিতাকাঙ্খী বন্ধু এসে বলল, আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। মেহেরবানী করে আমাদের কিছু ধন-দৌলত দান করুন।

বাদশাহ ইমাদুদ্দৌলা তাদের কথা কান পেতে শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বাস্তবিকই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর কাছে তখন এত ধন-সম্পদ ছিল না যা দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে।

এবার তাহলে উপায়! বাদশাহ দ্রুত রাজ কোষাগারে ছুটে এলেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। কক্ষগুলো ছিল একদম শূন্য। এগুলোতে দেওয়ার মতো ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় কি করা যায় এ নিয়ে তিনি বারবার চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু কোন সুরাহা হলো না। তিনি আবার লোকদের কাছে চলে এলেন।। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। বন্ধুরা আবার মালের জন্য তাগিদ দিতে লাগল। বাদশাহ ভীষণ চিন্তায় চিন্তিত। কিভাবে বন্ধুদের দুঃখ দুর্দশা ও অভাব দূর করা যায় এ নিয়ে তিনি সীমাহীন পেরেশান। বারবার তিনি খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বলছেন, ওগো রাহমানুর রাহীম- তুমি খুব ভাল করেই আমার অবস্থা

www.smfoundationbd.com

পর্যবেক্ষণ করছো। তুমি দেখছো, বন্ধুদের চাহিদা পূরণ করার মতো সম্পদ আমার নেই। তাই অনুগ্রহ পূর্বক যে কোন উপায়ে এর ব্যবস্থা করে দাও।

এভাবে কয়েকবার কায়মনোবাক্যে দোয়া করার পর এক সময় তিনি কোষাগারের শূন্য কক্ষে এসে শুয়ে পড়লেন। খোদার সাহায্যের মুহতাজ হয়ে বিভিন্ন উপায় খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি দেখলেন একটি সাপ কক্ষের এক ফাটল থেকে বের হয়ে অন্য ফাটলে চলে গেল।

সাপ দেখে তিনি ভয় পেলেন। ভাবলেন, না জানি এই সাপ তার উপর আক্রমণ করে বসে। তাই তিনি শোয়া থেকে উঠে প্রহরীকে ডেকে বললেন, ঐ সিড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে দেখ সাপটি কোথায় আছে।

প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল। সে দেখল, সেখানে সাপের কোন নাম গন্ধ নেই। তবে একটি ছাদের সাথে আরেকটি ছাদের সংযোগ স্থলে জানালার মতো কি যেন একটি দেখা যায়। সে নিচে নেমে বাদশাহকে এ সংবাদ দিলে তিনি তা সাবধানে খুলতে আদেশ করলেন।

বাদশাহের নির্দেশে জানালা খোলা হলো। দেখা গেল, তাতে একটি বড় সিন্দুক আছে যা পাঁচ লক্ষ দিনার ও বেশ কিছু মূল্যবান কাপড়ে পরিপূর্ণ ছিল। বাদশাহ এসব দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর বন্ধুদের ডেকে তাদের দাবি পূরণ করে দিলেন।

বন্ধুবর্গ বিদায় হওয়ার পর সিন্দুকের কাপড়গুলো দ্বারা পোষাক তৈরীর জন্য বাদশাহ একজন পারদর্শী ও দক্ষ দর্জির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। লোকেরা তখন বলল, বাদশাহ মহোদয়! যে দর্জি পূর্ববর্তী বাদশাহের পোষাক তৈরী করত তার চেয়ে ভাল কোন দর্জি এই এলাকায় নেই।

বাদশাহ বললেন, আমার পূর্ববর্তী বাদশাহ যখন এই দর্জি দিয়ে পোষাক বানাতেন তাহলে নিশ্চয়ই সে ভাল দর্জি হবে। সুতরাং তাকে দিয়ে পোষাক বানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তোমরা তাকে ডেকে নিয়ে আস।

লোকজন বাদশাহকে যে দর্জির সন্ধান দিলো, সে ছিল সত্যিই একজন প্রসিদ্ধ দর্জি। তার কাজ ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। সে কানে শুনতো না। তবে তার আমানতদারী ছিল সর্বজন বিদিত। তার এ আমানতদারীর কারণে পূর্ববতী বাদশাহ গোপনে তার নিকট বারটি সিন্দুক আমানত রেখেছিলেন। যাতে মূল্যবান কাপড় চোপড় ভর্তি ছিল। কিন্তু এ কথা সে ও বাদশাহ ছাড়া কেউই জানত না।

এই ঘটনার পরপরই হঠাৎ বাদশাহ ইন্তেকাল করলে ইমাদুদ্দৌলাহ তাঁর

www.smfoundationbd.com

স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি এসব আমানতের খবর কিছুই জানতেন না। তিনি কেবল পোষাক বানানোর উদ্দেশ্যেই দর্জিকে আপন দরবারে ডেকে পাঠালেন।

এদিকে বাদশাহের ডাক শুনে দর্জি মনে করল, কোন চোগলখোর হয়তো ইমাদুদ্দৌলার কাছে তার বিরুদ্ধে চোগলখোরী করেছে। সে হয়তো বলে দিয়েছে আমার কাছে এত এত সিন্দুক ভর্তি মূল্যবান কাপড় আছে। আরো কত কি বানিয়ে বলেছে তা কে জানে? তাই সে প্রতি মুহূর্তে হুকুমতের পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। উপরন্ত সে একথাও ভাবছিল, এসব সিন্দুক আমি কিভাবে পেয়েছি একথা যেহেতু মরহুম বাদশাহ ছাড়া আর কেউ জানতেন না, এর কোন সাক্ষী প্রমাণও যেহেতু আমার কাছে নেই, সুতরাং আমি যতই বলি যে, পূর্ববর্তী বাদশাহ এসব সিন্দুক আমার নিকট বিপদের সহায় হিসেবে কাউকে না জানিয়ে আমানত রেখেছিলেন তা বর্তমান বাদশাহ কেন, কেউ বিশ্বাস করবে না। অতএব রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারী হিসেবে আমার মৃত্যুদন্ড সুনিশ্চিত।

রাজদরবারের একটি কক্ষে বসে সে এসব ভাবছিল। হঠাৎ এক রাজ কর্মচারী এসে বলল, চলুন, বাদশাহ আপনাকে তাঁর খাছ দরবারে আহবান করেছেন।

একথা শুনে দর্জির ভয় বেড়ে গেল। তার কণ্ঠ তালু শুকিয়ে গেল। বাদশাহের কাছে যাওয়ার পর বাদশাহ তাকে কাপড় মাপতে বললেন। কিন্তু বধির হওয়ার কারণে সে কিছুই বুঝতে পারল না। সে মনে করল, বাদশাহ তাকে সিন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন। তাই সে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম আমার নিকট কেবল ১২টি সিন্দুক রক্ষিত আছে এর বেশী একটিও নেই। তাছাড়া এসব সিন্দুকে কি আছে তা আমি কোন দিন খুলেও দেখি নি। মরহুম বাদশাহ আমার নিকট এসব সিন্দুক আমানত হিসেবে রেখেছেন। আমি তা অবৈধ কোন উপায়ে অর্জন করি নি। আমি এ ব্যাপারে বেকসুর। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা করুন এবং পূর্ববতী বাদশাহের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এগুলো গ্রহণ করুন।

দর্জির কথা শুনে বাদশাহ সীমাহীন বিস্মিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই এসব খোদার মদদ ও সাহায্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ভীষণ চিন্তা করেছি। পেরেশানী উঠিয়েছি। আল্লাহ তাআলা হয়তো আমার এই পেরেশান হাল অবলোকন করে এমন উপায়ে পরপর দুটি সাহায্য করেছেন যা কোন দিন আমার কল্পনায়ও আসে নি। হে

www.smfoundationbd.com

খোদা তুমি বড়ই দয়াময়, অসীম মেহেরবান।

যা হোক, এরপর বাদশাহ কালবিলম্ব না করে দর্জিসহ কয়েকজন লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা সিন্দুকগুলো নিয়ে এসো। দর্জি বাড়ি গিয়ে লোকদের হাতে ১২টি সিন্দুক তুলে দিল। বাদশাহের সম্মুখে এগুলো আনা হলে খুলে দেখা গেল প্রতিটি সিন্দুকের ভিতরে অতি মূল্যবান কাপড় চোপড় রয়েছে যা সাধারণত রাজা বাদশাহ ও মন্ত্রী পরিষদের লোকজন ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা বাদশাহ ইমাদুদ্দৌলাকে সাহায্য করলেন। তাকে দান করলেন এত পরিমাণ সম্পদ যা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন তো বটে, আরো অনেক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। হে আল্লাহ! বর্তমান কালের জনহিতৈষী ও পরোপকরী লোকদেরকেও তুমি অনুরূপ সাহায্য করো। মদদ করো অনাগত কালের সকল জনকল্যাণ কামী মহামানবদের। আমীন। ছুম্মা আমীন।*

কুড়ানো মুক্তা

প্রত্যুষে বিছানা ত্যাগ করার ক্ষেত্রে বনের পাখিরা যদি তোমাকে হারিয়ে দেয় তবে এটা তোমার জন্য নিঃসন্দেহে আক্ষেপের ব্যাপার।

—হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)

* সহায়তায় ঃ হায়াতুল হায়াওয়ান ৩ঃ১১৫ # ওয়াফিয়াতুল আয়ান- কাজী ইমাম শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে খাল্লেকান।

www.smfoundationbd.com

অতি লোভের খেসারত

সেই জাহেলী যুগের ঘটনা।

দুই সহোদর ভাই। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়েছে। অনেক পথ চলার কারণে তারা এখন ক্লান্ত। পা আর সামনে এগুচ্ছে না। সুতরাং একটু বিশ্রাম যে নিতেই হয়।

সামনে একটি বট বৃক্ষ। বিশাল আকৃতির। গাছটি দেখে তারা খুশি হলো। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গাছের ছায়ায় একটি পাথরের উপর বসে পড়ল। তারপর শুরু করল বিভিন্ন ধরণের আলাপ আলোচনা।

খানিক পর। বিশ্রাম শেষে তারা উঠতে চাইল। কিন্তু একটি চমৎকার দৃশ্য তাদেরকে দারুণ বিস্মিত করল। তারা দেখল, পাথরের তলদেশ থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এসেছে। তার মুখে একটি স্বর্ণমুদ্রা। সাপটি ধীর গতিতে তাদের সামনে এল। তারপর স্বর্ণমুদ্রাটি তাদের সম্মুখে রেখে চলে গেল।

একজন স্বর্ণমুদ্রাটি হাতে নিল। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উহা দেখে বলল, মনে হয় এখানে কোন গোপন ধনভান্ডার আছে। আরেক ভাই জবাবে বলল, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। চল এখানে আমরা অপেক্ষা করি। দেখি ঘটনা কত দূর যায়।

পরামর্শ মোতাবেক উভয়ই সেখানে রয়ে গেল। এভাবে তাদের তিনদিন কেটে গেল। এরই মধ্যে প্রতিদিন সাপটি তাদের কাছে আসত। আর সঙ্গে নিয়ে আসত একটি স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু এক ভাইয়ের তা সহ্য হলো না। সে বলতে লাগল, ভাই! সারাদিন বসে বসে শুধু একটি স্বর্ণমুদ্রা! তা কি দুজনের পোষে? আমরা কত দিন পর্যন্ত এখানে বসে বসে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পেতে থাকব? চল, সাপটি মেরে আমরা এখানকার ধনাগার বের করে ফেলি।

www.smfoundationbd.com

অপর ভাই বলল- না, তা কিছুতেই হতে পারে না। যদি আমরা এখানে কোন ধনভান্ডার না পাই তবে আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই পন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু অপর ভাই তার কথা মানল না। সে একটি কুঠার হাতে নিয়ে সাপটির অপেক্ষায় বসে রইল। যখন সাপটি পাথরের নিচ থেকে মাথা বের করল ঠিক তখনই সে কুঠার দ্বারা আক্রমণ করে বসল। এতে সাপটি মারাত্মক আহত হলো কিন্তু মরলো না।

একটু পর সাপটি দ্রুত গতিতে পাথরের নিচ থেকে বেরিয়ে এল এবং কুঠারধারীকে ছোবল মেরে হত্যা করে আবার স্বীয় স্থানে ফিরে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় অন্যভাই থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল। এ মুহূর্তে সে কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেয়ে সে মৃত ভাইকে দাফন করল এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আহত সাপটি পরদিন বের হলো। তার মাথায় পট্টি বাধা। কিন্তু মুখে কোন স্বর্ণ মুদ্রা ছিল না। সাপটি বের হয়ে তার দিকে তেড়ে আসল। লোকটি দ্রুত আপন স্থান থেকে প্রস্থান করে সাপকে লক্ষ্য করে বলল, হে সাপ! তুমি হয়ত জান, আমার ভাইকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম এবং তোমাকে হত্যা করতে কখনোই আমি রাজি ছিলাম না। কিন্তু সেই হতভাগা আমার কথায় কর্ণপাত করে নি। সে তোমার উপর হামলা করে বসল। ফলে সে তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করল। চিরতরে বিদায় হয়ে গেল দুনিয়া থেকে। এ থেকে তোমার কি একথা বুঝে আসে না যে, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না? সুতরাং আমি আশাবাদী যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আবারো আমার উপর অনুগ্রহ করবে। দান করবে প্রত্যহ একটি করে স্বর্ণমুদ্রা।

সাপটির জবান খুলে গেল। সে বলল- না, তোমার আশা আমি পূর্ণ করব না।

লোকটি বলল, কারণ কি? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি। এমনকি ক্ষতি করার ইচ্ছাও করি নি।

সাপটি জবাব দিল, এর কারণ হলো, আমি ভালো করেই জানি যে, তোমার অন্তর আমার প্রতি পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ পূর্বে আমার প্রতি তোমার যে সুন্দর ও স্বচ্ছ ধারণা ছিল তা কিছুটা হলেও বদলে গেছে। কেননা আমি তোমার সহোদর ভাইকে তোমারই সামনে হত্যা করেছি আর তার কবর তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। তাছাড়া আমার অন্তরও তোমার প্রতি পরিষ্কার নয়। কারণ আমার মাথার পট্টি আমাকে সে কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যা তোমারই আপন ভাইয়ের কৃত কর্মের ফল।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সাপটি মূলতঃ সাপ ছিল না। এটি ছিল একটি জ্বিন। সে সাপের আকৃতিতে এসে দু'ভাইকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এক ভাইয়ের অতি লোভের কারণে সে তাকে হত্যা করতে বাধ্য হলো। আর আরেক ভাইয়ের প্রতি সু ধারণা বদলে যাওয়ায় তাকেও স্বর্ণ মুদ্রা দান থেকে বিরত রইল।

আলোচ্য ঘটনা থেকে আমরা কমপক্ষে দুটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তন্মধ্যে একটি হলো, কোন কিছু লাভের জন্য অতি লোভ করতে নেই। এতে আমও যাবে ছালাও যাবে। হিতে বিপরীত হবে। আর অপরটি হলো, কারো কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করতে হলে তার সাথে যে কোন মূল্যে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে। পূর্বের সুন্দর ও স্বচ্ছ ধারণা অটুট রাখার জন্য একশ ভাগ চেষ্টা করতে হবে। এমন কোন কাজ বা কথা বলা যাবে না কিংবা এমন কিছু হতে দেওয়া যাবে না যদ্বারা তার পূর্ববর্তী ধারণায় ফাটল ধরে, অবনতি ঘটে সুসম্পর্কের। সুতরাং মানুষ ও জিন তো বটেই, মহান রাব্বুল আলামিন থেকেও আমাদের কিছু নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে তাকে খুশি রাখতে হবে। চলতে হবে তাঁর বিধান মতো। ওগো পরওয়ারদিগার! আমাদের তুমি তাওফীক দাও, যেন তোমার কথা মতো চলে তোমাকে রাজি খুশি রাখতে পারি। মরতে পারি তোমাকে খুশি রেখেই। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে পারি এমন অবস্থায় যে, তুমি আমাদের উপর সন্তুষ্ট আছ। [আলোচ্য ঘটনাটি মাসউদী ইবনে যুবাইর ইবনে বাকার থেকে বর্ণনা করেছেন] *

কুড়ানো মানিক

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, দোযখ আছে, তার পক্ষে পাপে লিপ্ত হওয়া আশ্চর্যজনকই বটে।

– হযরত উসমান (রা.)

---

* সহায়তায় ঃ হায়াতুল হায়াওয়ান ৩ঃ১০০

www.smfoundationbd.com

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক সঙ্গে তাদের উঠা-বসা, চলাফেরা। একজনকে ছাড়া আরেকজন চলতে পারে না। প্রতিদিন কমপক্ষে একবার দেখা না হলে মনটা ভাল লাগে না। এক বন্ধু অপর বন্ধুকে খুব বিশ্বাস করে। মনে প্রাণে ভালবাসে। তাই মনেক গোপন কথাও একে অপরের কাছে জানিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

দু' বন্ধুর বয়স প্রায় কাছাকাছি। তাদের একজনের নাম সোহেল আর অপর জনের নাম রাসেল। আজ দশ বছর হয় সোহেল বিয়ে করেছে। তার একটি ছেলেও আছে। ছেলেটির বয়স ৮ বছর। নাম সুমন।

সোহেল ছিল এক থলে মুদ্রার মালিক। সে অনেক কষ্ট করে এগুলো জমিয়েছে। এই থলের খবর সে এবং তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না। একদিন সে কথায় কথায় বন্ধু রাসেলকে বিশ্বাস করে বলল, বন্ধু! আমি সীমাহীন কষ্টের পর একটি দুটি করে এক থলে মুদ্রা জমাতে সমর্থ হয়েছি। আমার এ কষ্টের ফসল চোর ডাকাত এসে নিয়ে যায় কিনা এজন্য খুব ভয় হয়। তাই রাতের বেলা উহাকে আমি বালিশের নীচে রেখে ঘুমাই।

রাসেল ছিল লোভী প্রকৃতির লোক। তাই থলের খোঁজ পেয়ে উহাকে হস্তগত করার বাসনা তার মনে তীব্র হয়ে উঠল। অথচ সে একবারও চিন্তা করে দেখল না, যে ব্যক্তি আমাকে বিশ্বাস করে থলের কথা বলল সে আমার বহু দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রাসেল সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। দিনরাত ফন্দি আঁটে কিভাবে থলিটা

www.smfoundationbd.com

হস্তগত করা যায়। একদিন তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ভাবে, আজকে যে কৌশল আবিষ্কার করেছি তা কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না। আজকের ফন্দি অব্যর্থ ফন্দি। এবার আমি সফল হবোই।

ফন্দি আঁটার পর রাসেল রাতের অপেক্ষায় থাকে। রাত গভীর হলে বন্ধুর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। তারপর এক সময় দরজায় গিয়ে বন্ধুর ছেলের নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকে সুমন! সুমন!! সুমন!!!

সুমন তখন জাগ্রত ছিল। পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে সে বাইরে আসে। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে কাঁদতে থাকে। রাসেল ইচ্ছা করেই নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য হলো, ছেলের কান্নার আওয়াজে পিতা-মাতা যখন বাইরে চলে আসবে তখনই সে ঘরে ঢুকে থলিটা হস্তগত করে নিবে।

ছেলের ক্রন্দন শুনে পিতা মাতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে ছেলের নিকট দৌড়ে আসে। পিতা ছেলেকে প্রশ্ন করে, বাবা! তুমি বাইরে এলে কেন? তোমার কান্নারই বা কারণ কি?

ছেলে বলল, একটু আগে কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকল। তার গলার আওয়াজটা আমার নিকট বেশ পরিচিত মনে হলো। তাই আমি কোন কিছু চিন্তা না করেই বাইরে চলে আসি। কিন্তু বাইরে এসে যখন কাউকে দেখতে পেলাম না, তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই এবং কাঁদতে শুরু করি।

পিতা-মাতা ও ছেলের মধ্যে যখন বাইরে কথোপকথন চলছিল তখন বন্ধু রাসেল থলির তালাশে ঘরে প্রবেশ করে। সে বন্ধুর বালিশের কাছে যায় এবং অন্ধকারে হাতড়িয়ে থলেটি হাতে নিতে সক্ষম হয়।

এবার থলে নিয়ে চম্পট দেওয়ার পালা। কিন্তু খোদার কি অপূর্ব মহিমা! থলে নিয়ে রাসেল বের হতে পারল না। কারণ বের হওয়ার সময় ঘরের এক পাশের দেয়াল ভেঙ্গে তার উপর পতিত হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করে। মৃত্যুর সময় থলেটা তার হাতেই ধরা অবস্থায় ছিল।

ঘরের দেয়ালটি যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন একটি ভয়ানক শব্দ হয়েছিল। আওয়াজ শুনে সুমন, সোহেল ও তার স্ত্রী পিছনে তাকিয়ে দেখল, ঘরের এক পাশের দেয়াল মেঝে পড়ে আছে। যদি এ মুহূর্তে তারা ঘরের ভিতরে থাকত তাহলে সকলেই মারা যেত। সুতরাং ছেলে বাইরে আসার ব্যাপারটিকে তারা খোদার কুদরত বলে মনে করল এবং শুকরিয়া স্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

www.smfoundationbd.com

একটু পর সোহেলের থলের কথা মনে পড়ল। কিন্তু দেয়াল চাপার কারণে তৎক্ষণাৎ থলে উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে সকালের অপেক্ষায় থাকতে হলো।

সকাল হওয়ার পর আশে পাশের অনেক লোক জমা হলো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনা পরিদর্শনের জন্য পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তা কর্মীরাও এলো। তারপর শুরু হলো দেয়াল সরানোর কাজ। আশে পাশের কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবক ও পুলিশের লোকেরা ভগ্ন দেয়ালের টুকরো গুলো এক এক করে সরাচ্ছিল। এ সময় একটি ভয়াবহ ও আশ্চর্য দৃশ্য দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দেখল, গৃহ মালিকের থলেটি একজন মৃত ব্যক্তির হাতে। এ দৃশ্য অবলোকন করে গৃহমালিক সোহেলও একটি বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। কিন্তু আশে পাশের কেউই সঙ্গে সঙ্গে বুঝল না গৃহমালিক কেন বেহুঁশ হয়েছে।

খানিক পর। সোহেলের হুঁশ ফিরে এলো। লোকজন জিজ্ঞেস করল, আপনি বিকট চিৎকার করে বেহুঁশ হলেন কেন?

সোহেল বলল, মৃত ব্যক্তি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার নাম রাসেল। আমার এ থলের খবর একমাত্র সেই জানত। আমি বিশ্বস্ত মনে করে কয়েকদিন পূর্বে তাকে এ কথা বলেছিলাম। কিন্তু সে লোভের বশবর্তী হয়ে আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। আর এই বিশ্বাস ঘাতকতা ও এর করুণ পরিণতি দর্শন করেই আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছি। আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি বন্ধু রাসেল আমার সাথে এ রকম আচরণ করবে।

লোকজন বলল, সে যেমন আপনার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে তেমনি সে এর প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করেছে। প্রাচীর ধসে পড়ে তার মস্তক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক! বিশ্বাস ঘাতকতা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। পরকালে তো আছেই, বিশ্বাস ঘাতককে ইহকালেও কঠিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা থাকবে। (তা দেখিয়ে) বলা হবে, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের বিশ্বাস ঘাতকতা। (মুসলিম) হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই ভয়াবহ গুনাহ থেকে হেফাজত কর। আমীন।*

---

* সূত্র ঃ নফহাতুল আরব পৃঃ ১৮, সহায়তায় ঃ কিতাবুল কাবায়ের পৃঃ ১৯০

www.smfoundationbd.com

৭

একটি ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ব বাস্তবায়ন

তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর শাসনকাল। ঝড়ের গতিতে মুজাহিদরা সামনে এগিয়ে চলছে। সকল বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে অব্যাহত রয়েছে তাদের অগ্রযাত্রা। দুর্গের পর দুর্গ পদানত হচ্ছে মুসলিম মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণে। সুবিধা করতে না পেরে পারস্য বাহিনী ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

পারস্যের রাজধানী মাদায়েন। তিলোত্তমা নগরী মাদায়েন। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী নগরী মাদায়েন। সেই মাদায়েনই এখন মুজাহিদদের লক্ষ্য। মুজাহিদদের ঘোড়াগুলো দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে। সম্মুখেই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য।

কয়েকদিন পর। পারস্য বাহিনী মুজাহিদদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হলো। মাদায়েন নগরীর পতন ঘটল। হস্তগত হলো প্রচুর গনিমতের মাল।

মাদায়েন বিজয়ের পর সেনাপতি সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর কয়েকজন দূত ধূলিঝড় উড়িয়ে মদিনা এলো। তারা বিজয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাদের পিছনে পিছনে এলো যুদ্ধ লব্ধ প্রচুর সম্পদ। থরে থরে বোঝাই করা সম্পদ। যেন সম্পদের পাহাড়! এসব সম্পদের মধ্যে মণিমুক্তা, হীরা জহরত, মহামূল্যবান রাজকীয় পোষাক, মুক্তাখচিত কিসরার তাজ, দুর্লভ পাথরে সজ্জিত আচকান ইত্যাদি ছিল। এতো সম্পদ দেখতে দেখতে যেন চোখ ক্লান্ত-অবসন্ন।

www.smfoundationbd.com

এদিকে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর চেহারা তখন দারুণ গম্ভীর। ভাবখানা এমন, সম্পদের এ প্রাচুর্যে তিনি যেন খুশি নন। হাতের লাঠি দিয়ে তিনি একটি একটি করে সবগুলো মালামাল উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন, ঐসব লোক নিশ্চয় বিশ্বস্ত ও আমানতদার যারা এই বিপুল মূল্যবান সম্পদ বাইতুল মালে পৌঁছে দেয়।

খলীফার কথার জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! দুনিয়ার ধন-সম্পত্তির প্রতি আপনার আসক্তি না থাকার কারণে জনগণের মন থেকেও সেই আসক্তি চলে গেছে।

এরপর হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত জনতার মাঝ থেকে সুরাকা ইবনে মালেক (রা.)কে কাছে ডাকলেন। হাত ধরে নিজের একদম নিকটে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর স্বয়ং তাকে কিসরার জামা, পায়জামা, আলখিল্লও মোজা পড়ালেন। কোমরে বেল্ট বেঁধে দিয়ে সম্রাটের তরবারিটি তাতে ঝুলিয়ে দিলেন। হাতে বাজুবন্দ ও মাথায় মুকুট পড়িয়ে দিলেন।

সুরাকা ইবেন মালেক (রা.) এমনিতেই ছিলেন সুন্দর, সুদর্শন ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। এসব জিনিস পড়িয়ে দেওয়ার পর তাঁকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। যা দেখে সকলেই অভিভূত হলো। বিস্মিত হলো। সবার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো আনন্দ ধ্বনি- আল্লাহু আকবার! আল্লাহ আকবার!!

এদিকে সুরাকা ইবনে মালেক (রা.)এর মন কিন্তু এখানে নেই। ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে তার মন বহু বছর পিছিয়ে এসেছে। মরু বিয়াবানের বালি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে এসেছে স্বীয় গোত্র বনু মাদলাযের বৈঠকখানায়। সেই কবেকার কথা! বিভিন্ন রং বেরংয়ের আলোচনায় বৈঠকখানা তখন উত্তপ্ত। ঠিক তখনই মক্কার এক অশ্বারোহী দূত ছুটে এসে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে গেল। বলে গেল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে ধরে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার হিসেবে দান করা হবে একশত উট। চাই জীবিত অবস্থায় হোক কিংবা মৃত।

একশত উট! একশত উট!! সেতো কম কথা নয়! হতবাক হয়ে গেল সুরাকা। স্থির হয়ে গেল তার চিন্তা শক্তি। না, এই লোভনীয় অফার কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করা যায় না। যে কোন মূল্যে তা আমাকে পেতেই হবে।

এসব কথা হৃদয়ের গভীরে ঘুরপাক খেলেও সুরাকা তা বাইরে প্রকাশ করল না। ক্ষণকাল পরে আরেকটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বলল, আরে! এইতো তিনজনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা একটু পূর্বে ঐদিক দিয়ে গেল। হয়তো এরা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গিদ্বয় হবে।

www.smfoundationbd.com

লোকটির কথায় সুরাকা চমকে উঠল। মনে মনে বলল, উহ! শিকার তো হাতছাড়া হবার পালা। কিন্তু মুখে বলল, আরে, না না। এরা অমুক কবীলার লোক। ওরা তারা নয় যাদেরকে কুরাইশগণ তালাশ করছে। কথা ছেদ পড়ায় এ ব্যাপারে লোকটির বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেল। বলল, হয়তো তাই হবে। ফলে উপস্থিত কেউই তাদের পিছনে ধাওয়া করল না।

সুরাকা তারপরও কিছুক্ষণ বৈঠকখানায় বসে রইল। উদ্দেশ্য, সে যে এই ক্ষুদ্র কাফেলার পিছু নিবে- এ ব্যাপারে যেন কারো সংশয় সৃষ্টি না হয়।

বৈঠকখানায় মক্কার পরিস্থিতি নিয়ে যখন আবারো আলোচনা শুরু হলো, তখন সুরাকা এক পা দু'পা করে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো। বাড়িতে পৌছে বাঁদীকে বলল, এক্ষুণি ঘোড়ার জিন লাগাও। তারপর সাবধানে সকলের অগোচরে পল্লির বাইরে ঐ উপত্যকায় বেঁধে আস।

অতঃপর গোলামকে ডেকে বলল, আমার হাতিয়ার গুলো বাড়ির পিছন দিক দিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পাশে রেখে এসো। বাঁদী ও গোলাম উভয়েই মনিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ফিরে এলো।

একটু পর সুরাকা চুপি চুপি ঘোড়ার নিকট পৌছল। তারপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্ষুদে কাফেলার লক্ষ্যে দ্রুত বেগে ছুটে চলল। চলতে চলতে হঠাৎ তার ঘোড়াটি হোঁচট খেলে সুরাকা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

আরে! একি কান্ড! এমন তো কখনো হয় নি। তবে কি যাত্রা অশুভ! দুর ছাই এগুলো কিছুই না। আবার সে ঘোড়ায় চেপে বসল। ঘোড়াটি আবার ছুটে চলল। আবার ঠিক সেই একই কান্ড। ঘোড়াটি প্রচন্ড বেগে হোঁচট খাওয়ার সাথে সাথে সুরাকা আবারো জমিনে ছিটকে পড়ল। মনের দুর্বল ধারণা এবার প্রবল আকার ধারণ করল। ভাবল, তবে কি এ যাত্রা আসলেই শুভ নয়? ফিরে যাওয়াই কি আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে?

এ সময় একশ উটের লোভ তার মনে আবারো জেগে উঠলো। এতগুলো উটকে এতো সহজে ছাড়া যায়! লোভের তাড়নায় অধীর সুরাকা আবার ঘোড়ায় চড়ে বসল। এবার কিছুদূর যেতেই দূর থেকে ক্ষুদে কাফেলাটি দেখতে পেল। দৃশ্যমান কাফেলা আর একশ উটের লোভ সুরাকাকে একেবারে ব্যাকুল করে তুলল। এবার সুরাকা ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছুটালো। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যবধান কমে যাওয়ায় কাফেলার লোকগুলো স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

সুরাকা এখন একটি ছোটখাট সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধনুকে হাত বাড়ালো। কিন্তু একি! হাত যে একেবারেই স্থির হয়ে গেছে। একেবারেই অবশ।

www.smfoundationbd.com

প্রসারিত হয় না। ইচ্ছা করেও নড়াচড়া করা যায় না। সুরাকা হতবাক। তার সমস্ত চেতনা যেন দপ করে মুহূর্তে নিভে গেল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। দেখতে দেখতে ঘোড়ার সামনের পা দু'টি পেট পর্যন্ত দেবে গেল। আর একটু দূরে মাটি ফুড়ে ধুয়ার কুন্ডলি উঠতে উঠতে চোখ মুখ সব অন্ধকার করে ফেলল। তারপর আবার তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

সুরাকা ঘোড়ার পা দুটি তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব। নিষ্ফল তার সকল প্রয়াস। ফলে তার মনের দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়ল। একশত উটের প্রচন্ড লোভ কিছুটা হ্রাস পেল। অলৌকিক এসব ঘটনাগুলো তার মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

ইতোমধ্যে শুরু হলো সুরাকার করুণ আর্তনাদ। প্রাণ নিয়ে পালানোর জোর প্রচেষ্টা। সে সবিনয় কাকুতি মিনতি করে উচ্চ আওয়াজে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার অভিশাপের ফলেই আমার এরূপ হয়েছে। অনুগ্রহ করে একটু দুআ করুন, যেন আমার ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে যায়। আমি অঙ্গীকার করছি, আপনাদের থেকে শত্রুদের ফিরিয়ে রাখব।

সুরাকার আবেদনে দয়ার সাগর প্রিয়নবী (সা.) এর মন মোমের মতো গলে গেল। তিনি দুআ করলেন। সাথে সাথে ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু বিষাক্ত সাপের মতো সুরাকার মনের লোভ আবারো ফণা তুলল। সে আবার রাসূল (সা.) এর দিকে ঘোড়া ছুটালো। দু'চার কদম যেতে না যেতেই আবার ঐ একই কান্ড। ঘোড়ার সম্মুখের পা দুটি মাটিতে দেবে গেল। আক্রান্ত ঘোড়াটি অসহায়ের মতো কাতর চোখে সুরাকার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো। তার ভাবসাব দেখে বুঝা গেল, সে যেনো তার প্রভুকে সামনে যেতে নিষেধ করছে। বাধা দিচ্ছে।

এবার সুরাকার লোভী মন একেবারে চুপসে গেল। দারুণ ভয় পেল সে। তাই ভয়ার্ত কণ্ঠে রাসূল (সা.)কে ডেকে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার অস্ত্র শস্ত্র ও সঙ্গে আনা যাবতীয় পাথেয় আপনাকে দিলাম। আমি ওয়াদা করছি, শত্রুদের আপনাদের থেকে ফিরিয়ে রাখব। দয়া করে আমার জন্য আবার একটু দুআ করুন।

রাসূল (সা.) মমতা ভরা কণ্ঠে বললেন, দেখ সুরাকা! তোমার অস্ত্র আর পাথেয় তোমার কাছেই থাক্। এ সবের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে শত্রুদেরকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে রাখবে- এতটুকুই আমি চাই। তারপর তিনি দুআ করতেই তার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবার তার মনের

www.smfoundationbd.com

বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, সত্যিই তিনি আল্লাহর রাসূল। তাই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভয় করবেন না। নিশ্চিন্তে চলে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের আর কোন অকল্যাণ হবে না।

সুরাকার কথায় রাসূল (সা.) খুশি হলেন। তার গোটা চেহারায় ছড়িয়ে পড়ল ফুলের শুভ্রতা। হেসে হেসে বললেন, বলো সুরাকা! কি চাও তুমি?

রাসূল (সা.) এর প্রশ্নে সুরাকার হৃদয়ে ঝড় উঠল। সীমাহীন বিস্ময়ভাব ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানি আপনার এ ধর্ম বিজয়ী হবে। ছড়িয়ে পড়বে গোটা বিশ্বময়। সুতরাং আমি যদি কখনো আপনার রাজ্যে ফিরে যাই, আমাকে তখন সসম্মানে অবস্থান দিবেন -এর একটি অঙ্গীকার লিপি লিখে দিলেই আমি খুশি।

রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) কে একটি প্রতিশ্রুতি বাণী লিখে দিতে বললেন। হযরত আবু বকর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে দিলেন। তারপর সুরাকা যখন ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল ঠিক তখন রাসূল (সা.) বললেন, সুরাকা! সেদিন কেমন মজা হবে যেদিন তোমাকে পারস্য সম্রাট কিসরার বাজুবন্দ পরানো হবে।

রাসূলের কথা শুনে সুরাকার চোখ বিস্ফারিত। একেবারে ছানাবড়া। সে অপরিসীম বিস্ময় নিয়ে রাসূল (সা.)এর দিকে তাকিয়ে বলল, কিসরা ইবনে হরমুজের বাজুবন্দ!!

রাসূলের কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর! তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় কিসরা ইবনে হরমুজের বাজুবন্দ।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুরাকার মন আবার ফিরে এলো। ফিরে এলো সুদূর অতীত ঘুরে মদীনায় সাহাবীদের সেই মজলিসে যেখানে স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) তাকে পারস্য সম্রাটের বাজুবন্দ পরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার সে ভাবতে লাগল, হ্যাঁ, রাসূলের সেই বাণীই তো আজ পূর্ণ হলো। বাস্তবায়িত হলো তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বানী যা তিনি বহুকাল পূর্বে করেছিলেন। আমার গায়ে এখন কিসরার জামা, পায়জামা আর আলখিল্লা। কোমরে ঝুলানো তার তরবারি। আর হাতে তার বাজুবন্দ।

এসব ভাবতে ভাবতে সুরাকা ইবনে মালেক (রা.) তখন গভীর তন্ময়তার হারিয়ে গেলেন। বারবার রাসূল (সা.) এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী কানে গুঞ্জন তুলে তাকে অন্য মনস্ক করে ফেলল। হঠাৎ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এর গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বরে তাঁর চেতনা ফিরে এলো। তিনি বলছেন-

www.smfoundationbd.com

বাহ! কি চমৎকার! দেখ, বনু মাদলায গোত্রের এক বেদুইনের মাথায় কিসরার মুকুট আর হাতে তাঁর বাজুবন্দ কেমন মানাচ্ছে। কতো অপূর্ব লাগছে তাঁকে! তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে আকাশ পানে হাত তুলে দুআ করলেন-

হে আল্লাহ! আপনি এ সম্পদ থেকে আপনার রাসূলকে দূরে রেখেছেন। অথচ তিনি আপনার নিকট আমার চেয়ে অনেক প্রিয়, অনেক মর্যাদাবান ছিলেন। আপনি আবু বকর (রা.) কে তা থেকে দূরে রেখেছেন। অথচ তিনিও আপনার নিকট আমার চেয়ে অনেক প্রিয়, অনেক মাহবুব ছিলেন। আর আপনি আমাকে তা দান করেছেন। সুতরাং আমি আপনার নিকট এ সম্পদের কঠিন পরীক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

তারপর তিনি এই বিশাল সম্পদের স্তূপ বন্টন করে মুসলমানদের দিতে লাগলেন। দিতে দিতে যখন সমুদয় সম্পদ শেষ হলো, তখনই তিনি মজলিস ত্যাগ করলেন।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রথমতঃ আমরা আমাদের বিশ্বাসকে এ কথার উপর আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করতে পারি যে, আমাদের প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) যত ভবিষদ্বাণী করে গেছেন তম্মধ্যে যা বাস্তবায়ন হওয়ার তা হয়ে গেছে। আর যা বাস্তবায়ন হওয়ার সময় এখনো আসেনি তা অবশ্যই যথাসময়ে বাস্তবায়ন হবে।

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সা.) এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে যেমন সম্পদের প্রতি লোভ ছিল না, ছিল না হীরা জহরত ও দিনার দিরহামের প্রতি আসক্তি, ঠিক তেমনি আমরাও যদি সম্পদের লোভ থেকে অন্তরকে খালি করতে পারি, মুক্ত হতে পারি টাকা পয়সা ও বিশাল ঐশ্চর্যের লালসা থেকে, তবে সফলতা বাধ্য হবে আমাদেরও পদচুম্বন করতে। কামিয়াব হবো আমরা, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই। ★

টুকরো কথা

আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় হতে মুক্তি দেয়।

-ইবনে সানী

★ সূত্র ঃ সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা (৭ম খন্ড) # তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ # দালাইলুন নবুওয়াত ২ঃ৪৫৮-৪৮৩

www.smfoundationbd.com

৮

নেক সন্তানের দুআ

হযরত আবু কালাবাহ (রা.) ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে একটি বিশাল কবরস্থান দেখলেন। কবরবাসীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছে একটি করে নূর। উজ্জ্বল আলো। একটু পর তার এক প্রতিবেশী কবর থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু তার সামনে কোন নূর বা আলো ছিল না।

আবু কালাবাহ (রা.) বিস্মিত হলেন। তিনি প্রতিবেশী ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? আপনার সম্মুখে যে কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না?

লোকটি জবাবে বলল, এসব লোক দুনিয়াতে এমন সব সন্তান সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব রেখে এসেছে যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে। তাদের নামে দান সদকা করে। এই নূর হলো তাদের প্রেরিত দুআ ও দান সদকারই ফল।

পক্ষান্তরে আমারও এক ছেলে আছে। কিন্তু সে অত্যন্ত খারাপ। আমার কথা মোটেও স্মরণ করে না। আমার জন্য সে না দুআ করে, না কোন দান খয়রাত করে। সে সর্বদা কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অবশ্য এজন্য আমিই বেশী দায়ী। কেননা আমি তাকে সুশিক্ষা দেই নি। এলমে দ্বীন শিখাই নি। পিতা-মাতার কদর বুঝাই নি। এজন্য আজকে আমার এ দূরবস্থা। সবাই আলো নিয়ে চলছে। কিন্তু আমার কোন আলো নেই। আমি এখন যেমন অন্ধকারে আছি ঠিক তেমনি কবরের ভিতরেও নিকষ কালো অন্ধকারে পড়ে থাকি। শুধু তাই নয়, এজন্য আমি এই কবরস্থানের অন্যান্য কবরবাসীর কাছেও ভীষণ ভাবে

www.smfoundationbd.com

লজ্জিত। তারা প্রায়ই আমাকে বলে, কি ভাই! তুমি কি দুনিয়াতে কোন সুসন্তান রেখে আস নি? তোমার কি এমন কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই যিনি তোমার জন্য দুআ করবেন? কিছু দান সদকা করে তোমার নামে বখশে দিবেন? তাদের এ প্রশ্নের জবাবে "না" বলা ছাড়া আমার আর কিছুই বলার থাকে না। লজ্জা- আর অপমানে আমার মস্তক কেবল নিচুই হতে থাকে।

পরদিন সকাল বেলা। আবু কালাবাহ (রা.) প্রতিবেশীর সন্তানকে ডাকলেন। অতঃপর তিনি যা স্বপ্নে দেখেছেন সে সম্পর্কে ছেলেকে অবহিত করলেন। বিস্তারিত শোনার পর ছেলের মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হলো। সে বলল, চাচাজান! আমি এক্ষুণি মহান আল্লাহর দরবারে তওবা করছি এবং আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ঐ পথে আর কখনোই ফিরে যাব না যে পথে পূর্বে ছিলাম। এখন থেকে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। নিয়মিত কুরআনে পাক তিলাওয়াত করব, আব্বার জন্য দুআ করব এবং তার জন্য দান খয়রাত করতে মোটেও কৃপণতার পরিচয় দেবো না। এ বলে সে চলে গেল।

বাড়িতে যাওয়ার পর ছেলেটি সত্যিই ভাল হয়ে গেল। যাবতীয় অসৎকর্ম ছেড়ে দিল। সুদ ঘুষ অত্যাচার-অবিচার পরিত্যাগ করল। নামায রোযার পাবন্দ হলো। দানের হাত বাড়িয়ে দিল। গরিব দুঃখী ও অসহায় অনাথদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলো। প্রত্যেক নামাজের পর পিতার জন্য দুআ করা ছাড়াও কয়েকদিন পর পর পিতার কবরে গিয়ে দুআ করতে লাগল। সর্বোপরি হক্কানী আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে সুন্নতী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো।

বেশ কিছুদিন পর আবু কালাবাহ (রা.) আবার সেই কবরস্থানটি স্বপ্নে দেখতে পেলেন। কিন্তু এবার তিনি দেখলেন, ঐ ব্যক্তির সামনেও প্রকান্ড এক নূর রয়েছে যার আলো সূর্যের কিরণের চেয়েও বেশী উজ্জ্বলতর এবং অন্যদের নূরের তুলানায় অধিক পরিপূর্ণ। ঐ লোকটি তখন আবু কালাবাহ (রা.)কে বললেন, হে আবু কালাবাহ! আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। কারণ আপনার কারণে আমার ছেলে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে আর আমিও আমার প্রতিবেশীদের মাঝে লজ্জিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

প্রিয় পাঠক! উপরি উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, প্রত্যেকেরই উচিত এমন সুসন্তান ও নেক বন্ধু বান্ধব রেখে যাওয়া যারা তার মৃত্যুর পর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার জন্য দুআ করবে এবং নফল ইবাদত, যেমন নফল নামাজ, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দান-সদকা করে উহার ছওয়াব

www.smfoundationbd.com

পৌছে দিবে। অর্থাৎ মনে মনে এরূপ বলবে যে, হে আল্লাহ! আমার এ আমলের ছওয়াব অমুকের কবরে পৌছে দাও। [এরূপ করাকে ঈসালে ছওয়াব বলে। উল্লেখ্য যে, ঈসালে ছওয়াব দ্বারা আমলকারীর ছওয়াব কমে না। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও মাইয়েত উভয়কেই পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ ছওয়াব দিয়ে থাকেন। কোন আমলের ছওয়াব একাধিক মাইয়েতকে পৌছানো হলে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, সে ছওয়াব ভাগাভাগি করে নয় বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ পরিমাণ ছাওয়াব দান করবেন; যদিও যুক্তি অনুযায়ী তা ভাগাভাগি হওয়ারই কথা।]

মুহতারাম পাঠক! ইসালে ছাওয়াব ও কবর যেয়ারত সম্পর্কে আরো কয়েকটি জরুরি কথা লিখে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি। কেননা অনেকে এসব কথা না জানার কারণে পুণ্যের পরিবর্তে পাপের পরিমানই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু মৃত ব্যক্তিও সামান্যতম ছওয়াব পাচ্ছে না। তাই আমরা নিম্ন লিখিত কথাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ি ও আমল করার চেষ্টা করি।

১। কোন কোন এলাকায় দেখা যায় কেউ ইন্তেকাল করলে তার পরিবারের লোকজন মৃত ব্যক্তির রূহে ছওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে মৃত্যুর ২দিন/ ৪দিন/ ৩০দিন বা ৪০ দিন পর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মহা ধুমধামের সাথে খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান করে থাকে। অথচ এরূপ নির্দিষ্ট তারিখকে জরুরী মনে করে এ ধরণের অনুষ্ঠান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত ও কুসংস্কার হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করাও বিদআত ও শক্ত গুনাহের কাজ। এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির রূহে বিন্দু পরিমাণ ছওয়াবও পৌছে না।

এজন্য উত্তম হলো, কোন দিন তারিখের দিকে লক্ষ্য না রেখে গোপনীয়তা রক্ষা করে যে কোন দিন ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকীন ও এতিমদেরকে আহার করানো অথবা মাদরাসার গরিব ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ বোডিং এ কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া (উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত পদ্ধতিতে টাকা দান করলে অনেক বেশী ছওয়াব হয় এবং এতে সাদকায়ে জারিয়ার ছওয়াবও পাওয়া যায়।) তবে এসব খরচ মৃতের ওয়ারিশগণের ইজমালী সম্পতি থেকে করবে না। বালিগ ওয়ারিশগণ নিজেদের মাল থেকে এর ব্যবস্থা করবে।*

---

* টীকা ঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ২ঃ২৪০, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ঃ১৬৭
ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ঃ৫৪৭, আহসানুল ফাতাওয়া (১ম খন্ড)

www.smfoundationbd.com

২। কোথাও দেখা যায়, কারো মৃত্যুর পর টাকার বিনিময়ে কুরআন খতম, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। অথচ ছাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ খতম করে টাকা দেওয়া ও নেওয়া উভয়টাই হারাম। আর সে ক্ষেত্রে যেহেতু স্বয়ং তেলাওয়াতকারীই কোন ছওয়াবের অধিকারী হয় না সুতরাং মৃত্যু ব্যক্তির প্রতি তিনি কি পৌছাবেন? মুর্দারের রূহে ছওয়াব পৌছাতে হলে প্রথমতঃ তেলাওয়াতকারীর ছওয়াব পেতে হবে। তারপর তিনি সেই ছওয়াবটা অন্যের রূহে বখশিয়ে দিবেন। কিন্তু তিনি বিনিময় গ্রহণ করার কারণে যখন নিজেই ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তখন অন্যের জন্য ছাওয়াব রেসানীর তো প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ধরণের তিলাওয়াত দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হবে বলে কোন আশা করা যায় না।

তবে দিন তারিখ জরুরি মনে না করে এবং বিনিময় গ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র ইসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে যদি কেউ কুরআন শরীফ পড়ে মুর্দারের জন্য ছওয়াব রেসানী করে তাহলে মুর্দারের উপকার হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩। মৃত ব্যক্তির আপনজন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্থানে থেকে তিলাওয়াত ও জিকির আযকার করে অথবা দুআর মাধ্যমে ইসালে ছওয়াব করতে পারে। এর জন্য সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে খতম পড়ার আবশ্যকতা নেই। তদুপরি আজকাল যেহেতু সম্মিলিতভাবে খতম পড়াটা রেওয়াজ বা প্রথায় পরিণত হয়েছে তাই এই রেওয়াজ পরিত্যাগ করা উচিত।*

৪। মৃতু ব্যক্তির জন্য ঘরে বসে যেমন দোয়া করা যায় তেমনি কবরস্থানে গিয়েও দোয়া করা যায়। তবে কবর যেয়ারতের ক্ষেত্রে নিম্নের কথাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন।

(ক) প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব।

(খ) নারী যুবতী হলে তার জন্য কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ নেই। তবে বৃদ্ধা হলে এবং কান্নাকাটি ও শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করবে না বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালে সাজসজ্জা ও সুঘ্রাণ ব্যবহার না করে পর্দার সাথে যাওয়ার অনুমতি আছে।

(গ) যে কোন দিন যিয়ারত করা যায় তবে শুক্রবার দিন অধিক উত্তম।

---

* টীকা ঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ৫ঃ৩৯, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ ১৩১, ১৬০, ৫১২ ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২ঃ৩৩৩, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ১ঃ৯০

www.smfoundationbd.com

(ঘ) কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে কিবলার দিকে পিঠ ও মাইয়্যেতের কবরের দিকে মুখ করে কুরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে তিলাওয়াত করবে। বিশেষ করে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা তাকাছুর, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইয়াসিন, সূরা মূলক, সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত এবং উক্ত সূরার শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ "আ-মানার রাসূলু" থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করবেন। তারপর এস্তেগফার ও দরুদ শরীফ পাঠ করে কিবলামুখী হয়ে অর্থাৎ মাইয়েতের থেকে পিঠ করে দুআ করবেন। [১]

হে আল্লাহ! উপরে বর্ণিত ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও সঠিক নিয়ম জেনে তদানুযায়ী আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দাও। আমীন। [২]

মুক্তার মালা

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ডুবিয়ে দেবার জন্য বিপদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন না। বরং বিপদকে সমুদ্রের পানি দ্বারা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করতে চান মাত্র।

-ইবনে আরাবী

টীকা-১ ঃ আহকামে মাইয়েত আহসানুল ফাতওয়া (৪র্থ খন্ড) জাওয়াহিরুল ফিকাহ।
টীকা-২ ঃ কালইউবী পৃঃ ১১৭

www.smfoundationbd.com

৯

পিতা-মাতার খেদমতের প্রতিদান

আজ থেকে বহুকাল পূর্বের কথা। তখনকার যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। ছিল না বাস, ট্রেন, লঞ্চ, প্রাইভেট কার ও উড়োজাহাজের ন্যায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। লোকজন সাধারণতঃ ঘোড়া কিংবা উটের উপর আরোহণ করেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত।

হযরত সুলাইমান (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী। আল্লাহ পাক তাকে দান করেছিলেন এক অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি বিশাল তখতের উপর বসে অল্প সময়ের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারতেন। তাঁর সফর হতো আকাশ পথে। সঙ্গে থাকতো অসংখ্য অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের দল। সমস্ত সৃষ্টি জগত তাঁর কথা শুনতো ও মানতো।

একদিন হযরত সুলাইমান (আ.) সাথী সঙ্গীদের নিয়ে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে ছিল একটি বিশাল সমুদ্র। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় হঠাৎ হযরত সুলাইমান (আ.) এর দৃষ্টি পানির উপর পড়ল। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, এক জায়গার পানি খুব দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু আশে পাশের পানি একেবারেই স্থির। এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই এখানে কোন রহস্য আছে। রহস্য উৎঘাটনের জন্য প্রথমে তিনি বাতাসকে থামতে হুকুম করলেন। বাতাস থেমে গেল। তারপর ইফরিত নামক জীনকে বললেন, সমুদ্রের যে স্থানে পানি ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে তুমি সেখানে ডুব দিয়ে রহস্য তালাশ কর।

জীনটি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল। সে ডুব দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে দেখতে পেল, সেখানে গম্বুজ আকৃতির ছোট একটি কুব্বা আছে। কুব্বাটি খুবই সুন্দর। কারুকার্য খচিত। সে উহাকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত

www.smfoundationbd.com

সুলাইমান (আ.) এর নিকট ফিরে এলো।

সুলাইমান (আ.) কুব্বাটি দেখে খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দুআ করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার অপরিসীম কুদরত দ্বারা এই কুব্বার দরজা খুলে দাও এবং আমাদের সামনে এর রহস্য উদঘাটন কর।

দুআ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুব্বার দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, উহার ভিতরে এক সুন্দর সুদর্শন যুবক সিজদায় পড়ে আছে। হযরত সুলাইমান (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? ফিরিশতা? জিন? না মানুষ?

যুবক উত্তরে বলল, আমি মানুষ।

ঃ তুমি কিসের বদৌলতে এত বড় মর্যাদা লাভ করেছ?

ঃ পিতা-মাতার খেদমতের কারণেই আমি এতবড় মর্যাদা লাভ করেছি।

ঃ তোমার খেদমতের একটু বিবরণ শুনাবে কি?

ঃ হ্যাঁ, শুনুন তাহলে।

ঃ বল।

ঃ আমি সর্বদাই পিতা-মাতার খেদমত করতাম। এক সময় আব্বাজান ইন্তেকাল করেন। আম্মাজান তখন বুড়ো হয়ে গেলেও হাঁটাচলা করতে পারতেন। কিন্তু কয়েক বছর যাওয়ার পর তিনি চলন শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেললেন। কারো সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। তখন থেকেই আমি তাকে পিঠের উপর নিয়ে চলতাম। তার যেন কোন ধরণের কষ্ট না হয়, সেদিকে আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। একদিন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমার মা আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে অল্প জিনিসে সন্তুষ্ট রাখিও এবং আমার মৃত্যুর পর তার বাসস্থান আসমান ও জমীন ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় দান করিও।

কিছুদিন পর আম্মাজান দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর একদিন আমি সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটি কুব্বা দেখতে পেলাম। কুব্বাটি দেখে আমার মনে কৌতূহল জাগলো। আমি ধীরপদে সেখানে যেতেই উহার দরজা খুলে গেল। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সাথে সাথে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর থেকে আমার জানা নেই যে, আমি কোথায় আছি।

ঃ এই কুব্বার ভিতরে তোমার রিযিকের ব্যবস্থা কিরূপে হয়? হযরত সুলাইমান (আ.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

ঃ যখন আমার ক্ষুধা লাগে, তখন আল্লাহ তা'আলা এই কুব্বার এক পাশে

www.smfoundationbd.com

একটি ফলবান বৃক্ষ তৈরী করে দেন। আমি উক্ত বৃক্ষের ফল খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করি। আর যখন আমার পিপাসা লাগে তখন এই কুব্বার দেয়াল থেকে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি ও বরফের চেয়ে ঠান্ডা পানি বের হয়। সেই পানি পান করেই তৃষ্ণা মিটাই।

ঃ এর ভিতর তুমি রাত দিন কিভাবে বুঝ?

ঃ যখন ভোর হয় তখন কুব্বাটি সাদা হয়ে যায়। তখন আমি বুঝি যে, এখন দিন শুরু হয়েছে। আর সূর্য ডুবে গেলে কুব্বাটি অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আমি বুঝি যে, রাত শুরু হয়েছে। এভাবেই আমি দিন রাতের পার্থক্য করে থাকি।

অতঃপর হযরত সুলাইমান পুনরায় দুআ করলেন। ফলে কুব্বার দরজা আগের মত বন্ধ হয়ে গেল।

মুহতারাম পাঠক! আলোচ্য ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, পিতা মাতার খেদমত করার কারণে যুবকটি এমন এক বিরল সম্মান লাভ করেছে যা সাধারণতঃ মানুষ পায় না। কারণ সমুদ্রের তলদেশে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে দীর্ঘদিন যাবত একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ পাওয়া-এ তো চাট্টিখানি কথা নয়।

ইয়ামেনের অধিবাসী নবী প্রেমিক হযরত ওয়াইস করণী (র.) -এর ঘটনা অনেকেরই জানা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু তার বৃদ্ধামাতার সেবার প্রয়োজন ছিল বিধায় তিনি আল্লাহর নবীর দর্শন লাভের জন্য মদীনায় যেতে পারেন নি। কিন্তু মায়ের খেদমতের কারণে আল্লাহ পাক তাকে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন যে, পরবর্তীতে বিশিষ্ট সাহাবীগণ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা দুআ করাতেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে পিতামাতার খেদমত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দাও। আমীন।*

অমর বাণী

সবচেয়ে মন্দ সেই যে মনে করে আমিই সবচেয়ে ভাল।

- হযরত আলী (রা.)

---

* সূত্র ঃ মাজমাউল লাতায়েফ।

www.smfoundationbd.com

১০

ঘটনা ছোট শিক্ষা অনেক বড়

খলীফা মনসুরের শাসনকাল। একদা খলীফা রাজ দরবারে বসে আছেন। হাতে তেমন কাজ নেই। তিনি সিংহাসনে হেলান দিয়ে মনে মনে অতীতের স্মৃতিচারণ করছিলেন। এমন সময় হযরত আব্দুর রহমান (র.) দরবারে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই খলীফা সোজা হয়ে বসলেন। তারপর সবিনয় আবেদন করে বললেন, হযরত! আপনার আগমনে আমি খুব খুশী হয়েছি। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটু নসীহত করলে উপকৃত হতাম।

হযরত আব্দুর রহমান (র.) বললেন, নসীহত আর কি করব! পূর্ববর্তী লোকজন আমাদের জন্য কত নসীহত ও উপদেশ গ্রহণের বিষয় রেখে গেছেন! যদি আমরা এসব নসীহতের দু'একটার উপরও আমল করি, তবে কামিয়াবী ও সফলতা অবশ্যই আমাদের পদচুম্বন করবে, ইনশাআল্লাহ।

শুনুন, হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (র.) ইন্তেকালের সময় পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে মাত্র ৭০ টি দিনার রেখে যান। অথচ তার ছেলে ছিল ১১ জন। এই ৭০ দিনারের মধ্যে ৫ দিনার কাফনের কাপড়ের জন্য এবং ২ দিনার কবরের জায়গা ক্রয় করতে ব্যয় হয়ে যায়। অতঃপর অবশিষ্ট ৬৩ দিনারকে দিরহামে পরিবর্তন করে তার উত্তরাধীকারীদের মাঝে বন্টন করা হয়। দেখা গেল প্রত্যেক ছেলের ভাগে ১৯ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) করে পড়েছে।

পক্ষান্তরে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের ইন্তেকালের সময় তিনিও ১১ জন ছেলে রেখে মারা যান। ছেলেরা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করে প্রত্যেকেই ১০ লক্ষ দিরহাম করে ভাগে পান।

এই দুই খলীফার ইন্তেকালের পর খুব বেশীদিন অতিবাহিত হয় নি। এরই মধ্যে আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের এক ছেলেকে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য ১০০ ঘোড়া প্রেরণ করছেন। আর হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের ছেলেকে দেখলাম তিনি মানুষের দ্বারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছেন।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) ইন্তেকালের পর তার ১১ জন ছেলের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন। ইন্তেকালের সময় লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, জনাব! আপনি চলে যাচ্ছেন অথচ আপনার এতগুলো ছেলের জন্য কিছুই রেখে যান নি।

জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাদেরকে আমি দুনিয়ার ধন-দৌলত দিয়ে যেতে পারি নি ঠিক, তবে প্রত্যেককে আমি আল্লাহওয়ালা ও পরহেযগার বানিয়ে যাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি তারা এই পরহেযগারী ও দ্বীনদারীর উপর অটল থাকতে পারে, তবে দুনিয়াতে চলার জন্য কোন কষ্ট হবে না। আল্লাহ পাকই তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আমি তাদের সবাইকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে বিদায় নিচ্ছি।

বস্তুতঃ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) এর ধারণাই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল যা একটু পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে খলীফা হিশাম বিন আঃ মালিক তার ছেলেদেরকে যেহেতু জাগতিক সম্পদের উপর সোপর্দ করে গিয়েছিলেন তাই শেষ পর্যন্ত এর ফল এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে নিঃস্ব বানিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের অন্তরে এ কথার বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নেওয়া প্রয়োজন যে, সন্তান-সন্ততিকে ধর্মভীরু না বানিয়ে শুধু অঢেল সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই যে তারা সুখী হবে, শান্তিতে থাকতে পারবে, এমনটি নয়, বরং কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বুঝা যায়, এরূপ ছেলে মেয়েদের জীবন দুঃখ আর অশান্তিতে ভরে উঠে যদিও তারা লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়।

পক্ষান্তরে ছেলেমেয়েদের যদি প্রকৃত দ্বীনদার, পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা বানিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া যায় তাহলে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তাদের জীবন ভরে উঠবে অনাবিল সুখ শান্তিতে, যদিও তাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত পরিমাণে খুব কম থাকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে উপরের কথাগুলো হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে আপন ছেলে মেয়েদেরকে মুত্তাকী, পরহেযগার ও খোদাভীরু বানানোর তাওফীক দাও। আমীন।*

---

* সূত্র ঃ হায়াতুল হাইয়ান, ৩৪৩৬

www.smfoundationbd.com

১১

হে প্রভু! অনর্থক কিছুই সৃষ্টি করনি তুমি

আল্লাহ পাক নিপুণ কারিগর। মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁর সৃষ্টির কোথাও কোন খুঁত নেই, ত্রুটি নেই। তিনি যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা বানাতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান। মহা কুদরতওয়ালা। তিনি পৃথিবীর সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্ব জগতে এমন কিছু নেই যা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয় নি। অবশ্য আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কোন কোন সময় আমরা তা বুঝতে পারি না। এ জন্য আমাদের উচিত হলো, কোন প্রাণী বা বস্তুর কল্যাণের দিকটি আমাদের বুঝে না আসলেও এর উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করা। বরং নির্দ্বিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, হে প্রভু! তুমি ইহা নিশ্চয় অনর্থক সৃষ্টি করো নি। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ কথাটিই দিবালোকের ন্যায় পাঠকবৃন্দের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

একদা কোন এক ব্যক্তি রাস্তা ধরে হাঁটছিল। রাস্তার পাশে ছিল একটি গো শালা। উক্ত গোশালায় হঠাৎ কয়েকটি গোবরে পোকা দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল। সে বলেই ফেলল, কেন আল্লাহ এসব পোকা সৃষ্টি করেছেন? এসব সৃষ্টিতে মানুষের কী কল্যাণ আছে? এর মধ্যে তো আমি কোন কল্যাণ ও উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি না।

আল্লাহ পাক সব কিছু শুনেন। সবকিছু দেখেন। লোকটির এই অনুচ্চ কথাগুলো অন্য কেউ না শুনলেও আল্লাহ পাক ঠিকই শুনেছেন।

কয়েকদিন পর কোন এক দুর্ঘটনায় লোকটি মারাত্মক জখম হলো। দেহের বিভিন্ন অংশ কেটে গেল। দীর্ঘ ঔষধ সেবনের পর তার সবগুলো ক্ষতই ভাল হলো। কিন্তু পায়ের ক্ষতটি ভাল হলো না। আর এ ক্ষতটিই ছিল সবচেয়ে বেশী মারাত্মক।

www.smfoundationbd.com

এই ক্ষতটির জন্য আবারো চিকিৎসা চলল। বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের ঔষধ খাওয়ানো হলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। বরং দিন যতই যায়, ক্ষতের গভীরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ক্ষতটি এতই মারাত্মক আকার ধারণ করল যে, সকল চিকিৎসক তার চিকিৎসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। আর লোকটিও অজস্র টাকা পয়সা খরচ করে শেষ পর্যায়ে এসে চিকিৎসা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে গেল।

বহুদিন পর এক হাতুড়ে ডাক্তারের আওয়াজ শুনা গেল। সে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে মানুষের চিকিৎসা করছিল। সে ডেকে ডেকে বলছিল, আমি অমুক রোগের চিকিৎসা করি। কোন রোগী আছেন কি?

অসুস্থ লোকটি ডাক্তারের আহবান শুনতে পেলো। তার মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হলো। তাই সে পরিবারের লোকদের বলল, ডাক্তারকে ডাক। আমার পায়ের ক্ষত স্থানটি দেখাও।

লোকজন বলল, আপনি তো বড় বড় নামকরা চিকিৎসক দিয়ে পায়ের চিকিৎসা করিয়েছেন। তাদের চিকিৎসাই আপনার কোন কাজে আসল না, আর ডেকে ডেকে যে ডাক্তার ডাক্তারী করে, সে আপনার কি চিকিৎসা করবে?

সে বলল, ডাক্তার আমাকে এক নজর দেখলে তোমাদের ক্ষতি কি?

লোকজন ডাক্তারকে নিয়ে এলো। ডাক্তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বলল, আপনারা একটি গোবরে পোকার ব্যবস্থা করুন। রোগীর চিকিৎসার জন্য পোকাটি প্রয়োজন পড়বে।

ডাক্তারের কথা শুনে উপস্থিত লোকজন হেসে খুন। তারা বিদ্রুপ করে বলল, আমরা তো প্রথমেই বলেছিলাম, এই হাতুড়ে হাকীম কী চিকিৎসা করবে?

এদিকে গোবরে পোকার কথা শুনে রোগীর কিন্তু অতীতের সবকথা মনে পড়ে গেল। তার মনে বিশ্বাস জন্মালো যে, হ্যাঁ, গোবরে পোকার দ্বারাই আমার আক্রান্ত স্থান ভাল হতে পারে। কারণ আমি এ পোকার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলাম। তাই সে ঘরের লোকদের বলল, হাকীম যা বলেছে তা তোমরা এনে দাও। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

লোকজন একটি গোবরে পোকার ব্যবস্থা করে চিকিৎসকের হাতে দিল। হাকীম সাহেব গোবরে পোকাটি জ্বালিয়ে এর ছাই দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহর রহমতে ২/৪ দিনের মধ্যেই আপনার ঘা শুকিয়ে যাবে। আমি কয়েকদিন পর এসে খোঁজ নিব, ইনশাআল্লাহ।

www.smfoundationbd.com

ঠিক ৪ দিনের মাথায় লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। ক্ষতস্থান ভরাট হয়ে তার উপর নতুন চামড়া গজালো। হঠাৎ করে দেখলে কেউ বুঝবেই না যে, পায়ে কোন আঘাত ছিল। আসলে উপরি উক্ত ঘটনার সবটাই হলো কুদরতের লীলাখেলা। আল্লাহপাক এর মাধ্যমে গোবরে পোকার সৃষ্টি সম্পর্কে আপত্তিকারীকে এবং সেই সাথে গোটা বিশ্ববাসীকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কোন কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করেন নি। তার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে আছে নিগূঢ় তত্ত্ব, মহা রহস্য।

যা হোক আক্রান্ত লোকটি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের লোকেরা বলল, ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। কত বড় বড় দক্ষ ডাক্তার আপনার পায়ের চিকিৎসা করল, অসংখ্যবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাল, কিন্তু ফলাফল কিছুই হলো না। আর এক হাতুরে হাকীমের গোবরে পোকার চিকিৎসা দ্বারা আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এ ব্যাপারটি আমাদেরকে বড়ই বিস্মিত করেছে।

লোকটি বলল, বিস্মিত কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এরপর সে সম্পূর্ণ ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। এতে লোকজন বলে উঠল, হ্যাঁ, আল্লাহ পাক তোমাকে দেখানোর জন্যই এরূপ ঘটনার অবতারণা করেছেন। এ থেকে আমরাও শিক্ষা লাভ করেছি।*

মূল্যবান বাণী

মৃত্যুই যাদের অখন্ডনীয় বিধিলিপি, তাদের পক্ষে যবের রুটি, পবিত্র পানি এবং হাত-পা লম্বা করে একটু শোয়ার জায়গা পাওয়াই তো পরম পাওয়া। —হযরত ঈসা (আ.)

* সূত্র ঃ হায়াতুল হায়াওয়ান ৩ঃ১৮২

www.smfoundationbd.com

অনুপম চরিত্রের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

ইশার নামাজের সময় হয়ে এসেছে। আযানের সুমধুর ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সে আহবানে সাড়া দিয়ে মসজিদ পানে ছুটে এসেছেন প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবীগণ। এসেছেন দুজাহানের সরদার রাসূলে আরাবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

নামাযের জন্য সবাই প্রস্তুত। এখনই জামাত শুরু হবে। ঠিক এমন সময় সাতজনের একটি ছোট্ট কাফেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর দরবারে আগমন করলো।

যথাসময়ে নামায আদায় হলো। কথাবার্তা হলো মেহমানদের সাথে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ এরা আমাদের মেহমান। তোমরা প্রত্যেকে একজন করে নিয়ে যাও। যথাসাধ্য আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। সাবধান, এদের খেদমত ও সেবা যত্নে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

সাহাবায়ে কেরাম খুশি হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকে একজন করে নিয়ে গেলেন। বাকী রইলো একমাত্র একজন। তাকে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তার জন্য গরম খাবার ও উত্তম বিছানার ব্যবস্থা করলেন।

আগত মেহমান এখনো ইসলামের ছোঁয়ায় ধন্য হতে পারে নি। পারে নি এর শীতল পরশে আশ্রয় নিতে। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে এসে মনস্থ করল। ঘরের সকল খাবার সে একাই খেয়ে ফেলবে। সবাইকে আজ উপোস রাখবে। আর করলোও তাই। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আলাদা ঘরে আরামের সাথে ঘুমোতে দিলেন।

গোটা দিনের সফরে ক্লান্ত দেহ। সেই সাথে আবার অতিরিক্ত খাওয়া। ফলে

www.smfoundationbd.com

শোয়া মাত্রই মেহমানের দুচোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। কিন্তু হলে কি হবে? পেটের গন্ডগোল আর হৈ চৈ দেখে ঘুম পালিয়ে গেল শত মাইল দূরে। অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এখনই মলত্যাগ করতে হবে।

এবার দেখা গেল আরেক সমস্যা। ঘুটঘুটে অন্ধকার রজনী। জায়গাও অচেনা। ভয় ভয় লাগছে। পেটও কথা শুনছে না। কি করবে ভেবে পায় না। তাই সে ঘর থেকে বের না হয়ে শেষমেষ বিছানায়ই মলত্যাগ করল।

মদীনার আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। রাতের আঁধার তখনো সম্পূর্ণ চলে যায় নি। ঝোপ জঙ্গলে এখনো অন্ধকার দানা বেধে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভোরেই মেহমানখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা। ভিতরে মেহমান আছে কী নেই ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। কোন সাড়া শব্দও নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানিক ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই বিছানার দিকে বিস্ময় ও দুঃখ ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েক মুহূর্ত। তার উজ্জ্বল চেহারা মলিন হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, বিছানার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যেনো তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচন্ড ঝড়। গোটা বিছানায় রয়েছে মল মূত্রের ছড়াছড়ি। ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে উৎকট দূর্গন্ধে। তিনি ভীষণ দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। নিজেকে চরম অপরাধী ভাবলেন। মনে মনে বললেন, কেন আমি রাতের বেলা মেহমানকে একটিবার দেখে গেলাম না। কেন আমি তার সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিলাম না।

স্বীয় তলোয়ারটি বিছানার পাশে রেখে মেহমান ঘুমিয়েছিল। তাড়াহুড়া করে চলে যাওয়ার কারণে উহা নিয়ে যেতে সে একদম ভুলে গেছে। হঠাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টি তরবারীর উপর পড়ল। বিছানার পাশে খুবই যত্ন করে রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, মেহমান লজ্জায় আঁধার থাকতেই পালিয়ে গেছে। আর বেশী তাড়াহুড়া করার কারণে তরবারীটি নিয়ে যেতেও ভুলে গেছে। তিনি সযত্নে তরবারীটি উঠিয়ে হেফাজত করলেন।

এরপর আকাশ বাতাস যে অপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে ইতোপূর্বে তারা কখনো এমনটি দেখে নি। তারা দেখল যাকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, যার একখানা আঙ্গুলের মূল্য সমগ্র পৃথিবীর চাইতেও অনেক বেশী সেই দোজাহানের বাদশাহ দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে এক বেদীন কাফেরের মলমূত্র পরিষ্কার করছেন। ধুয়ে মুছে সাফ করছেন তার অপবিত্র পেশাব পায়খানা।

www.smfoundationbd.com

ইতোমধ্যে কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। ঘটনা শুনে ক্ষোভে দুঃখে তাদের চেহারা লাল হয়ে যায়। আক্রোশে ফেটে পড়েন তারা। কিন্তু স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রকাশ ভালবাসার এক অথৈ সমুদ্র রাসূলে আরাবীর শান্ত নূরানী চেহারায় বিরক্তির কোন ছাপ নেই। নেই নাখোশ হওয়ার বিন্দুমাত্র আলামত। নিরুত্তাপ, অচঞ্চল আর স্নিগ্ধ সকালের মতোই সেই মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি দরদভরা কণ্ঠে সাহাবীদের বুঝিয়ে বললেন, দেখ, আসলে মেহমানের কোন দোষ নেই। তার কোন কসুর নেই। কসুর বরং আমার নিজেরই। কারণ তার খোঁজ খবর আমি নিতে পারি নি। পারি নি উত্তমরূপে সেবাযত্ন করতে। ফলে রাতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে। প্রিয় নবীজির মধুর কথায় তারা শান্ত হয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে মেহমান দ্রুতপদে সম্মুখে এগিয়ে চলছে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে বয়ে যায় এক অজানা ভীতির স্রোত। সে আর এগুতে পারে না। কান্তার মরুর নিত্যসঙ্গী তলোয়ারটি সে ফেলে এসেছে। কথাটি মনে হতেই ভোরের শান্ত আকাশ হঠাৎ করে মেঘে ছেয়ে যাওয়ার মতোই তার মুখে অন্ধকার নেমে আসে।

মেহমান ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়। সে মনে করতে চেষ্টা করে তলোয়ারটি সে কোথায় ফেলে এসেছে? হঠাৎ তার মনে হলো, ভুলক্রমে সে রাসূলের বাড়িতেই তা ফেলে এসেছে। অধিক তাড়াহুড়ার কারণেই এমনটি হয়েছে। এখন তাহলে উপায়?

ফেলে আসা তরবারীটি ছিল খুবই উন্নতমানের। আপন সন্তানের মতোই সে উহাকে ভালবাসতো, পছন্দ করত। সবসময় নিজের কাছে রাখতো। এ তরবারী ছাড়া একদিন চলাও যেনো একেবারে অসম্ভব। কিন্তু উহা এখন এমন এক জায়গায় যেখানে থেকে তা উদ্ধার করা এক দুরূহ কাজই বটে।

মেহমান কতক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তারপর সে তরবারী নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং বিলম্ব করে লাভ নেই। সে অলস পায়ে রাসূলের বাড়ির দিকে আনমনে হাঁটতে থাকে.....।

হাঁটতে হাঁটতে মেহমানখানার সামনে যখন সে পৌঁছলো তখন প্রভাত রবি গগন কোণে খিল খিল করে হাসছে। সে বিছানার পাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। কিন্তু প্রিয় তরবারী খানা দেখতে পেলো না, দেখতে পেলো না রাসূলুল্লাহ (সা.) কেও। সে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো রাসূল (সা.) এর মুখের উপর। সে দেখলো রাসূল (সা.) তার ময়লা বিছানাটি আপন হাতে পরিষ্কার করছেন। কিন্তু তার উজ্জ্বল মুখশ্রীতে বেদনা বা ক্লান্তির কোন আভাস নেই। সদ্য ফোটা শিউলির মতো নীরব একটা হাসি ছড়িয়ে আছে তাঁর গোটা চেহারা জুড়ে। এমন একটি দৃশ্য এই বিশাল মরু আরবের বুকে এর আগে কেউ ভাবতে পারে নি। কল্পনা করতে পারে নি স্বপ্নেও।

www.smfoundationbd.com

কাজ সেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠালেন। দেখলেন মেহমান সামনে দাঁড়ানো। তার চোখে লজ্জা ও আতঙ্কের ছাপ। ভয়ে একেবারে চুপসে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালবিলম্ব করলেন না। দ্রুত তার কাছে ছুটে গেলেন। কলিজার টুকরা, নয়নের মণি, একমাত্র সন্তানের ভালবাসায় বিভোর একজন পিতা যেমন দীর্ঘ বিচ্ছেদের কালো যবনিকা ভেদ করে প্রিয়তম সন্তানের অবস্থা জানার জন্যে সীমাহীন ব্যাকুল হয়ে পড়েন, মমতাময়ী মা যেমন একমাত্র আদরের দুলালের খবর জানতে স্নেহঝরা কণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন, তেমনি রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। বারবার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন মেহমানের খোঁজ নিতে না পারার জন্য। কোন রাগ নয়, বকাঝকা নয়, নয় কোন কঠোরতা। তিনি যেন বিনয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তার কাছে।

মেহমান এতক্ষণ লজ্জায় চোখ তুলে চাইতে পারছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুমধুর ব্যবহারে তার ভয় ও লজ্জা অনেকটা কমে গেল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখের দিকে তাকাল। দেখলো, সে মুখ থেকে যেন অপার্থিব এক দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে।

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিনয় দেখে মেহমানের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। সে পরম আনন্দিত ও মুগ্ধ হলো। তার বোধ উপলব্ধি আর চেতনার রুদ্ধ বাতায়নগুলো একটার পর একটা খুলতে শুরু করলো। অন্তরের গলি পথে শুরু হলো হিদায়েতী আলোর বিচ্ছুরণ। শক্তির অদৃশ্য পায়রাগুলো হৃদয়ের নীলাভ গগনে সবগুলো ডানা মেলে নিরাপদে উড়তে লাগলো। তারপর সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করলো-

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

প্রিয় পাঠক! এই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপম আখলাক। যার পরশে প্রাণ ঘাতি শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হতো। তাই আসুন না, আমরাও রাসূলের চরিত্রে চরিত্রবান হই। তার সুন্দরতম আদর্শ ও সুন্নত গুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আমীন। *

---

* সহায়তায় ঃ মাসিক আদর্শ নারী, জুন ২০০১ সংখ্যা।

www.smfoundationbd.com

সবাই যদি এমন হতো

প্রখ্যাত এক বুযুর্গ। আল্লাহর পেয়ারা বান্দা। সততা ও ধর্মভীরুতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তৎকালীন যুগের শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখদের মধ্যমণি ছিলেন তিনি। তার ভদ্রতা, নম্রতা, সদাচরণ ও শিষ্টতা ছিল অতুলনীয়। হ্যাঁ, তাপসকুল শিরমণি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর কথাই বলছি। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া হাজারো ঘটনার মধ্যে ছোট্ট একটি ঘটনা এবার পাঠক ভাইবোনদের উপহার দিচ্ছি।

এক নামী দামী সওদাগর। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। একদা তিনি কিছু কাপড় নিয়ে তৎকালীন বাদশাহের দরবারে হাজির হলেন। কাপড়গুলো ছিল অতি উন্নত মানের। মূল্য ছিল অনেক বেশী। কাপড়গুলো বাদশাহের খুবই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মূল্য পরিশোধ করার মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। ফলে তিনি তা ক্রয় করতে সমর্থ হলেন না।

সওদাগর বাদশাহের এই সামর্থ্যহীনতার কারণে নিরাশ হয়ে ফিরে চলল। মনে মনে বলল, এ আবার কেমন বাদশাহ! কয়েকটি কাপড় ক্রয় করার মতো অর্থ নেই।

শাহী দরবার থেকে ফিরে এসে সওদাগর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর নিকট গেল। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ জনাব! কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আপনার কোন খেদমত করতে পারি কি?

ঃ না, খেদমতের কোন প্রয়োজন নেই। এসেছিলাম কয়েকটা কাপড় বিক্রি করতে।

ঃ কই, দেখি আপনার কাপড়।

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

ঃ দেখুন। এ বলে সওদাগর তার ব্যাগ থেকে কাপড়গুলো খুলে জিলানী (র.) এর সামনে রাখল।

ঃ এ তো মনে হচ্ছে বহু মূল্যবান কাপড়। এসব কাপড় তো রাজা বাদশাহদের বেশ মানাবে।

ঃ হ্যাঁ, তা আর বলবেন না। গিয়েছিলাম বাদশাহের কাছে। কাপড়গুলো তার পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু টাকার অভাবে কিনতে পারেন নি। ফলে নিরাশ হয়ে ফিরেই আসতে হলো।

ঃ তা, আমার কাছে কেন?

ঃ এসেছি বড় আশা নিয়ে। পছন্দ হলে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আপনি তা কিনে রাখতে পারেন।

ঃ দাও তোমার কাপড়। আমিই ক্রয় করব। সওদাগরের আশা পূরণের জন্য জিলানী (র.) বললেন।

দু'জনের আলোচনার পর দাম ঠিক হলো। জিলানী (র.) খাদেমকে বললেন, তাকে এতগুলো টাকা দিয়ে দাও। আর কাপড়গুলো দিয়ে আমার জন্য একটি জামা তৈরীর ব্যবস্থা কর।

আব্দুল কাদের জিলানী (র.) কাপড় ক্রয় করে নিয়েছেন এ খবর বাদশাহের কাছে পৌঁছতে বেশী সময় লাগলো না। খবর শুনে বাদশাহ ভীষণ রাগান্বিত হলেন। সাথে সাথে উজীরকে ডেকে বললেন, এই ফকীর আমাকে দারুণভাবে অপমানিত করেছে। সে আমার আত্ম সম্মানে চরম আঘাত দিয়েছে। আমার দেশে বাস করে আমাকেই লাঞ্ছিত করবে, অপমানিত করবে এ হতে পারে না। এই সওদাগর বলে বেড়াবে যে, বর্তমান বাদশাহ আমার কাপড়টি ক্রয় করতে সক্ষম হন নি; অথচ একজন ফকীর তা ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং ফকীরকে এক্ষুণি পাকড়াও করে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।

উজীর ছিল খুবই বুদ্ধিমান। দূরদর্শী। তিনি বাদশাহকে বললেন, বাদশাহ মহোদয়! আমার মনে হয় এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। আমি গিয়ে প্রথমে সেই ফকীরের অবস্থা যাচাই করে আসি; এরপর দেখা যাবে কি করা যায়।

বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে আপনি আগে দেখে আসুন।

কিছুক্ষণ পর। উজীর কয়েকজন লোকসহ খানকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) সেই মূল্যবান কাপড়ের জামা পরিধান করে বসে আছেন। তাকে এ অবস্থায় দেখে উজীর খুব অসন্তুষ্ট হলেন।

www.smfoundationbd.com

ভাবলেন, এই ফকীর তো সত্যিই বাদশাহকে অপমানিত করেছে। যে কাপড় বাদশাহ কিনতে পারেন নি সে কাপড় তিনি কিনে বাদশাহের আত্মসম্মানে চরম আঘাত দিয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে উজীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর নিকটবর্তী হলেন। তিনি একেবারে কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন, জিলানী (র.) এর গায়ে পরিহিত সেই অতি মূল্যবান জামার আঁচলে একটি চটের টুকরো লাগানো আছে। উজীর এ দৃশ্য দেখে বড়ই আশ্চর্য হলেন। তিনি জিলানী (র.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! এই মহামূল্যবান কাপড়ে চটের টুকরো লাগালেন কেন?

তিনি জবাব দিলেন, জামা বানানোর সময় কাপড় একটু কম পড়েছিল। এ সংবাদ আমাকে জানানো হলে আমি বলে দিলাম দর্জি যেন প্রয়োজনীয় অংশটুকু চট অথবা কম্বলের টুকরো দিয়ে পূর্ণ করে নেয়। কেননা জামা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীর ঢাকা। সুতরাং শরীর ঢাকা হলেই তো হলো।

জিলানী (র.) এর বক্তব্য শুনে উজীর থ হয়ে গেলেন। তিনি কথা না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ বাদশাহের দরবারে গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, যার দৃষ্টিতে সেই মহামূল্যবান কাপড় আর চট বরাবর, সেই ব্যক্তির কাজে প্রতিবাদ করা মানে আল্লাহর গজব ডেকে আনা।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) তাঁর অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বতকে কিভাবে সেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তার দৃষ্টিতে মহামূল্যবান কাপড় আর চটের মর্যাদা ছিল একই সমান। প্রকৃতপক্ষে তারা দুনিয়াকে এতটা নীচু জ্ঞান করতেন বলেই দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে পড়ে লুটোপুটি খেত। হে দয়াময় প্রভু! তুমি তোমার অসীম অনুগ্রহে আমাদের অন্তর থেকেও দুনিয়ার মহব্বত বের করে নাও। তদস্থলে দান করো তুমি, তোমার রাসূল ও আখেরাতের মহব্বত।*

-ঃ অমূল্য বাণী ঃ-

দুনিয়া যদিও তোমার পিছনে দৌড়ায়, তুমি কখনো দুনিয়ার পিছনে দৌড়িও না।

-হযরত আলী (রা.)

★ সহায়তায় ঃ এমন মানুষ মিলবে না আর, পৃঃ ৪৮

www.smfoundationbd.com

১৪

ইমাম আজম (র.) এর তাকওয়া

উম্মতের ফকীহগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা (র.)। তাঁর মূল নাম নোমান বিন ছাবেত (র.)। চার প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাকওয়া-পরহেযগারী, পরিশ্রম-সাধনা, নম্রতা-ভদ্রতা, বীরত্ব-সাহসিকতা, দয়া-বদান্যতা প্রভৃতি গুণাবলী ছিল তার চরিত্রের অনুপম ভূষণ। তিনি সারারাত বিভিন্ন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। নিম্নে তাঁরই দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

বসরার এক ব্যবসায়ী। ইমাম আবু হানিফা (র.) তার সাথে যৌথ ব্যবসা করতেন। একদিন আবু হানিফা (র.) ঐ ব্যক্তির কাছে ৭০খানা রেশমী কাপড় প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে এ কথাও লিখে পাঠালেন যে, আমার প্রেরিত কাপড়গুলোর মধ্যে অমুক কাপড়টি ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং এ কাপড়টি বিক্রীর সময় এর ত্রুটির কথা অবশ্যই ক্রেতাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিবেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। বসরার উক্ত ব্যবসায়ী ইমাম আযম (র.) এর নিকট আসলেন। সাথে নিয়ে এলেন কাপড় বিক্রির ৩০ হাজার দিরহাম। ইমাম আযম (র.) তাকে দেখেই বললেন, ভাই! কাপড়ের ঐ ত্রুটির কথা আপনি কি ক্রেতার নিকট খুলে খুলে বর্ণনা করেছিলেন?

ইমাম আযম (র.) এর কথায় লোকটি চমকে উঠলেন। অতঃপর ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন- হযরত! আমায় ক্ষমা করুন। আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। এজন্য কাপড় বিক্রির সময় ক্রেতাকে এ কথা বলা হয়নি।

www.smfoundationbd.com

লোকটির কথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (র.) দ্বিতীয় কোন কথা বললেন না। তিনি বসরাবাসী লোকটির হাত থেকে ৩০ হাজার দেরহাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর সবগুলো দেরহামই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলেন।

প্রিয় পাঠক ভাইগণ! আলোচ্য ঘটনাটি তাকওয়া পরহেযগারী তথা খোদা ভীরুতার কত সুন্দর উদাহরণ! তাই না? কারণ ৭০টি কাপড়ের মধ্যে মাত্র একটি কাপড়ের ত্রুটির কথা ক্রেতাকে জানানো হয়নি বলে তিনি কাপড় বিক্রির সমুদয় অর্থ ৩০ হাজার দিরহামই আল্লাহর রাহে দান করে দিলেন। অথচ আমরা হলে হয়তো বলতাম, আমার কি দোষ! আমি তো ত্রুটির কথা জানিয়ে দিতে তাকে বলেই দিয়েছি। অথবা বেশীর চেয়ে বেশী এতটুকু করতাম যে, একটি কাপড়ের মূল্য আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতাম। কিন্তু এই বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ও অনেক বড় করে দেখে ৩০ হাজার টাকা আল্লাহর পথে খরচ করার মতো লোক অতি দ্বীনদার লোকদের মধ্যেই বা কয়জন খুঁজে পাওয়া যাবে? আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রকৃত ভয় আছে, তারা একটি সুন্নত বা মোস্তাহাব জিন্দা করার জন্য কিংবা ছোট থেকে ছোট সামান্য কোন কারণে ৩০ হাজার কেন ৩০ লাখ টাকাও আল্লাহর পথে ব্যয় করে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেন না। হে দয়াময় খোদা, উল্লেখিত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকেও অনুরূপ তাকওয়া পরহেযগারীর অনন্য নজীর পেশ করার তাওফীক দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন। *

স্মরণীয় বাণী

অপব্যায়ে কল্যাণ নেই এবং কল্যাণের কাজে কোন অপব্যায় নেই।

-হাসান ইবনে সাহল (র.)

* সূত্র ঃ কালইউবী পৃঃ ১২৬

www.smfoundationbd.com

১৫

এ থলি তোমারই জন্য

ইংরেজী একটি কথা আছে Life is not bed of roses অর্থাৎ জীবনটা পুষ্পশয্যা নয়। কখনোও সুখ আসে, কখনো আসে দুঃখ। কখনো মানুষ আনন্দের আতিশয্যে আপ্লুত হয়, আবার কখনও বেদনার নীল সাগরে হারিয়ে যায়। কখনও হাতে প্রচুর টাকা পয়সা থাকে, আবার কখনও একটি মাত্র পয়সার জন্য অপরের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। মোট কথা, সুখ-দুঃখ মিলেই মানুষের জীবন। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা একদিকে যেমন এ বাস্তব সত্যটি প্রমাণিত হবে তেমনি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (র.) এর অনুপম চরিত্রের একটি বিশেষ দিকও।

কুফা নগরী। সেখানকার এক অভিজাত এলাকায় বসবাস করতেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। টাকা-পয়সা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, জায়গা-জমিন কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার। লোকটির বাসায় কাজ করতো বহু চাকর নওকর। কিন্তু কালের আবর্তে সব কিছুই তার শেষ হয়ে গেল। জায়গা জমিন হাতছাড়া হলো, চাকর নওকর চলে গেল। দিনার দিরহাম নিঃশেষিত হলো। শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় আকার ধারণ করল যে, ছোট খাটো সামান্য মূল্যের কোন জিনিস কেনার মতো পয়সাও তার কাছে অবশিষ্ট রইল না। মোট কথা, সীমাহীন দরিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল তার দিনগুলো।

কিন্তু লোকটি ছিল অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল। ফলে এত কষ্টের পরও কারও কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। কয়েকবেলা একাধারে না খেয়ে থাকতেও রাজি আছেন, কিন্তু কারও কাছে হাত পাতবেন- এটা ছিল তাঁর জন্য সত্যিই এক দূরূহ কাজ।

লোকটির ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। একদিন মেয়েটি কচি ক্ষিরা দেখে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এলো। বলল, আম্মি! আমাকে একটি পয়সা দাও। ক্ষিরা কিনে খাব।

www.smfoundationbd.com

মেয়ের কথায় মায়ের মনে দুঃখ জাগে। চোখ দুটো হয়ে উঠে অশ্রু সজল। কারণ মেয়ের এ ছোট্ট আবদারটি রক্ষা করার মতো ক্ষমতাও তার ছিল না। অথচ কিছুদিন আগেও তার বিছানার নিচে পড়ে থাকতো হাজারো দিরহাম।

মায়ের চোখে পানি দেখে মেয়েটিও ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এ দৃশ্য অবলোকন করে পাশে উপবিষ্ট স্নেহশীল পিতাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। তিনি ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে যান। সিদ্ধান্ত নেন, ইমাম আযম (র.)-এর নিকট সাহায্য চাইবেন।

লোকটি এক পা দু পা করে হাঁটতে হাঁটতে 'মাজলিসুল বারাকায়' গিয়ে উপস্থিত হন। মাজলিসুল বারাকা হলো ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মাজলিসের নাম। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে কারো কাছে কিছু চান নি, তিনি কি করে আজ অপরের নিকট হাত পাতবেন? সুতরাং লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ ইমাম সাহেবের কাছে কিছু চাইতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। অবশেষে এভাবেই ফিরে চলে এলেন।

ইমাম আবু হানিফা (র.) লোকটির চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তার কোন প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভদ্রতা ও লজ্জার জন্য বলতে পারছেন না। তাই লোকটি যখন ঘরে ফিরতে শুরু করলেন তখন ইমাম সাহেবও তার পিছু পিছু চললেন। অবশেষে অনেক পথ হেঁটে তাঁর ঘরটি চিনে এলেন।

দিনের শেষে রাত এলো। নিকষ কালো অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে ঢেকে নিল। সবাই ঘুমে অচেতন। রাত তখন দ্বি-প্রহর। ইমাম আযম (র.) স্বীয় জামার অস্তিনে পাঁচশত দিরহামের একটি থলি ঢুকালেন। তারপর ঐ লোকটির দরজায় গিয়ে হাজির হলেন।

লোকটি তখন স্ত্রীর সাথে শুয়ে শুয়ে অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। ইমাম সাহেব দরজার কড়া নাড়লেন। লোকটি নিকটে এলে তিনি তড়িৎ গতিতে থলেটি দরজার চৌকাঠে রেখে দিলেন। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে বললেন, দেখুন, আপনার দরজায় একটি থলে পড়ে আছে। এটি আপনারই জন্য।

লোকটি ইমাম সাহেবকে চিনতে পারল না। এমনকি তার সাথে কোন কথা বলারও সুযোগ পেল না। তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর স্ত্রীর ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে থলি খুলে দেখতে পেলেন, উহাতে পাঁচশত দিরহাম ও একটুকরো কাগজ আছে। এতে লেখা ছিল- এ টাকাগুলো আবু হানিফা আপনাকে হাদিয়া দিয়েছে। এগুলো হালাল পন্থায় অর্জিত। তাই আনন্দচিত্তে ব্যবহার করুন।*

---

* সূত্র ঃ ইমাম আবু হানীফা কে হায়রত আঙ্গিয ওয়াকেয়াত

www.smfoundationbd.com

১৬

খোদার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন

জনৈক দরবেশ। লোকালয় তাঁর পছন্দ নয়। এ জন্য স্ত্রীকে নিয়ে এক জঙ্গলে বাস করতেন তিনি। তাঁর একটি গাধা, একটি মোরগ ও একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি তিনি পাহারার উদ্দেশ্যে রেখেছিলেন।

এক রাতের ঘটনা। দরবেশ আপন অযীফায় মশগুল। স্ত্রী সুমাইয়া ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় একটি শৃগাল এসে খোয়াড় থেকে খপ করে মুরগীটি ধরে নিয়ে গেল। দরবেশের স্ত্রী তাতে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। দরবেশ বললেন, সুমাইয়া! দুঃখ করো না। আল্লাহ পাক যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। স্বামীর কথায় স্ত্রী চুপ রইলো।

গাধাটি বাইরে বাধা ছিল। কিছুক্ষণ পর একটি বাঘ এসে গাধাটিকে মেরে ফেলল। এবার স্ত্রী সুমাইয়া অধিক পরিমাণে হা হুতাশ শুরু করে দিল। দরবেশ বললেন, দেখো সুমাইয়া! তোমাকে আগেই বলেছি, আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করো। সুতরাং তুমি আফসোস করো না। ধৈর্য ধারণ কর। দরবেশের কথায় স্ত্রী এবারও চুপ হয়ে গেল।

কুকুরটি ঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। খানিক পর দেখা গেল কুকুরটিও কেন যেন মারা গেল। দরবেশপত্নী এবারও পূর্বের ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু দরবেশ মোটেও দুঃখ করলেন না। বিচলিত হলেন না বিন্দুমাত্রও। বরং স্ত্রীকে আবারো সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর যে কোন কাজ মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। সুতরাং কোন ঘটনায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতি পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতেও কল্যাণ আছে, কিন্তু অনেক সময় তা আমরা বুঝি না। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমাদের এ প্রাণীগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পিছনে অবশ্যই কোন গোপন রহস্য আছে।

www.smfoundationbd.com

দরবেশের বক্তব্য শুনে স্ত্রী শান্ত হলেন ঠিকই, কিন্তু এ কথা ভেবে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না যে, এমন প্রত্যক্ষ লোকসানের মধ্যেও আবার কী মঙ্গল থাকতে পারে!

রাতের প্রায় শেষ প্রহর। ডাকাতদল জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। হানা দিচ্ছে সেখানকার প্রতিটি ঘরে। যেখানে যা পাচ্ছে তাই লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। যারা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। যারা বাধা দিচ্ছে না তাদেরকে গোলাম বাঁদী বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাকাত দল উক্ত দরবেশ ও তার স্ত্রীর খবর জানতে পারল না। কারণ, সেই বন্য পল্লীতে ঐ সময়ে বাড়িঘর খুঁজে বের করা বড়ই মুশকিল ছিল। গৃহপালিত পশু-পাখির শব্দে ডাকাতরা সাধারণতঃ বাড়ি ঘরের খোঁজ পেত। দরবেশের ঘরে যেসব পশুপক্ষী ছিল, তা তো একটু পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে পশু পাখির হাক-ডাক না শুনার কারণে ডাকাতরা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পেল না যে, এখানে কোন মানুষের বসতি আছে।

সকালে এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর দরবেশ তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, সুমাইয়া! দেখলে তো এবার খোদার কুদরত। আমি কি তোমাকে বলি নি যে, মেহেরবান খোদা সবকিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্য করে থাকেন। দেখো, গৃহপালিত পশুই আজ এই বনাঞ্চলের সকল বাসিন্দাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমাদের তিনটি জীবনই ডাকাত আসার আগে মারা গেছে। স্ত্রী বললেন, এখন আমার খুব ভাল করেই বুঝে এসেছে যে, মহান কুদরতওয়ালা আল্লাহ পাক যা কিছু করেন তা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। পাঠক ভাই ও বোনেরা! আসুন না, সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে অনুরূপ বানিয়ে নেই।*

টুকরো কথা

পৃথিবী যার পক্ষে কয়েদখানা, কবর তার জন্য শান্তি নিকেতন।

–হযরত উসমান গনি (রাঃ)

---

* সূত্র ঃ তাবলীগে দ্বীন

www.smfoundationbd.com

আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

বাদশাহ হারুন অর রশীদের শাসন কাল। চতুর্দিকে বইছে শান্তির সুবাতাস। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য সর্বত্র রয়েছে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। ফলে চোর ডাকাতরা খুব বেশী একটা সুবিধা করতে পারছে না। পারছে না যখন খুশি, যেখানে খুশি হানা দিতে। বহু কায়দা কৌশল ও আটঘাট বেঁধে চুরি ডাকাতি করতে গিয়েও রেহাই পাচ্ছে না। নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ বাহিনীর হাতে ধরাই পড়তে হচ্ছে। ফলে জনগণ অনেকটা আরাম আনন্দের সাথেই দিনাতিপাত করতে পারছে।

একদিন এক সংঘবদ্ধ ডাকাতদল কোন এক বাড়িতে হানা দিল। লুট করল মূল্যবান অনেক আসবাবপত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারল না। নিষ্কৃতি পেল না পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে। ফলে কয়েদখানার বন্দী জীবনই তাদের ভাগ্যে জুটল।

ডাকাতদের কাছে বন্দী জীবন অসহ্য লাগে। তারা চায় আযাদ জীবন, স্বাধীন জীবন। কিন্তু চাইলে তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। পাপের ফল তো কিছু ভোগ করতেই হবে। তথাপি তারা মুক্তি লাভের চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন ফন্দি আটতে থাকে। অবলম্বন করতে থাকে নানাবিধ কৌশল। এতে তারা কিছুটা সফলতার মুখও দেখতে পায়। সক্ষম হয় এক ডাকাতকে কয়েদখানা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। পাহারাদার মোটেও টের পায় নি।

একটু পর গণনার পালা। গণনা করে দেখা গেল একজন কম। আবার গোনা হলো। না, আগের অবস্থাই। একজন কম। এতে প্রহরীদের চেহারা বিবর্ণ

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

হলো। অন্তরের কাঁপুনি বৃদ্ধি পেল। ভাবল, আমরা এখন প্রশাসনের কাছে কি জবাব দিব? আমাদের তো এখন চরম মূল্য দিতে হবে। হয়তো বা চলে যেতে পারে মূল্যবান জীবনটাও।

প্রহরীদের একজন বলে উঠলে, একটি কাজ করে আমরা এর দায় থেকে মুক্তি পেতে পারি। আর তা হলো, রাতের অন্ধকারে একজন পথিককে ধরে এনে কয়েদ খানায় ঢুকিয়ে দেই এবং তাকে দিয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূর্ণ করি।

তার প্রস্তাবকে অন্যান্য প্রহরীরা সমর্থন করল। তারা বলল, জীবন বাঁচাতে হলে, স্ত্রী পুত্রকে মুখ দেখাতে হলে এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। অবশেষে তারা তাই করল। রাস্তা থেকে এক নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে অন্যান্য ডাকাতদের সাথে রেখে দিল এবং এর দ্বারা কাঙ্খিত হিসাব পূর্ণ করল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। প্রত্যেক ডাকাতের আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে গেল। শুধু বাকী রইল সেই নিরপরাধ লোকটি যাকে অন্যায় ভাবে রাস্তা থেকে ধরে এনে কয়েদখানায় বন্দী করা হয়েছিল। লোকটির বাড়ি এ এলাকা থেকে বহু দূরে হওয়ায় তার আপনজনরাও এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারল না। সুতরাং বাহ্যত তার মুক্তির কোন উপায় থাকল না।

সময় আপন গতিতে চলছে। নিরপরাধ বন্দী লোকটি তার মুক্তির কোন ন্যূনতম সম্ভাবনা দেখছে না। হঠাৎ তার মনে হলো, এখানে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নাই ঠিকই কিন্তু আমার আল্লাহ তো আছেন। তিনি তো সব কিছুই পারেন। পারেন মুহূর্তের মধ্যে আমাকে মুক্ত করে দিতে। সুতরাং তার কাছেই আমি মুক্তির আবেদন জানাই। এ কথা বলে সে একটি কাগজে কয়েকটি কথা লিখল। অতঃপর তা দারোগা সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, অনুগ্রহ পূর্বক এ কাগজের টুকরাটি ছাদের উপর থেকে উপরের দিকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন।

দারোগা কাগজের লেখাটি পাঠ করলেন। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার আবেদন পূর্ণ করব। এ বলে সত্যি সত্যি তিনি ছাদে উঠে কাগজখানা বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। কাগজে লেখা ছিল

"ওগো দয়াময় প্রভূ! তুমি জান আমি নির্দোষ, নিরপরাধ। যারা প্রকৃত অপরাধী ছিল তাদেরকে নিজ নিজ আপনজন এসে সুপারিশ করে নিয়ে গেল। অথচ আমি নির্দোষ হয়েও অসহায়ভাবে বন্দী জীবন যাপন করছি। ওগো মাওলা! তুমি ব্যতীত আমার আর কোন সুপারিশকারী নেই। কাজেই তুমিই আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও।"

www.smfoundationbd.com

সেই রাতেই বাদশাহ হারুন অর রশীদ স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলছে, "অমুক নামের কয়েদিটি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তার কোন দোষ নেই। সুতরাং এই মজলুমকে তুমি অতি তাড়াতাড়ি মুক্তি দিয়ে দাও।"

খুব ভোরে বাদশাহ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। অতঃপর খোঁজ নিয়ে ঐ নির্যাতিত নিপীড়িত নিরপরাধ লোকটিকে কেবল মুক্তই করলেন না, দশ হাজার দেরহাম, দশ ধরনের রাজকীয় পোষাক এবং দশটি তাজাদম ঘোড়া উপহার হিসেবে প্রদান করলেন। এভাবেই মজলুম লোকটির বন্দী জীবনের অবসান ঘটল।

মুহতারাম ভাই ও বোনেরা! সেই খোদা আজও আছেন, থাকবেন অনাদি-অনন্ত কাল ধরে, যিনি ঐ অত্যাচারিত লোকটিকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সাড়া দিয়েছিলেন তার একান্ত আহবানে। সুতরাং বিপদে আপদে নিপতিত হয়ে আমরাও যদি তাঁকে স্মরণ করতে পারি, কায়মনোবাক্যে কামনা করতে পারি তাঁর একান্ত করুণা, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের আহবানে সাড়া দিবেন। মুক্তি দিবেন আমাদেরকে যাবতীয় বিপদ আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে। কেননা তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। হে করুণার আধার! তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস ও ভরসাকে আরো বাড়িয়ে দাও। একীন করার তাওফীক দাও- তুমিই সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছে তাই পারো তুমি।*

সাগর সেচা মানিক
মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় সৌন্দর্য হলো
তার চরিত্র মাধুর্য। —আসমায়ী

* সূত্র ঃ দিলকাশ ওয়াকেয়াত # সহায়তায় ঃ আলোকিত জীবনের সন্ধানে ১ঃ১০৪

www.smfoundationbd.com

১৮

দানের এক সুন্দর উপমা

এক অভাবী ভিক্ষুক। সীমাহীন দরিদ্র। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। সাথে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। ক্ষুধার মাত্রাটা বেশী হওয়ায় পথ চলাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু কি আর করা। বসে থাকলে তো আর পেট ভরবে না। সুতরাং কষ্ট হলেও খাবারের অন্বেষণে তাকে বাধ্য হয়েই পথ চলতে হচ্ছে।

অনেক পথ অতিক্রম করে লোকটি রাসূল (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.) এর নিকট উপস্থিত হলো। সে বলল, হে রাসূল বংশের সম্মানিত ছেলে! আমি দরিদ্র। আমার বেশ কয়েকজন সন্তান আছে। অদ্য রজনীর জন্য আমার নিকট আহারের কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু দান করলে খুবই উপকৃত হতাম।

হযরত হুসাইন (রা.) লোকটির দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর দরদভরা কণ্ঠে বললেন, বাবা! দয়া করে একটু বসুন, দেখি আপনার জন্য কি করা যায়। লোকটি বসে পড়ল।

হযরত হুসাইন (রা.) তখন ছিলেন রিক্ত হস্ত। ভিক্ষুকের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না তাঁর হাতে। একটু পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে পাঁচ থলে স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া আসল। প্রত্যেক থলেতে ছিল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। স্বর্ণ মুদ্রার সাথে একটি পত্রও ছিল যা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ওযরখাহী পেশ করতঃ হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর নিকট পাঠিয়েছেন। এতে লেখা ছিলঃ

'হযরত! এই স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আপনার খেদমতে পেশ করলাম।

www.smfoundationbd.com

আপনি সাধারণ কাজে এগুলো ব্যয় করবেন। ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভাল কিছু প্রেরণ করার প্রত্যাশী রইলাম।'

হযরত হুসাইন (রা.) স্বর্ণ মুদ্রার সবগুলো থলে হাতে নিলেন। তারপর ভিক্ষুকের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে বললেন, ভাই! আমি এজন্য দুঃখিত যে, এই অল্প কিছু অর্থের জন্য তোমাকে অনেক বিলম্ব করতে হলো।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করে দেখুন, একজন ভিক্ষুককে তিনি একত্রে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করে দিচ্ছেন; তারপরেও একে 'অল্প' বলে আখ্যায়িত করছেন। সুবহানাল্লাহ! তাঁদের হৃদয় কত বড় ছিল। কত বিশাল ছিল তাঁদের অন্তকরণ! কত মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন তাঁরা! আর আমাদের অবস্থা হলো দু'এক টাকা ভিক্ষুকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মনে করি, কত মহান কাজটিই না আমি আঞ্জাম দিলাম। আমার হৃদয় কতই না দয়ামায়া ও উদারতায় পরিপূর্ণ। অথচ সেই আমিই কিন্তু লক্ষ কোটি টাকার মালিক! হে খোদা! তুমি মেহেরবানী করে আমাদের অন্তরটাকে বড় করে দাও। বুঝার তাওফীক দাও- মানুষ তো কেবল মানুষেরই জন্য।

অমূল্য বাণী

বুদ্ধিমান লোকেরা কোন কিছু প্রথমে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে। আর নির্বোধেরা প্রথমেই মন্তব্য করে বসে এবং পরে চিন্তা করে।

-হযরত আলী (রাঃ)

www.smfoundationbd.com

ছেলের সাথে মায়ের বিয়ে!

বলিষ্ঠ এক যুবক। নওজোয়ান। ভীত সন্ত্রস্ত। অস্থির। চেহারায় পেরেশানীর ছাপ সুস্পষ্ট। অনেকটা দৌড়ে এলো খলীফার দরবারে। তখন চলছিল মুসলিম বিশ্বের সিংহপুরুষ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (র.) এর শাসনকাল।

দরবারে প্রবেশ করেই যুবক বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমার ও আমার মায়ের মাঝে ফায়সালা করে দিন।

খলীফা বললেন, কি হয়েছে? খুলে বল।

ঃ আমীরুল মুমেনীন! আমার সম্মানিত মা আমাকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়েছেন। আদর সোহাগ ও স্নেহের ছায়ায় বড় করে তুলেছেন। সীমাহীন কষ্ট করে লালন পালন করেছেন। অথচ আমি যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। এমনকি আমি যে তার সন্তান, তা তিনি অস্বীকার করে বলেছেন-আমি তোমাকে চিনি না। যুবক খুব দ্রুত কথাগুলো বলে শেষ করল।

ঃ তোমার মা কোথায়? হযরত ওমর (রা.) গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ তিনি এখন অমুক গোত্রে অমুক স্থানে অবস্থান করছেন।

ঃ যাও, অমুক মহিলাকে অমুক জায়গা থেকে আমার দরবারে নিয়ে আস। দরবারে উপস্থিত দু'জন লোককে লক্ষ্য করে হযরত ওমর (রা.) বললেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর। যুবকের মা আপন চার ভাই ও চল্লিশজন সাক্ষীর এক বিরাট দল নিয়ে খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো।

খলীফা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুবক কি আপনার ছেলে?

মহিলা বলল, না, সে আমার ছেলে নয়। আমি তো তাকে চিনিই না। কোথাকার কোন যুবক সে আমার ছেলে হতে যাবে কেন?

www.smfoundationbd.com

ঃ সে তো আপনাকে মা বলে দাবি করছে।

ঃ কেউ কাউকে মা ডাকলে কিংবা মা বলে দাবি করলেই মা হয়ে যায় না। আমীরুল মুমিনীন! আমার তো এখনো.....।

এতটুকু বলে মহিলা থেমে গেল। ভাবখানা এমন সে যে বিবাহ বসে নি-এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করছে।

ঃ যুবক যে আপনার ছেলে নয় এ ব্যাপারে আপনার কোন সাক্ষী আছে কি?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আমার চার ভাই ও উপস্থিত ৪০জন লোক সবাই আমার সাক্ষী। আপনার সন্দেহ হলে তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

ঃ বলুন, আপনারা এ ব্যাপারে কি জানেন। হযরত ওমর (রা.) সাক্ষীদের উদ্দেশ্য করে বললেন।

ঃ আমীরুল মুমিনীন! যুবক তার দাবিতে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। সাক্ষীদের একজন বলল।

ঃ এ যুবক অন্যায় দাবি করছে। মহিলার তো এখন পর্যন্ত বিয়েই হয়নি। সুতরাং তার সন্তান আসবে কোত্থেকে? আরেকজন বলল।

ঃ এ মহিলা যুবককে আদৌ চিনে না। আমার জানা মতে মহিলার সাথে যুবকের কোন সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয়, মহিলাকে তার গোত্রীয় লোকজনের নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার হীন উদ্দেশ্যেই সে এরূপ বলছে। তৃতীয় জন বলল।

এভাবে এক এক করে সকলেই মহিলার পক্ষে ও যুবকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। এমনকি চার ভাইও যুবকের দাবিকে অত্যন্ত শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

হযরত ওমর (রা.) এবার যুবকের দিকে মুখ করে বললেন, তোমার দাবির স্বপক্ষে তোমার কোন সাক্ষী প্রমাণ আছে কি?

যুবক তখন ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিল। সে চিন্তা করতে লাগলো, মা তার সন্তানকে এভাবে অস্বীকার করতে পারে? তদুপরি এতগুলো সাক্ষী! এতো কল্পনাতীত ব্যাপার।

খলীফার প্রশ্নে যুবক সম্বিৎ ফিরে পেল।

সে বলল, না, আমার কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই। এখানকার কেউ আমাকে চিনে না।

যুবকের পক্ষে কোন সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় হযরত ওমর (রা.) যুবককে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন।

www.smfoundationbd.com

বেত্রাঘাতের নির্দেশ শুনে যুবক হতভম্ব হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, হায়! এই কি তাকদীর! মাকে মা বলে দাবী করায় এই কি আমার প্রাপ্য! কিন্তু খলীফার তো কোন দোষ নেই। কারণ মায়ের পক্ষে তিনি ৪৪ টি সাক্ষী পেয়েছেন আর আমার পক্ষে একজন সাক্ষীও আমি উপস্থিত করতে পারলাম না। সুতরাং বাহ্যতঃ খলীফা যা করেছেন ঠিকই করেছেন।

বেত্রাঘাতকারী বেত নিয়ে উপস্থিত। যুবকও তাকদীরের ফায়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত। দরবারে পিনপতন নীরবতা। কেউ কোন কথা বলছে না। ঠিক এমন সময় হযরত আলী (র.) দরবারে এলেন। সবকিছু শুনে খলীফাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! অনুমতি দিলে বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতাম।

খলীফা বললেন, দেখুন না। অসুবিধার কি আছে!

অনুমতি পেয়ে হযরত আলী (র.) সবাইকে নিয়ে মসজিদে নববীতে বসলেন। তারপর মহিলাকে সম্বোধন করে বললেন, এই যুবক কি আপনার ছেলে?

মহিলা উত্তরে বলল- না, জনাব! এ আমার ছেলে নয়।

এবার হযরত আলী যুবককে বললেন, তিনি তোমাকে অস্বীকার করেছেন, তুমি তাকে অস্বীকার কর।

যুবক বলল, হযরত! তিনি আমার মা। আমাকে তিনি নয় মাস স্বীয় গর্ভে ধারণ করেছেন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছেন। আমি তাকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারি?

হযরত আলী (র.) বললেন, হ্যাঁ, তাকে তুমি অস্বীকার কর। এখন থেকে আমি তোমার পিতা, ফাতেমা তোমার মাতা আর হাসান হোসাইন তোমার ভাই।

যুবক বলল, ঠিক আছে, আপনার কথায় আমি তাকে অস্বীকার করলাম। তিনি আমার মা নন।

হযরত আলী (র.) এবার মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোন অভিভাবক আছে কি? মহিলা বলল, কেন থাকবে না? এই তো আমার ভাইয়েরাই আমার অভিভাবক।

আলী (র.) মহিলা ও তার ভাইদের লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা কি আমার কথা মানবেন?

তারা বলল, অবশ্যই মানবো। আপনি যা বলবেন সকলেই তা মানবো।

ঃ তাহলে শুনুন। আমি এই মহিলাকে এই যুবকের নিকট নগদ চারশত দেরহাম মহরানা দিয়ে বিবাহ দিলাম।

একথা বলে তিনি যুবককে বললেন, নাও, এখানে চারশত দিরহাম আছে।

www.smfoundationbd.com

এগুলো তুমি তোমার স্ত্রীর কোলের উপর ঢেলে দাও। এরপর এখান থেকে চলে যাও। মনে রেখ, পরবর্তীতে তুমি আমার নিকট এ অবস্থায় আসবে যেন পরবর্তীতে তোমার চুল থেকে গোসলের পানি টপকাতে থাকে। গোটা দেহে পরিলক্ষিত হয় গোসলের চিহ্ন। অর্থাৎ নববধূর সাথে জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করে আমার নিকট আসবে।

হযরত আলী (র.) এর নির্দেশ পেয়ে যুবক উঠে দাঁড়ায় এবং দিরহামগুলো মহিলার কোলে ঢেলে দেয়।

মহিলা এবার চিৎকার করে বলে উঠল, জনাব! একি করছেন আপনি? জাহান্নাম! জাহান্নাম!! আপনি কি আমাকে ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চান? খোদার কসম, এই ছেলে আমার সন্তান।

আলী (র.) বললেন, এবার তাহলে আসল ঘটনা খুলে বলুন।

মহিলা বলল, জনাব! আমার ভাইয়েরা একব্যক্তির সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার স্বামী ছিল অসৎ প্রকৃতির। এজন্য তারা তার কাছ থেকে আমাকে নিয়ে আসে এবং অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে এই যুবক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে ভাইয়েরা আমাকে বারবার প্রচন্ড চাপ দিয়ে বলে, তুমি এই যুবককে অস্বীকার কর। তাহলে তোমাকে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে পারব। জনাব! তাদের চাপে পড়েই আমি কলিজার টুকরা সন্তানকে অস্বীকার করেছি। এইসব মিথ্যুক সাক্ষীকে তারাই টাকার লোভ দেখিয়ে ঠিক করেছে।

মহিলার বক্তব্য শুনে হযরত আলী (র.) বললেন, ভাল কথা। আপনার সন্তান হলে যুবককে ঘরে নিয়ে যান। এ বলে তিনি তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর তিনি মহিলার চার ভাই ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী লোকদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনাটি হযরত আলী (র.) এর বিচক্ষণতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার ফলে একজন যুবক একদিকে যেমন বেত্রাঘাত থেকে রেহাই পেলো, তেমনি আপন মাকেও ফিরে পেলো। আলী (র.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা স্বরূপ। ওগো দয়াময় খোদা! তুমি আমাদের অন্তরে হযরত সাহাবায়ে কেরামের মুহব্বত ঢেলে দাও। এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দাও। আমীন।*

* সূত্র ঃ আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ।

www.smfoundationbd.com

২০

দুধের শিশু কথা বলে

এক আবেদ। দুনিয়াত্যাগী। বয়স খুব একটা বেশী নয়। দিনরাত নামাজ, তিলাওয়াত ও জিকির আজকারে মশগুল থাকেন। তাঁর ইবাদতখানাটি লোকালয় থেকে একটু দূরে। পাশের জঙ্গলে। আমাদের প্রিয়নবী ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী কোন এক কালের বুযুর্গ ছিলেন তিনি। সকলের নিকট হযরত জুরাইজ (র.) নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

একদিনের কথা।

আপন ইবাদত খানায় তিনি নফল নামাজ পড়ছেন। এমন সময় তাঁর মাতা লোকালয় থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে সেখানে পৌঁছলেন। তারপর ছেলের নাম ধরে ডাকলেন- জুরাইজ! জুরাইজ!!

মায়ের ডাকে হযরত জুরাইজ (র.) সাড়া দিলেন না। তিনি আল্লাহ্ পাকের ধ্যান করে বললেন, আয় আল্লাহ! আমি নামাজ পড়ছি, আর আমার মা আমাকে ডাকছেন। একদিকে আমার নামাজ আর অপর দিকে আমার মা। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি? কোনটিকে আমি অগ্রাধিকার দিতে পারি? এসব চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি নামাজকেই প্রাধান্য দিলেন। মা ছেলের কোন সাড়া না পেয়ে সেদিনের মতো বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরের দিন। মা আবার কষ্ট করে জঙ্গলে এলেন। ছেলেকে ডাকলেন। এ দিনও তিনি নফল নামাজে মশগুল ছিলেন। তাই তিনি কোন সাড়া দিলেন না। এভাবে পর পর তিনদিন এসে মা তাঁকে ডাকলেন। কিন্তু প্রতিদিনই নামাযে লিপ্ত থাকার কারণে তিনি মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন না। বরং আপন নামাজ চালিয়ে গেলেন।

www.smfoundationbd.com

তৃতীয় দিন ছেলের কোন সাড়া না পেয়ে মায়ের মনে ব্যথা লাগল। তিনি মনে মনে বললেন, এ কেমন ছেলে! এ কেমন বুযুর্গ! একাধারে তিনদিন কত কষ্ট করে তার কাছে হেঁটে এলাম, নাম ধরে ডাকলাম, আর সে কিনা একদিনও সাড়া দিল না। একটি কথাও আমার সাথে বলল না। আয় আল্লাহ! তুমি তাকে কোন বদকার মহিলার যন্ত্রণা সহ্য না করিয়ে মউত দিও না।

প্রিয় পাঠক! যেহেতু পিতা মাতার হক সব চাইতে বেশী। তাই ইসলামী বিধান হলো, নফল নামাজে লিপ্ত অবস্থায় পিতা মাতা ডাকলে নামাজ ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। কিন্তু এই বিধানটি হযরত জুরাইজ (র.) জানতেন না। তাই নামাজ রত অবস্থায় মাতার ডাকে তিনি সাড়া দেন নি। কিন্তু যেহেতু মা অসন্তুষ্ট হয়ে সন্তানের জন্য বদদোয়া করেছেন, আর মায়ের বদদোয়া বিফলে যাওয়ার নয়, তাই উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছিল।

হযরত জুরাইজ (র.) ইবাদত করে যাচ্ছেন। নামাজ রোজা, জিকির-অযীফা, তিলাওয়াত-মোরাকাবা কোনটাই ছাড়ছেন না তিনি। এভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তার ইবাদত ও বুযুর্গীর আলোচনা ক্রমেই লোকমুখে বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মানুষ যতই ভাল কাজ করুক না কেন, কিছু লোক তার বিরোধিতা করবেই। এটাকে এ জগতের নিয়মই বলা চলে। নবী রাসূলগণ মানুষকে সত্যের পথে আহবান করেছেন, তাদের সাথে সুন্দর ও সুমধুর আচরণ করেছেন, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্য নবী হওয়ার ভুরি ভুরি প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু তারপরও অসংখ্য লোক তাঁদের বিরোধিতা করেছে। এমনকি দুনিয়া থেকে তাদেরকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করেছে। জুরাইজ (র.) এর বেলায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাছাড়া মায়ের বদদোয়া তো আছেই।

এলাকায় কিছু দুষ্ট লোক ছিল। তাদের অন্তর ছিল হিংসা আর কূটবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। নিজেদের ক্ষতি নাই হোক, অন্যের ভাল হোক, তার সুনাম সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক-এটা তারা মোটেও চায় না। তাই তারা জুরাইজ (র.) এর পিছনে লেগে গেল। কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা যায় দিনরাত কেবল সেই ফন্দি আঁটতে লাগলো। অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর একটি সুন্দরী বদ স্বভাবের মেয়েকে তারা ঠিক করলো। তাদের পরামর্শে ঐ সুন্দরী মহিলা আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে হযরত জুরাইজ (র.) এর ইবাদত খানায় গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে তাঁকে তার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো।

www.smfoundationbd.com

মেয়েটির বাহ্যিকরূপ চাঁদের ন্যায় সুন্দর হলেও ভিতরের অবস্থাটা ছিল অমাবস্যার মতই অন্ধকার। সে ছিল চরিত্রহীনা, দেহদানকারিণী। দুষ্ট লোকদের প্রলোভনে পড়ে হযরত জুরাইজ (র.) কে বিপদগামী করার জন্য সে সম্ভাব্য সব কিছুই করল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হলো। হযরত জুরাইজ (র.) তার প্রতি চোখ তুলেও তাকালেন না। বরং তিনি আপন ইবাদত বন্দেগীতেই লিপ্ত থাকলেন। মহিলা বারবার চেষ্টা করেও যখন হযরত জুরাইজকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারলো না, তখন সে ভাবলো, এ পন্থায় সে সফলতার মুখ দেখবে না। তাই সে হযরত জুরাইজ (র.) কে অপমান করার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো।

এই জঙ্গলে বাস করতো এক রাখাল। তার অবস্থান স্থল থেকে হযরত জুরাইজ (র.) এর ইবাদত খানা খুব বেশী একটা দূরে ছিল না। বুযুর্গের কাছে সুবিধা করতে না পেরে মহিলাটি এবার রাখালের কাছে গেল। এই নির্জন জঙ্গলে একজন সুন্দরী মেয়ে পেয়ে সে অতি সহজেই তার ফাঁদে পা দিল এবং তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হলো। এভাবে পর পর কয়েকদিনের অপকর্মে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ল এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল।

এবার মহিলা তার ষড়যন্ত্রের বাকী অংশ বাস্তবায়নে মনোযোগ দিল। সে প্রকাশ্যে প্রচার করতে লাগলো যে, এ বাচ্চা জুরাইজ নামক ঐ আবেদের যিনি মহা বুযুর্গ উপাধি নিয়ে জঙ্গলে বসবাস করেন। একদিন তার ইবাদত খানার পাশ দিয়ে একাকী যাওয়ার সময় তিনি জোরপূর্বক আমার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হন। এ বাচ্চা হল সে অপকর্মেরই ফসল।

দুষ্ট লোকগুলো তো এতটুকুর অপেক্ষায়ই ছিল। সুতরাং মহিলার মুখ থেকে একথা শোনার সাথে সাথে তারা দলবলসহ হযরত জুরাইজ (র.) এর ইবাদত খানায় এসে চড়াও হলো। তারা বলল, কি হে! তুমি না বড় আবিদ? তুমি না মহা বুযুর্গ আখ্যা পেয়েছ? আবার তুমিই এতবড় জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়েছো? এই কি বুযুর্গের কাজ?

এতটুকু বলে তারা জুরাইজ (র.) এর মুখ থেকে জবাব শুনার অপেক্ষা করল না। শুরু করে দিল অকথ্য নির্যাতন। প্রথমেই তারা ইবাদত খান ট ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। এরপর শুরু হলো কিল ঘুষি আর চ, থাপ্পড়। মারতে মারতে তারা তাকে দুর্বল করে ফেলল। হযরত জুরাইজ (র.) যতই কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, আপনারা থামুন! আমার কথা শুনুন!

www.smfoundationbd.com

কিন্তু কে শুনে কার কথা। তারা তাঁকে মারধর করতেই থাকল। অবশেষে মারতে মারতে সবাই যখন ক্লান্ত হলো, তখন হযরত জুরাইজ (র.) জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কি আমার অপরাধ? কেন আপনারা আমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছেন?

তারা বলল, দরবেশীর লেবেল লাগিয়ে তুমি যে অপকর্ম করেছো, এ হলো তারই শাস্তি। তুমি আমাদের এলাকার এক সুন্দরী মেয়ের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছো। যার ফলে এই মহিলা একটি বাচ্চাও প্রসব করেছে। তোমার সেই কুকর্মের শাস্তি দিতেই আমরা এখানে এসেছি।

হযরত জুরাইজ (র.) বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ! আমি তো আজ পর্যন্ত কোন মহিলার সংস্পর্শে যাই নি। কারো সাথে অপকর্মে লিপ্ত হই নি। এই নির্জন জঙ্গলে কোন মহিলার ছায়াও তো আমি দেখি নি। অথচ আপনারা বলছেন, আমার অপকর্মের ফলে একটি বাচ্চা প্রসব হয়েছে।

লোকজন তাঁর কোন কথাই মানতে রাজি হলো না। তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই আগের কথাই বলতে লাগল।

অবশেষে জুরাইজ (র.) বললেন, আপনারা যে বাচ্চার কথা বলছেন সে এখন কোথায়? দয়া করে তাকে একটু নিয়ে আসুন।

একটু পর বাচ্চা আনা হলো। হযরত জুরাইজ (র.) অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, প্রভু হে! তুমি জান আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আজকের এই কঠিন মুহূর্তে একমাত্র তুমিই পারো আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। আজ যদি সত্য প্রকাশিত না হয় তবে আজীবন আমাকে লাঞ্ছনার বোঝা বইতে হবে। সহ্য করতে হবে চরম অপমান। তাই তুমি মেহেরবানী করে সত্য প্রকাশের ব্যবস্থা করে দাও।

দুআ শেষ করে হযরত জুরাইজ (র.) বাচ্চার কাছে আসলেন। অতঃপর তার পেটের উপর হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, ওহে বাচ্চা! তুমি সত্য করে বলো, তোমার প্রকৃত পিতা কে?

আল্লাহর কি অপূর্ব মহিমা! সাথে সাথে দুধের বাচ্চার যবান খুলে গেল। তার কচি মুখে কথা ফুটল। সে পরিষ্কার ভাষায় বলল, অমুক রাখাল আমার পিতা।

এ বিস্ময়কর ঘটনা দর্শনে হিংসাকারী দলের লোকেরা হযরত জুরাইজের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল এবং অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁর হাতে ও কপালে চুমু খেতে লাগল।

www.smfoundationbd.com

অতঃপর জুরাইজ (র.) এর প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে তারা তার ইবাদত খানাটিকে স্বর্ণ দিয়ে নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা বিনয়ের সাথে বলল, হযরত! অনুমতি হলে আমরা আপনার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে পুনরায় নির্মাণ করে দিতে চাই।

জুরাইজ (র.) বললেন, তা দরকার নেই। আগে যেমন ছিল তেমনই বানিয়ে দিন। আমার নিকট মাটির ঘরই অধিক পছন্দনীয়। লোকজন তার কথা মতো ঘরখানা আগের মতোই বানিয়ে দিল।

সম্মানিত পাঠকবর্গ! বর্ণিত ঘটনা থেকে আমরা দুটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। একটি হলো, পিতা-মাতার বদদোয়া বিফলে যায় না। এমন কি কোন আবেদ বুযুর্গও এ থেকে রেহাই পান না। এজন্য বদদোয়া করার মতো কোন পরিস্থিত যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। অর্থাৎ তাদের খেদমত ও সেবাযত্ন করে এবং তাদের কথামত চলে নিজেদের প্রতি তাদের মনোভাব সর্বদাই ইতিবাচক রাখা প্রয়োজন।

আর শিক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- অপরাধীরা সাময়িকভাবে সুবিধা লাভ ও আনন্দ উপভোগ করলেও শেষ পর্যন্ত তারাই অপমানিত হয়। পক্ষান্তরে নির্দোষ লোকেরা চক্রান্তের কারণে সাময়িক ক্ষতির শিকার হলেও পরিশেষে তারাই হয় বিজয়ী ও সম্মানিত।*

স্মরণীয় বাণী

অতিরিক্ত আহার করো না। এতে আশা বিনষ্ট হয়। শরীর অসুস্থ হয় এবং ইবাদতের আগ্রহ দূর হয়ে যায়। -হযরত ওমর ফারুক (রা.)

* সূত্র ঃ বুখারী, মুসলিম (২য় খন্ড), বেহেশতী জেওর ৮ঃ৩৬

www.smfoundationbd.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?

[আকাবির শব্দটি আরবী "আকবার" শব্দের বহুবচন। 'আকবার' মানে অধিক বড়, শ্রেষ্ঠতর ইত্যাদি। সুতরাং আকাবিরে দেওবন্দ বলতে ঐতিহাসিক বিশ্ব বিশ্রুত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট মনীষীদেরকেই বুঝায়। অন্য কথায়, দারুল উলূম দেওবন্দ যাদের চিন্তার ফসল, এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যারা ছিলেন প্রাণ পুরুষ এবং এখান থেকে যেসব সেবক ও সংস্কারক জন্ম নিয়েছেন তাঁদের সবাই হলেন আকাবিরে দেওবন্দ। চলমান অধ্যায়ে তাঁদের জীবনী নয় বরং জীবনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হবে যদ্বারা শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে পাঠকদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন অনুরূপ জীবন গঠনে সচেষ্ট হতে পারি- মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনাই করি। -লেখক]

১

মেহমানের খেদমত

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) এবং মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রা.) এর ন্যায় বড় বড় মনীষীগণ ছিলেন তাঁরই ছাত্র। তিনি একাধারে দুই মহামানব হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (র.) এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী (র.) এর খলীফা ছিলেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) এর স্নেহ ও সাহচর্য এবং মাওলানা গঙ্গোহী (র.) এর বিশেষ দৃষ্টি তাঁকে আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। নিম্নে সেই মহামনীষীর একখানা ছোট্ট ঘটনা দিয়েই শুরু করছি হৃদয় গলে সিরিজ-১১ এর দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাওলানা মাহমুদ রামপুরী (র.) বলেন, একদিন আমি এবং আমার এলাকার এক হিন্দু ভদ্রলোক দেওবন্দ গেলাম। সেখানে আমাদের বিশেষ একটি কাজ ছিল। কাজ শেষে আমি হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) এর মেহমান হলাম। আর হিন্দু ভদ্রলোক তার ভাইয়ের বাসায় চলে গেল। সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে কিছুক্ষণ পর সে আমার কাছে এসে বলল, আমিও এখানেই থাকব।

www.smfoundationbd.com

রাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। হিন্দু ভদ্রলোকের জন্য একটি আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা দুজন এক রুমেই ছিলাম। হিন্দু লোকটি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। কিন্তু আমার চোখে তখনো ঘুম আসে নি। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) ধীরপদে আমাদের রুমে প্রবেশ করলেন। মনে মনে ভাবলাম, যদি কোন কষ্টকর কাজ আরম্ভ করেন, তাহলে উঠে সহযোগিতা করবো। অন্যথায় নিজের জেগে থাকার কথা হযরতের নিকট প্রকাশ করে অহেতুক তাকে পেরেশান করার অর্থ নেই।

শাইখুল হিন্দ (র.) আস্তে আস্তে হিন্দু ভদ্রলোকের পায়ের কাছে গিয়ে প্রথমে তার বিছানায় বসে পড়লেন তারপর তার পা টিপতে লাগলেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে আমি বিস্মিত হলাম। মনে মনে বললাম, আমি সজাগ থাকতে হযরত কষ্ট করবেন এ তো হয় না। তাই আমি শোয়া থেকে উঠে হযরতের কাছে গিয়ে বললাম, হযরত! আপনি কষ্ট করবেন না। আমিই পা টিপে দিচ্ছি। শাইখুল হিন্দ (র.) বললেন, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। এ আমার মেহমান। আর মেহমানের খেদমত আমাকেই করতে দাও। হযরতের কথা শুনে বাধ্য হয়ে চুপ থাকলাম। কিছুই করা বা বলার সাহস হলো না। আর তিনি হিন্দু মেহমানের খেদমত করে যেতে লাগলেন।

সূত্র ঃ আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ২৮৫, আমরা যাদের উত্তর সূরী পৃঃ ৬৭

২

মানব সেবার নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) ছিলেন শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) এর ছাত্র। তিনি একাধারে সুদীর্ঘ আঠার বছর হেরমে নববীতে হাদীসের দরস প্রদানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাছাড়া জীবনের শেষ ত্রিশ বছর (১২৩৭-১৩৬৭ হিঃ পর্যন্ত) দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীসের পদ তিনিই অলংকৃত করে রাখেন। নিম্নে তাঁরই একটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

মাওলানা জলীল সাহেব ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক। একদা তিনি নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) এর বাড়িতে একদিন বেশ কয়েকজন মেহমানের আগমন ঘটে। বাড়িতে মেহমানদের ব্যবহারযোগ্য বাথরুম ছিল মাত্র একটি। বাথরুমের ময়লাগুলো মটকার ন্যায় একটি পাত্রে জমা হতো। যা লোকসংখ্যার আধিক্যের কারণে একদিনেই সম্পূর্ণ ভরে যেত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, ভোরে উঠে দেখা যেত মটকা একদম খালি। ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার। একদিনও এর ব্যতিক্রম হতো না। এতে আমার

www.smfoundationbd.com

মনে কৌতূহল জাগল। মনে মনে ভাবলাম, কে এই মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়, তা আমাকে যে কোন উপায়ে দেখতে হবে। তাই একদিন সারারাত জাগ্রত রইলাম। একটুও ঘুমালাম না। রাত যখন গভীর হলো, তখন দেখলাম শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী (র.) একটি টুকরী নিয়ে বাথরুমের নিকট এলেন। তারপর ময়লাগুলো টুকরীতে ভরে মাথায় করে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত বললেন, আপনার কাছে অনুরোধ, এ কথা কারো নিকট বলবেন না।

সূত্র ঃ আমরা যাদের উত্তরসূরী পৃঃ ১০৭

৩

ছাত্রদের কদর

ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা। তার সম্পর্কে হযরত হাজী সাহেবের একটি বাণী প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যদি জিজ্ঞেস করেন, হে ইমদাদুল্লাহ! কী নিয়ে এসেছো? তখন আমি মৌলভী রশীদ আহমদ ও মৌলভী কাসেম সাহেবকে পেশ করে বলব, এ দুজন নিয়ে এসেছি। অন্যত্র তিনি বলেছেন, মৌলভী রশীদ আহমদ ও আমার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমার নিকট লোকদের ভীড় জমানোর কোন প্রয়োজন নেই। আলোচ্য ঘটনাটি সেই মহান বুযুর্গকে কেন্দ্র করেই।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) একদিন মসজিদের ভাউন্ডারীর ভিতর ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। ছাত্ররা তখন কিতাব ভিজে যাওয়ার আশংকায় তাড়াতাড়ি করে নিজেদের জুতা ফেলে রেখেই দৌড়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল। এদিকে হযরত গঙ্গোহী (র.) নিজের রুমাল বিছিয়ে ছাত্রদের সবকয়টি জুতা একত্রিত করে বেঁধে নিলেন। তারপর তা কাঁধে উঠিয়ে কামরায় নিয়ে আসলেন। উস্তাদের এই কান্ড দেখে ছাত্ররা হতবাক হয়ে গেল। তারা লজ্জিত হয়ে বলল, হুজুর! আপনি একি কাজ করলেন! জুতাগুলো তো আমরাই নিয়ে আসতে পারতাম। আপনি কেন এই কষ্ট করতে গেলেন?

হযরত গঙ্গোহী (র.) বললেন, যারা "কালাল্লাহ" আর "কালার রাসূল" পড়ে অর্থাৎ সর্বদা কুরআন ও হাদীস অধ্যায়নে লিপ্ত থাকে রশীদ আহমদের মতো লোক তাদের জুতা উঠাবে না তো কার জুতা উঠাবে?

সূত্র ঃ আদর্শ ছাত্র পৃঃ ১৮৬, আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ২২৭

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

৪

পরহেযগারীর অনুপম উদাহরণ

মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (র.) ছিলেন মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসকুলের শিরোমণি। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ। বুখারী ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহা দুই হাদীস গ্রন্থের টীকা লিখক হলেন তিনিই। বক্ষমান আলোচনায় তাঁরই পরহেযগারীর ছোট্ট একটি ঘটনা স্থান পাচ্ছে।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র.) প্রায়ই কলকাতায় তাশরীফ নিতেন। উদ্দেশ্য হতো, মাদরাসার পুরাতন ইমারতের জন্য চাঁদা আদায় করা। অধিকাংশ সময় কলকাতায় অবস্থান করার কারণে সেখানকার অধিবাসীদের সাথে তাঁর গড়ে উঠেছিল হৃদয়ের এক গভীর সম্পর্ক।

মাওলানার অভ্যাস ছিল যখনই তিনি সফর থেকে মাদরাসায় ফিরে আসতেন তখনই যাতায়াত খরচের বিস্তারিত তালিকা মাদরাসার দফতরে জমা দিতেন। শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) বলেন, তার দেওয়া যাতায়াত খরচের কোন একটি তালিকা আমিও দেখেছিলাম। এর এক জায়গায় লেখা ছিল-

"কলকাতার অমুক স্থানে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করি। সেখানে যদিও প্রচুর পরিমানে চাঁদা পাওয়া গেছে, কিন্তু আমার সফরের উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করা। তাই সেখানে যাতায়াতের ভাড়া বাবদ এত টাকা হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে।

সূত্র ঃ আপ বীতি ১ঃ২৭/২ঃ১৭০, ফুয়ুজে আকাবির, পৃঃ ১৪

৫

উস্তাদের খেদমত

মাল্টার বন্দী জীবনে শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) এর সাথে ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র শাইখুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (র.)। সেখানে হযরত শাইখুল ইসলাম (র.) তাঁর স্বীয় উস্তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও খেদমতের যে অপূর্ব নজীর স্থাপন করেছিলেন তা সত্যিই স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) কে গ্রেফতার করে যখন মাল্টার বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয় তখন ছিল শীতকাল। প্রচন্ড শীতে হাড় কাঁপুনি শুরু হতো। হাতের কাছে পানি গরম করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে ঠান্ডা পানি দিয়েই তাহাজ্জুদের সময় অজু করতে হতো। এতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

www.smfoundationbd.com

উস্তাদের কষ্ট দেখে হযরত মাদানী (র.) গভীর মর্মাহত হন। কিভাবে এ কষ্ট দূর করা যায় এজন্য তিনি চিন্তা ফিকির করতে থাকেন। আগুন জ্বালিয়ে সামান্য পানি গরম করার জন্য চেষ্টা তদবীর চালাতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারলেন না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে তিনি উস্তাদের এই কষ্ট লাঘবের জন্য এক অভিনব পদ্ধতি বের করলেন। পদ্ধতিটি হলো-

তিনি প্রতিদিন রাত্রে এক বদনা পানি কোলে রেখে বসে থাকতেন। আর একখানা চাদর দ্বারা ঢেকে নিতেন গোটা দেহ। এতে শেষ রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বদনার পানিটুকু কিছুটা গরম হতো। তাহাজ্জুদের সময় যখন হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) উঠতেন তখন তিনি অজু করার জন্য এই পানিটুকু এগিয়ে দিতেন। এভাবে একদিন দুদিন নয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি এই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন হযরত মাদানী (র.) নিজের অসতর্কতায় ঘুমিয়ে পড়লেন। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পানির শীতলতা দূর করতে পারেন নি। ফলে নিরুপায় হয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) কে অজুর জন্য ঠান্ডা পানি দিতে হলো।

অজু করার সময় হযরত শাইখুল হিন্দ (র.) দেখতে পেলেন আজকের পানি প্রচন্ড ঠান্ডা। তাই তিনি আপন ছাত্র মাদানী (র.) কে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? প্রতিদিন যে স্থান থেকে অজুর পানি দিতে আজ কি সেখান থেকে পানি আন নি?

জবাবে হযরত মাদানী (র.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, হযরত! আমাকে ক্ষমা করুন। অলসতার কারণে আজ আমি পানি উঠিয়ে রাখতে পারি নি। এবার শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী (র.) বুঝতে পারলেন তার প্রিয় ছাত্র কিভাবে তাকে প্রতি রাতে গরম পানি সরবরাহ করেছে।

সূত্র ঃ পড়াশুনা ও মোতালাআ আকাবিরদের একাগ্রতা, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫

৬

অপূর্ব আদব

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র.) হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। ছোট কাল থেকেই হাজী সাহেব (র.) এর সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা ছিল। একদিন হাজী সাহেব (র.) একটি লেখা লিখে মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) এর হাতে দিয়ে বললেন, এর একটি অনুলিপি তৈরী করে দাও।

নানুতুবী (র.) অনুলিপি তৈরী করার সময় দেখলেন, মূল কপিতে একটি বানান ভুল আছে যা হাজী সাহেব (র.) এর অজ্ঞাতসারে হয়ে গিয়েছিল। নানুতবী (র.) নিজে ঐ ভুলটি সংশোধন করলেন না। বরং ভুল শব্দটির জন্য একটু জায়গা খালি

www.smfoundationbd.com

রেখে দিলেন। পরে এক সময় হাজী সাহেব (র.) এর খেদমতে হাজির হয়ে অত্যন্ত নম্রতার সাথে বললেন, হযরত! এ শব্দটি আমার ভাল করে বুঝে আসছে না। যদি মেহেরবানী করে একবার বলে দিতেন তবে খুবই ভাল হতো। একথা শুনে হযরত হাজী সাহেব (র.) খুব ভাল করেই বুঝলেন যে, মাওলানা কাসেম (র.) সীমাহীন আদব ও শিষ্টাচারিতার জন্যই নিজ হাতে ভুল বানানটি শুদ্ধ না করে আমার নিকট নিয়ে এসেছে। এমন নয় যে, ভুল শব্দটির পরিবর্তে শুদ্ধ শব্দ কোনটি হবে তা তিনি বুঝতেই পারে নি।

যা হোক এরপর হাজী সাহেব (র.) নিজ হাতে ভুল শব্দটি কেটে তথায় একটি শুদ্ধ শব্দ বসিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, আমার বানানটি ভুল ছিল।

এ ঘটনা হযরত হাজী সাহেব (র.) প্রায়ই উল্লেখ করে মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) এর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। বলতেন, সুবহানাল্লাহ! মাওলানা কাসেম নানুতবী বড়দের আদব, সম্মান ও মর্যাদার প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখেন। এত বড় বিজ্ঞ আলেম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার ভুলটি নিজ হাতে সংশোধন করেননি। বরং আমাকে দেখানোর পর আমি নিজেই তা সংশোধন করি।

আলোচ্য ঘটনায় একটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয়, তা হলো হযরত নানুতবী (র.) হাজী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের শিকার হন নি যে, পীর সাহেবের ভুলটাকে ভুলই মনে করেন নি। আবার বেয়াদবীও করেন নি যে, পীর সাহেবকে জানিয়ে দিলেন আপনার লেখায় একটা ভুল ছিল, আমি শুদ্ধ করে দিয়েছি। বরং তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বড়ই আদবের সাথে কৌশলে শায়েখকে বিষয়টি অবহিত করলেন। শায়েখ নিজে তা সংশোধন করে দিলে তিনি অনুলিপিতে সঠিক শব্দটি লিখলেন।

সূত্র ঃ পছন্দিদাহ ওয়াকিয়াত।

৭

স্মরণ শক্তির প্রখরতা

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) কে আল্লাহপাক যে স্মরণ শক্তি দান করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তার সহচর ও আপনজনরা তাঁকে ভ্রাম্যমান কুতুবখানা বলে অভিহিত করতেন। দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (র.) ছিলেন তাঁরই ছাত্র। একদিন তিনি আপন উস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (র.) এর স্মরণ শক্তির প্রখরতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন-

www.smfoundationbd.com

একদিন কোন একটি গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আবুল হাসান কাযযাবের জীবনী জানা আমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তাঁর জীবনী ও ইতিহাস সংক্রান্ত কোন কিতাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত কাশিরী (র.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার সাথে অনেক কথাবার্তা বললেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি আমার সমস্যার কথা তাকে জানালে তিনি বললেন, আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করুন। এভাবে বলতে বলতে আট দশটি গ্রন্থের নাম বললেন।

আমি বললাম, হযরত! এত কিতাবের নামও মনে রাখা আমার জন্য কষ্ট হবে। তাছাড়া বর্তমানে কাজের চাপ খুব বেশী। ফলে সামান্য দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্য এত কিতাব পড়ার সময়ও করে উঠতে পারবো না। অনুগ্রহ করে আপনি তার মিথ্যা বলার অভ্যাস সম্পর্কিত দু/চারটি কথা বলে দিন। আমি এগুলোকেই আপনার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে দিবো।

আমার কথা শুনে হযরত একটু মুচকি হাসলেন। তারপর আবুল হাসান কাযযাব তথা কুখ্যাত মিথ্যাবাদীর ইতিহাস, তার জন্ম তারিখ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেন, যার মধ্যে তার মিথ্যা বলার বিস্ময়কর অনেক কাহিনী বয়ান করলেন। পরিশেষে তিনি উক্ত মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করে বললেন, এই ব্যক্তি মউতের সময়ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

আশ্চর্যের কথা হলো, হযরত শাহ সাহেব (র.) দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত ঘটনা সমূহ এমনভাবে বয়ান করছিলেন যেন তিনি এইমাত্র আবুল হাসান কাযযাবের জীবনেতিহাস পুঙ্খানুভাবে অধ্যয়ন করে এসেছেন এবং আজই এর উপর তার কোন বয়ান বা বিতর্ক প্রতিযোগিতা রয়েছে। সুতরাং আমি অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনি সম্ভবতঃ ২/১ দিনের মধ্যে আবুল হাসান কাযযাবের ইতিহাস খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন।

তিনি আমার কথায় আবারো একটু হাসলেন। তারপর বিনয়ের স্বরে বললেন, তৈয়্যব! আসল কথা হলো, আজ থেকে ৪০ বছর আগে আমি মিশর গিয়েছিলাম। একদিন আমি সেখানকার এক বিশাল কুতুবখানায় প্রবেশ করি। হঠাৎ দেখি, আবুল হাসান কাযযাবের জীবনী সংক্রান্ত একটি বই টেবিলে পড়ে আছে। আমি বইটি হাতে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নযর বুলাতে থাকি। সেদিন তাতে যা দেখেছিলাম, তোমার প্রশ্নের উত্তরে সেগুলোই তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।

সূত্র ঃ হায়াতে আনোয়ার, পৃষ্ঠা- ২২৫, আমরা যাদের উত্তরসূরী, পৃষ্ঠা-৭৮

www.smfoundationbd.com

৮

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা

তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ পুরুষ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ কান্দলভী (র.) ছিলেন শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) এর চাচা। হযরত শাইখুল হাদীস (র.) বলেন, আমার চাচাজান কখনো ছয় মাস কখনো আট মাস পর পর বাড়ি যেতেন। কোন কোন সময় খুব অল্প সময় বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু সময় যত অল্পই হউক না কেন, একটি নিয়ম তিনি বরাবরই পালন করতেন। এর ব্যতিক্রম কখনোই হতো না। নিয়মটি হলো বাড়িতে যাওয়ার পর সকল আত্মীয়ের বাসায় ২/৪ মিনিটের জন্য হলেও যেতেন। এ কাজ না করে কোন সময় ফিরতেন না।

চাচাজান বলেন, একবার আমি আট মাস পর বাড়িতে গিয়েছি। পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী এক এক করে সকল আত্মীয়ের ঘরেই গেলাম। সাথে ছিলেন আমার এক ভাই। তিনি আমার বয়সে বড়। নাম মাহমুদ। ঘুরতে ঘুরতে আমরা এমন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম যিনি সামান্য কারণে আমাকে ভুল বুঝে, আমার প্রতি খুবই রাগান্বিত ছিলেন। আমরা তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালাম। কিন্তু তিনি না সালামের জবাব দিলেন, না মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। উপরন্তু আমাদের দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ অপমানকর দৃশ্য দেখে আমার সাথে আগত মাহমুদ ভাইয়ের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি রাগে কাঁপতে লাগলেন। আমি একটি মোড়া টেনে তার কাছে দু মিনিট বসে চলে এলাম। মাহমুদ ভাই প্রচন্ড রাগ করলেও অতি কষ্টে রাগ সংবরণ করলেন। তাকে কিছুই বললেন না। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু দূরে গিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন, নির্লজ্জ! বেহায়া! এরপরেও কি তুমি তার এখানে আসবে? আমি বললাম, অবশ্যই আসবো। তিনি যা করেছেন তা তার কর্ম। আর আমি যা করবো সেটা আমার কাজ। হাদীস শরীফে আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে, যে তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে আমাকে তো তার নিকট বারবার আসতে হবে। যদিও প্রতিবারই তিনি আমার সাথে অসদাচরণ করেন, আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

চাচাজান আরো বলেন, আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ এই যে, যার সাথেই প্রথম প্রথম আমার লড়াই হয়েছে, ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, তার সাথে শেষ পর্যন্ত এমন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা খুব কমই দেখা যায়। আমার এ আত্মীয়, যিনি আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাতেও রাযী ছিলেন না, শেষ জীবনে তার দাবি ছিল, আমি তোমার নিকট মুরীদ হবো, তোমার কাছে থেকেই মরবো। অথচ বয়সে তিনি

www.smfoundationbd.com

আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। মোট কথা, তার সাথে আমার সম্পর্ক ও মহব্বত শেষ পর্যায়ে এতটাই বৃদ্ধি পেল, যার কোন সীমারেখা নেই।

পাঠক বন্ধুগণ! আসুন না, আমরাও আজ থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা চালাই। হাদীসের উপর আমল করি। কামেল মুমিনের পরিচয় দেই। অন্যান্য আত্মীয়রা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলেও যে কোন মূল্যে, যে কোন কৌশলে মৃত্যু পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টা করি। ঘরের লোকদেরকেও এ ব্যাপারে শিক্ষা দেই। সতর্ক করি।

সূত্র ঃ নূরানী কাফেলা, পৃঃ ৯২

৯

দ্বীনদারীর নমুনা

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) বলেন, আমার দাদীজানের নানা হযরত মাওলানা মুজাফফর হোসাইন কান্দলবী সাহেব (র.) কে ভারত পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষ চিনে ও জানে। তিনি দিল্লীতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে হোটেল থেকে খাবার ক্রয় করে খেতেন। কিন্তু কখনোই তিনি হোটেলের তরকারী কিনতেন না। শুধু রুটি কিনে খেতেন। এর কারণ হলো, দিল্লীর হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেসব তরকারী পাকানো হতো সেগুলোতে আমচুর দেওয়া হতো। এমনকি যে কোন তরকারীতে আমচুর দেওয়া তাদের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। অথচ যেসব আম থেকে আমচুর তৈরী করা হতো, সেগুলো পরিপক্ক ও খাবার উপযোগী হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করা হতো। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ না জায়েজ। মোটকথা শরীয়ত বিবর্জিত পন্থায় তরকারী রান্না হতো বলে তিনি কেবল রুটি খেয়েই থাকতেন। সালুন ব্যবহার করতেন না। এই কঠোর সংযম অবলম্বন করার কারণে হযরতের উদরে কোন সন্দেহজনক খাদ্য সহ্য হতো না। ভুল বশত কখনো খেয়ে ফেললে সাথে সাথে বমি হয়ে যেত।

সুবহানাল্লাহ! তাকওয়া পরহেযগারী আর দ্বীনদারীর কি উত্তম নমুনা! হোটেলের খাবার খাওয়ার সময়ও তারা যাচাই বাছাই করে খেতেন। সব সময় এ ভয় রাখতেন, না জানি পেটের মধ্যে কোন হারাম বা সন্দেহযুক্ত খাবার ঢুকে পড়ে।

সূত্র ঃ আপ বীতী ১৯৩৭, ফুযুযে আকাবির (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা- ২৩

www.smfoundationbd.com

১০

বেনজীর ইনসাফ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) দুটি বিবাহ করেছিলেন। তিনি বিবিদের প্রতি ইনসাফের ক্ষেত্রে এতটাই খেয়াল রাখতেন যে, নিজের কাপড় চোপড়ও বাড়িতে না রেখে খানকায় রাখতেন। এ ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, যদি কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছেদ এক বিবির ঘরে রাখি তবে অপর বিবি হয়তো একথা ভেবে মনে মনে কষ্ট পাবে যে, তার সাথে বেশী মহব্বত ও ভালবাসা আছে, আমার সাথে তুলনামূলক মহব্বত কম। এমনকি যদি দুটি তরমুজ কিনে আনতেন তাহলে উভয়টি সমানভাবে কেটে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে দু তরমুজের দুটি টুকরা পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন কেউ বলল, হযরত দুজনের ঘরে দুটি তরমুজ পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। প্রত্যেকটি কেটে দু টুকরা করে পাঠানোর কি প্রয়োজন?

থানভী (র.) জবাবে বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ একে তো দুটি তরমুজ একেবারে সমান পাওয়া যায় না। সামান্য হলেও বেশ কম থাকে। তাছাড়া উভয় তরমুজের মাঝে মিষ্টিরও তারতম্য হতে পারে। বরং হওয়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমি যে পদ্ধতিতে দিচ্ছি সে পদ্ধতিতেই ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো, হযরত থানভী (র.) এর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার নমুনা। শুধু তাই নয় হযরত থানভী (র.) স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করার জন্য তিনি তার খানকায়ে একটি দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে ছিলেন। আর তিনি নিজেই এর নাম দিয়েছিলেন মিজানে আদল বা ন্যায়ের পাল্লা। প্রকৃত পক্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে তাঁরা তাকওয়া, পরহেজগারী ও দীনদারীর অপূর্ব নজির স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই কামীয়াবী আর সফলতা চতুর্দিক থেকে তাঁদের ঘিরে ধরেছিল। বাধ্য হয়েছিল পদচুম্বন করতে। হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির নিকট দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার না করে, কিয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন হয়ে উঠবে। (তিরমিযি, আবু দাউদ, মিশকাত ২ঃ২৭৯)

সূত্র ঃ নূরানী কাফেলা, পৃষ্ঠা- ৮১

www.smfoundationbd.com

১১

মাদরাসার আসবাবপত্র ব্যবহারে সতর্কতা

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) তার আত্মজীবনীতে লিখেন, একদা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এমন সময় তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি আগমন করলেন। তাকে দেখে হযরত সাহারানপুরী (র.) সবক বন্ধ করলেন না। বরং পূর্বের মতোই সবক চালিয়ে গেলেন। এক সময় ঘন্টা শেষ হলে তিনি আগুন্তুকের নিকট তাশরীফ আনলেন।

আগন্তুক হযরতকে দেখে প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর বললেন, হযরত! আপনার সাথে কিছু কথা আছে। চলুন এখানে বসেই আমরা আলাপটা শেষ করে নেই। হযরত তাতে সায় দিলেন না। এতে লোকটি আবারো বিনয়ের সাথে পূর্বের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু হযরত এবারও রাজি হলেন না। লোকটি ছিল নাছোড়বান্দা। তাই তিনি এখানে বসেই আলাপ সেরে নেয়ার জন্য বারবার হযরতকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত সাহারানপুরী (র.) আসল কথাটি খুলে বলতে বাধ্য হলেন। বললেন, ভাই! মাদরাসার এই গালিচা শুধু পাঠ দান করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নয়। আর আপনার আমার আলোচনা যেহেতু একান্তই ব্যক্তিগত; মাদরাসার স্বার্থের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, তাই এই গালিচায় বসে ব্যক্তিগত আলাপ করতে পারি না। এ বলে তিনি গালিচা থেকে সরে গিয়ে পৃথক এক স্থানে বসে পড়লেন এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে মেহমানকে বিদায় দিলেন।

হযরত সাহারানপুরী (র.) সম্পর্কে হযরত যাকারিয়া (র.) আরো বলেন, আমি সর্বদা একটা জিনিস খুব খেয়াল করতাম। আমি দেখতাম, হযরত সাহারানপুরী (র.) সবসময় কেবল তাঁর নিজস্ব ঐ দুটি চৌকিতেই বসতেন যেগুলো মাদরাসার অফিসে রাখা ছিল। তাঁকে কখনোই মাদরাসার কোন আসবাবপত্র ব্যবহার করতে দেখি নি।

সূত্র ঃ আপ বীতী ১ঃ২৯, ফুয়ুজে আকাবির ১ঃ১৫-৭

১২

আগুনের তাপ ও উহার মূল্য

স্বনামধন্য আলেম খ্যাতনামা বুযুর্গ হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (র.) ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র.) এর সম্মানিত পিতা। তাছাড়া কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) এর সুযোগ্য ছাত্রও ছিলেন তিনি। হযরত শাইখুল হাদীস (র.) স্বীয় পিতার দ্বীনদারী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আব্বাজান ইয়াহইয়া (র.) এর সময়ে

www.smfoundationbd.com

মাদরাসার প্রচলিত বোর্ডিং ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি তিনি যে মাদরাসায় ছিলেন উহার আশে পাশে কোন হোটেল রেস্তোরাঁও ছিল না। শুধু অনেক দূরে জামে মসজিদের নিকট ইসমাঈল বাবুর্চির একট হোটেল ছিল। সেখান থেকেই আব্বাজানের জন্য খানা আসতো। গরমের দিনে তো তেমন একটা সমস্যা হতো না। কিন্তু শীতকালে, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে মাদরাসা পর্যন্ত খানা পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে ঠান্ডা হয়ে যেতো। তাই খাওয়ার পূর্বে তরকারীর বাটিখানা মাদরাসার চুলার সামনে রেখে দিতেন। এতে আগুনের উত্তাপে অল্প সময়ের মধ্যেই তরকারী গরম হয়ে যেত। এতদসত্ত্বেও যেহেতু তিনি মাদরাসার আগুন দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তাই প্রতি মাসে দু'তিন টাকা মাদরাসা ফান্ডে জমা দিয়ে দিতেন। অথচ আব্বাজান সাত বৎসর উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু কোন সময় একটি টাকাও বেতন গ্রহণ করেন নি।

সূত্র ঃ আপ বীতী ১ঃ৩০

১৩

কার্পেট যখন বিছানা

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী (র.) এর অভ্যাস ছিল, ছাত্র জীবনের বিভিন্ন উপদেশমূলক ঘটনা বেশী বেশী করে ছাত্রদের শোনানো। যাতে ছাত্ররা আমল-আখলাক ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়। সৃষ্টি হয় দ্বীনের জন্য যে কোন ধরণের কুরবানী দেওয়ার জযবা।

একদিন তিনি এক ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তখন ছিল শীতকাল। কনকনে শীত। সর্বত্রই প্রচন্ড ঠান্ডা। কিন্তু এ ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ বলতে আমার নিকট কিছুই ছিল না।

আমার গাইরত বা আত্মমর্যাদা বোধ ছিল অনেক বেশী। ফলে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারতাম না। আত্মমর্যাদা বোধ সর্বদাই অন্যের নিকট কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। তাই এই সীমাহীন কষ্টে নিপতিত হয়েও বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো কাছে সাহায্যের আবেদন করলাম না। সর্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, কেউ আমার অবস্থা না জানুক। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের দরজা খোলা থাকত, ততক্ষণ পর্যন্ত আগুন পোহানোর বাহানায় চুলার সামনে বসে থাকতাম। যখন মসজিদ থেকে সবাই চলে যেতো, তখন প্রথমে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিতাম। তারপর কার্পেটের উপর শুয়ে উহার এক প্রান্ত গায়ে জড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অপর প্রান্তে চলে যেতাম। ফলে এর দ্বারা একদিকে যেমন বিছানার কাজ চলত তেমনি অন্য দিকে শীতের প্রচন্ডতা থেকেও কিছুটা বাঁচতে পারতাম।

www.smfoundationbd.com

অবশ্য তখনো পা ও মাথার দিকে ঠান্ডা বাতাস লাগতো। কেননা নামাযের কার্পেট হওয়ার কারণে উহা দ্বারা পা ও মাথা ঢাকত না। তাহাজ্জুদের সময় হলে পূর্বের ন্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে করতে অপর কোণে পৌছে যেতাম। ফলে কার্পেটটি আগের মতোই বিছানো হয়ে যেতো।

সূত্র ঃ আপ বীতী ১ঃ৩০

১৪

হাদীসের মর্যাদা

মর্যাদার দিক থেকে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। কুরআন শরীফ অজু ব্যতীত ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। এটা শরীয়তের বিধান, ইসলামী আইন। কেউ এই বিধানের ব্যতিক্রম করলে গোনাহগার হবে। পাপের ভাগী হবে। কিন্তু হাদীসের কিতাব যদিও অজু ছাড়া পাঠ করা যায়, ধরা ছোঁয়া যায় এবং এতে কোন গুনাহও হবে না তথাপি আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁরা অজুর সাথে হাদীসের কিতাবাদি ধরতেন, পাঠ করতেন। আসল কথা হলো, তাঁরা ছিলেন এমন কতগুলো ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা সচরাচর অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। আর এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ পাক তাদের দ্বারা দ্বীনের এমন খেদমত নিয়েছেন যা সত্যিই বিরল ও বিস্ময়কর।

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) বলেন, হাসান আহমাদ নামে আমার এক সহপাঠি ছিল। দাওরায়ে হাদীসের সবক পড়া কালে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দুটি বিষয় মেনে চলতাম। (১) কোন হাদীস যেন উস্তাদের সামনে পড়া থেকে বাদ না পড়ে। (২) কোন হাদীসই যেন অজু ছাড়া না পড়ি।

উল্লেখিত বিষয় দুটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা পরস্পর চুক্তি করে নিয়েছিলাম যে, যদি কারো অজু ছুটে যায় তাহলে সে অপর সাথীকে কনুই দিয়ে হালকাভাবে ধাক্কা মেরে অজু করতে চলে যাবে। আর অপর জন সাথে সাথে কোন প্রশ্ন করে মুহতারাম উস্তাদকে সেখানেই থামিয়ে রাখবে। অবশ্য দুই তিন মাসের মধ্যে ২/১ বারের বেশী এরূপ করার প্রয়োজন পড়তো না।

দাওরার এক কিতাবের সবক ছিল আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (র.) এর নিকট। একদিন আমার সাথী মাওলানা হাসান আহমদ সাহেবের অজু ছুটে গেলে চুক্তি মোতাবেক তিনি আমাকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। সাথে সাথে আমি আব্বাজানের নিকট কোনরূপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই প্রশ্ন করলাম যে, আব্বাজান! এ বিষয়টি ফাতহুল কাদীর কিতাবে তো এমন লিখেছে।

www.smfoundationbd.com

আমাদের অবস্থা দেখে আব্বাজান ইতোপূর্বেই ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কেন আমরা এরূপ করি। তাই তিনি সেদিন আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, তোমার ফাতহুল কাদীরের সাথে আমি ঝগড়া করতে পারবো না। তবে হাসান আহমদ ফিরে আসতে আসতে তোমাকে একটি কাহিনী শুনাচ্ছি। এ বলে আব্বাজান আমাকে একটি কাহিনী শুনালেন, ইত্যবসরে আমার সাথীও অজু করে ফিরে আসলো।

সূত্র ঃ নূরানী কাফেলা, পৃষ্ঠা- ৯৪, আপ বীতী

১৫

বৃদ্ধের বোঝা

হযরত মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্দলভী (র.) এর একটি ঘটনা ইতোপূর্বে আমরা শুনেছি। এবার তাঁরই আরেকটি ছোট্ট ঘটনা আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি।

একদিন হযরত মোজাফফর হোসাইন কান্ধলভী (র.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধের সাথে তার সাক্ষাত হলো। বৃদ্ধের মাথায় ছিল এক বিরাট বোঝা। বোঝাটি ভারী হওয়ায় তাঁর পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। হযরত কান্দলভী (র.) বৃদ্ধের কষ্ট দেখে নিজের মধ্যে গভীর কষ্ট অনুভব করলেন। তাই তিনি দেরি না করে বৃদ্ধের কাছ থেকে বোঝাটি নিয়ে নিজের মাথায় উঠিয়ে হাঁটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ হাঁটার পর তারা গন্তব্যে পৌঁছলেন।

ফিরার সময় বৃদ্ধ লোকটি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়ি কোথায়? হযরত বললেন, ভাই আমি কান্দালার বাসিন্দা।

কান্দালার নাম শুনে বৃদ্ধ লোকটি সাথে সাথে বলে উঠলো, কান্দালায় তো মাওলানা মুযাফফর হোসাইন নামে একজন বড় আলেম আছেন। তিনি একজন আল্লাহর ওলী এতে কোন সন্দেহ নেই। তার মতো খাঁটি লোক দুনিয়াতে খুব কমই আছে। এভাবে বলতে বলতে বৃদ্ধ লোকটি মাওলানার অনেক প্রশংসামূলক কথা বললেন। বৃদ্ধের কথা শেষ হলে মাওলানা মুযাফফর হোসাইন কান্দলভী (র.) বললেন, তার মধ্যে তেমন কোন যোগ্যতা তো নেই, তবে হ্যাঁ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

একথা শুনে বৃদ্ধ কিছুটা নারায হয়ে বলল, মিয়া! এতবড় একজন বুযুর্গ ও কামেল ওলী সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলছো? কান্দালায় তোমার বাড়ি ঠিকই, কিন্তু কান্দালার এই মহান বুযুর্গ সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না।

মাওলানা উত্তরে বললেন, আমি ঠিকই বলছি। একথা শুনে বৃদ্ধের রাগ চরমে উঠল। তার চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি মাওলানাকে কিছু বলতে যাবেন ঠিক

www.smfoundationbd.com

এমন সময় সেখানে এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটল যিনি মাওলানা মুযাফফর সাহেব (র.) কে চিনতো।

বৃদ্ধের কথা শুনে আগন্তুক বলল, আরে চাচা! আপনি কাকে কি বলছেন? আপনি যে বুযুর্গের এত প্রশংসা করলেন, যার প্রতি আপনার এত ভক্তি, এত শ্রদ্ধা, তিনিই তো ঐ ব্যক্তি যার সাথে আপনি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছেন।

লোকটির কথায় বৃদ্ধ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তিনি ভীষণ লজ্জা পেলেন। তারপর মাওলানাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন, হুজুর! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভুল হয়ে গেছে। অনেক বেয়াদবী করে ফেলেছি আমি। আমি আপনার দ্বারা বোঝা বহন করিয়েছি। আপনার উপর রাগ করেছি। হুজুর! আপনাকে চিনতে পারি নি বলেই এমনটি হয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

হযরত বললেন, আপনি কোন অন্যায় করেন নি। আমাকেও আপনি ক্ষমা করে দিবেন এবং আমার জন্য দুআ করবেন। এ বলে তিনি চলে গেলেন।

সূত্র ঃ আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ১৫৩

১৬

গরিবের প্রতি ভালবাসা

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর সাহেব ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের উপরের শ্রেণীর উস্তাদ। তিনি দেওবন্দে মিয়া সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হাদীসের দরস প্রদানকালে খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশাল অর্থবহ ভাষণ প্রদান করতেন। যার ফলে হাদীসের অর্থ অন্তরে গেঁথে যেত এবং যাবতীয় সংশয় সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটি তাঁকে কেন্দ্র করেই।

আল্লামা ত্বাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) তার লিখিত "আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে" নামক গ্রন্থে বলেন, একদা আমার আব্বাজান মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) মিয়া সাহেবের বাড়িতে গেলেন। মিয়া সাহেব আব্বাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হরেক রকমের আম দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

আম খাওয়ার পর্ব শেষ হলে আব্বাজান আমের খোসা ও আঁটিতে ভরা টুকরী হাতে নিলেন। তারপর মিয়া সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এগুলো বাইরে ফেলে আসি।

মিয়া সাহেব প্রশ্ন করলেন, ফেলতে পারো তো?

আব্বাজান বললেন, কেন পারবো না? এটা আবার এমনকি কাজ যা শিখতে হবে?

www.smfoundationbd.com

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটাও একটা জানার বিষয়। যা এখনো হয়তো তুমি শিখ নি। দাও, টুকরী আমার কাছে দাও। দেখো, কিভাবে আমি ফেলি।

এ বলে তিনি আমার হাত থেকে টুকরী নিয়ে প্রথমে খোসা আর আটিগুলোকে পৃথক করলেন। অতঃপর একটু দূরে দূরে নির্দিষ্ট জায়গায় খোসাগুলো রেখে একটি বিশেষ জায়গায় আঁটিগুলো ফেলে দিলেন।

আব্বাজান যখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাদের বাড়ীর আশে পাশে এতিম অসহায় ও গরিব লোকজন বসবাস করে। এদের অধিকাংশের ভাগ্যে নিয়মিত যবের রুটিও জুটে না। যদি তারা এতগুলো আমের খোসা একত্রে দেখে তাহলে তারা নিজেদের অসহায়ত্ব ও দরিদ্রতাকে প্রচন্ডভাবে অনুভব করবে। ফলে তারা মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাবে ও মর্মাহত হবে।

হয়ত আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি ধনী হতাম, আমাদের হাতে যদি বেশি টাকা পয়সা থাকতো তবে আমরাও তাদের মতো বিভিন্ন ফল ফলাদি কিনে খেতে পারতাম। মুফতি সাহেব! তাদের এ আফসোস ও মানসিক কষ্টের জন্য নিশ্চয় আমি দায়ী হবো। কেননা আমার আমের খোসা দেখেই তারা এ মানসিক যন্ত্রণা ও আফসোসের শিকার হয়েছে। এজন্যেই আমি খোসাগুলোকে এক জায়গায় না ফেলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছি। তাছাড়া এগুলো ফেলার সময় একথাও খেয়াল রেখেছি, যেনো গরু ছাগল এগুলোকে খেয়ে নিতে পারে।

আর আমের আঁটিগুলো আমি এমন এক স্থানে রেখেছি, যেখানে ঐসব লোকের ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করে। কারণ তারা এগুলো নিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে থাকে। মুফতি সাহেব! এ ছিলকা ও আঁটিগুলোও আল্লাহ পাকের এক নিয়ামত। কাজেই এগুলো যেখানে সেখানে ফেলে নষ্ট করা উচিত নয়।

আল্লামা তকী উসমানী (দা.বা.) বলেন আমার বড় ভাই যাকী কাইফী সাহেব যিনি এ ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন ,এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মিয়া সাহেব নিজে কখনও একা আম খেতেন না। তিনি সাধারণতঃ মেহমান এলেই আমের ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া আমের মৌসুমে মহল্লার গরিব শিশুদেরকে ডেকে ডেকে আম খাওয়ানো ছিল তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস। তা সত্ত্বেও ছিলকা এবং আঁটি এক স্থানে স্তূপ করে ফেলতেন না। কারণ এরূপ করলে তা গরিব, এতিম ও অসহায় লোকদের আফসোস ও দুঃখের কারণ হবে।

সূত্র ঃ মাসিক আল বালাগ, রবিউস সানী ১৩৮৭ হিঃ সংখ্যা। পৃষ্ঠা- ৩৮-৩৯,
আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে।

www.smfoundationbd.com

১৭

বিস্ময়কর কৌশল

মাওলানা রফী উদ্দীন (র.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম। একবার তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, দারুল উলূমের কোনো কোনো উস্তাদ মাদরাসার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে উপস্থিত হন। কিন্তু এজন্য তিনি এ ব্যাপারে কর্তাসূলভ জিজ্ঞাসাবাদের পথ গ্রহণ করলেন না। বরং এমন এক সুন্দর হিকমতের আশ্রয় নিলেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।

হিকমতটি হলো, তিনি প্রতিদিন রুটিন করে দারুল উলূমের ক্লাস টাইম শুরু হওয়ার আগেই গেইটের নিকট একটি চৌকি নিয়ে বসতে লাগলেন। কোনো উস্তাদ আসলেই তার সাথে সালাম মোসাফাহা ও কুশল বিনিময় করতেন। কিন্তু ভুলেও কোনো দিন দেরীতে আসার ব্যাপারে কিছু বলতেন না। এমনকি ইশারা ইঙ্গিতেও না।

এই কৌশল অবলম্বনের পর বেশি দিন লাগল না, অল্প দিনের মধ্যেই দারুল উলূমের সকল উস্তাদ মাদরাসায় আসার নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। সবাই আগমন প্রস্থানের ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে শুরু করলেন। অবশ্য একজন উস্তাদ এমন ছিলেন, যিনি এর পরেও সামান্য দেরী করে মাদরাসায় আসতেন। একদিন এরূপ দেরী করে মাদরাসায় আসার পর মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব (র.) তাঁর সাথে প্রথমে সালাম মোসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর্ব শেষ করলেন। তারপর নিজের কাছে বসিয়ে অত্যন্ত নম্রতার সাথে বললেন, মাওলানা! আমি জানি আপনার ব্যস্ততা অনেক বেশি। যার দরুন আপনার মাদরাসায় পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ! আপনার সময় অনেক মূল্যবান অথচ আমি একজন বেকার মানুষ। খালি বসে থাকি। সুতরাং এটা কি ভাল হয় না যে, আপনার সাংসারিক কিছু কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করবেন, আর এতে আপনি ক্লাস করার জন্য বেশি সময় পেয়ে যাবেন?

জবাবে উস্তাদ বললেন, হুজুর! এটা কি কখনো সম্ভব? দুআ করবেন আমি যেন সংসারের কাজগুলো একটু আগে ভাগে গুছিয়ে নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় উপস্থিত হতে পারি।

এরপর থেকে এই উস্তাদকেও আর কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের পরে মাদরাসায় আসতে দেখা যায় নি।

সূত্র ঃ মেরে ওয়ালেদ মাজেদ, পৃষ্ঠা- ৫৯

www.smfoundationbd.com

১৮

অনুপম ত্যাগ

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (র.) ছিলেন হযরত গঙ্গোহী (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা। তিনি যখন শেষ বারের মতো হজ্ব করতে যান তখন তার সাথে শতাধিক লোক ছিল। বোম্বাই পৌছার পর জানা গেল যে, প্রথম জাহাজে মাত্র ১২টি আসন খালি আছে। হযরত ইচ্ছা করলে এই জাহাজেই নিজের স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের নিয়ে চলে যেতে পারতেন। এতে একদিকে যেমন তার আরাম হতো, তেমনি সময়ও অনেক বেঁচে যেত। কিন্তু হযরত সকলের যাওয়ার ব্যবস্থা না করে কিছুতেই নিজে যেতে সম্মত হলেন না। সাথীরা বারবার তাঁকে পীড়াপীড়ি করে বলল, হযরত! অন্যান্য লোকজন পরের জাহাজে আসতে পারবে, আপনি পরিবারের লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু তিনি বললেন, এতে আমাদের তো আরাম হবে ঠিকই কিন্তু সাথীদের কষ্ট হবে। আমি এটা কখনোই পারব না যে, অন্যদেরকে কষ্টে রেখে আমরা আগে চলে যাব।

শেষ পর্যন্ত যাদের তাড়া ছিল তাদেরকে এ জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে পনের দিন পর্যন্ত অন্য জাহাজের অপেক্ষায় বোম্বাই বসে থাকলেন। পনের দিন পর দ্বিতীয় জাহাজে সকলে মিলে রওয়ানা হন এবং এক সময় গন্তব্যে গিয়ে পৌছেন।

মক্কায় যাওয়ার পর দেখা গেল, ভক্তবৃন্দ হযরত ও হযরতের সাথী সঙ্গীদের জন্য একটি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। আর হযরতের কামরাটিকে তারা সব ধরণের আরাম দায়ক আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন।

কিছুদিন পর তাঁর শায়েখ রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) এর সুযোগ্য পুত্র হাকীম মাসউদ আহমদ সাহেব হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছলেন। হাকীম সাহেব সেখানে পৌছার সাথে সাথেই হযরত আঃ রহীম রায়পুরী (র.) সকল আসবাবপত্র সহ নিজ কামরা হাকীম সাহেবের জন্য ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আমি ফকির মানুষ। যেখানে থাকবো সেখানেই আরাম পাবো। আমি খাদেম থাকতে হাকীম সাহেবের কষ্ট হবে এটা তো হতেই পারে না।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) কয়েকদিন পর মক্কায় পৌছে এ ঘটনা শুনে বললেন, হযরত! লোকজন তো আপনার আরামের জন্য সখ করে এসব আসবাবপত্র আপনাকে কিনে দিয়েছেন, আর আপনি এসব জিনিস অন্যকে দিয়ে দিলেন?

রায়পুরী (র.) বললেন, হযরত! আমার পক্ষে এ দৃশ্য দেখা কখনোই সম্ভব নয় যে, আমি খাদেম হয়ে আরামে থাকবো আর আমার খেদমত যাঁর প্রাপ্য তাঁর সন্তান

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

কষ্টে থাকবে। পরে অবশ্য হযরতের ভক্তবৃন্দ পুনরায় তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক! এই হলো আকাবিরে দেওবন্দের তাকওয়া-পরহেযগারী, বিনয় নম্রতা ও ত্যাগের কয়েকটি উদাহরণ। আল্লাহ চাহে তো অন্যান্য খন্ডগুলোতেও একই শিরোনামে আরও কতিপয় ঘটনা স্থান পাবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকেও অনুরূপ জিন্দেগী গঠন করার তাওফীক দাও। আমীন।

সূত্র ঃ আকাবির কা তাকওয়া

সমাপ্ত

www.smfoundationbd.com

পরিশিষ্ট

পাঠকের মতামত

মাননীয় লেখক! আমি একজন কেজি স্কুলের শিক্ষিকা। বই পড়া আমার অভ্যাস। জীবনে অনেক বই পড়েছি। আপনার হৃদয় গলে সিরিজ সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। গোটা পৃথিবীর মুসলমানরা আজ নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। নানাবিধ কলা কৌশলে মুসলমানদের ঈমান-আমল, তাহযীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করার বহুমুখী পরিকল্পনা চলছে। অশ্লীল বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা এসব পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ যা পাঠ করে আমাদের মুসলিম সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে একটি যুগোপযোগী সাহিত্য রচনা করা বর্তমান যুগের অন্যতম চাহিদা ছিল। এ সিরিজ রচনা করে আপনি সে চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করেছেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য হৃদয় গলে সিরিজ পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। নিস্তব্ধ রজনীতে ফুটন্ত হাসনাহেনা যেমন মনমুগ্ধকর সুঘ্রানে চারদিক মাতিয়ে রাখে, অনুরূপভাবে হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি অক্ষর যেন হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করি আল্লাহ পাক যেন হৃদয় গলে সিরিজের উছিলায় পথহারা উম্মতকে পথের দিশা দেন এবং লেখককে এই ধরণের আরও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মোছাঃ আকলিমা বেগম
আড়াইসিধা (দোয়ানী বাড়ি), আশুগঞ্জ, বি.বাড়িয়া।

জনাব, আমার বাড়ী কুড়িগ্রাম জেলার রাজার হাট থানার হাজীপাড়া গ্রামে। আমি লেখা পড়া করি বরিশাল চরমোনাই এলাকার মোকাররমপুর মদিনাতুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসায়। আব্বার একান্ত ইচ্ছা হলো, আমাকে অনেক বড় আলেম বানানো। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো, লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়া। সারাক্ষণ শুধু বাড়ির চিন্তা। কিছুতেই লেখা পড়ায় মন বসে না। একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে চরমোনাইয়ের এক লাইব্রেরীতে গেলাম কিছু বই কিনতে। হঠাৎ একটা বই আমার চোখে পড়লো। বইটির নাম যে গল্পে হৃদয় গলে। বইটি দেখে মনে করলাম, আমার এই শক্ত ও কঠিন হৃদয়টা যদি একটু গলে! আসলে আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে হেদায়েতের পথ দেখান। আমার বেলায়ও তাই হলো। সত্যি সত্যি মুহূর্তের মধ্যে আমার হৃদয়টা মোমের মত গলে গেল। তারপর থেকে আমার জীবনটাকে মনে হলো একটা উপন্যাসের মতো। যে হৃদয়ে ছিল বাড়ির মায়া, যে হৃদয়ে ছিল দুনিয়ার অশ্লীল চিন্তা ভাবনা অথচ বইটি পড়ার পর আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কোন অবস্থাতেই আমি সবকে অনুপস্থিত থাকি না। আমার জীবনের এই নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য আপনাকে আমি চিরদিন স্মরণ রাখবো। আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মোঃ বেলাল হোসাইন বায়েজিদ
হাজীপাড়া ফরকের হাট, রাজার হাট, কুড়িগ্রাম।

www.smfoundationbd.com

✍ মুহতারাম, আমরা দাওরা হাদীসের ১২জন ছাত্রী। আমাদের প্রকৃত নিবাস দেশের বিভিন্ন জেলায়। তথাপি একত্রে পড়াশুনা ও উঠাবসা করার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের মাঝে গড়ে উঠছে এক হৃদ্যতার সম্পর্ক। আমাদের অনেকে এখানে আসার পূর্বে আপনার হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পাঠ করেছে। আবার কেউ কেউ পাঠ করেছে এখানে আসার পরে। বইগুলো পাঠ করে আমাদের উপলব্দি হয়েছে- গল্প কেবল আনন্দই দেয় না, সুন্দর ও সার্থক জীবন গঠনের তীব্র প্রেরণাও যোগায়। বইগুলো পাঠ করার সময় মনে হয়েছিল আমরা যেন ভিন্ন এক জগতে চলে গিয়েছি। সবগুলো বই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারিনি। চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনি ইসলামের মহান শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে এতটাই দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন, যে কোন পাঠকের হৃদয়ে যা গভীর ভাবে দাগ কাটতে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। রাতের আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে চন্দ্র যেমন আপন আলোতে গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে রাখে, তেমনি আমাদের সংরক্ষণে থাকা শত শত বইয়ের মাঝে আপনার বইগুলো যেন আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। প্রিয় লেখক! সত্যি বলতে কি, ইতোপূর্বে আমাদের অনেকেই বই প্রেমিক ছিলাম না। ছিলাম না (বিবাহিতারা) নিজ নিজ স্বামীদের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আপনার বইগুলো আমাদের কেবল বই প্রেমিক বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। স্বামীর খেদমত এবং তাঁর প্রতি আজীবন অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছে। এজন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, চির কৃতজ্ঞ। সম্মানিত লেখক! যদি বলি এই সিরিজের প্রতিটি বইয়ের মূল্য সত্তর টাকা নয়, হাজার লক্ষ টাকা, তবে তা মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ এই বই আমাদেরকে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, উন্নত ও সৎ চরিত্র গঠনে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করছে, কারো কারো জীবনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। সুতরাং এতসব গুণের অধিকারী যে বই, সে বই মূল্য দিয়ে কেনা যায় না। তা অমূল্য। লক্ষ কোটি টাকা কেবল বোঝানোর জন্যই বলা যায়। পরিশেষে বলতে চাই, আপনার এই সিরিজের ধারাবাহিকতা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় গিয়ে শেষ হউক তা আমরা কখনোই চাই না। বরং আমরা চাই, যতদিন আল্লাহ আপনার হায়াত রাখেন ততদিন তা চালিয়ে যান। শুধু বাংলা ভাষাভাষি জনগণের মধ্যেই নয় অন্যান্য ভাষায়ও এই বইগুলি অনূদিত দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র হেদায়েতের আলো ছড়াবে, ইসলামের সৌন্দর্য প্রতিটি মানুষের কানে কানে পৌঁছে দিবে এই হলো আমাদের নিত্য দিনের কামনা। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। সকল কাজে মদদ করুন। আমীন। ইতি-

মানসূরা, নাছিমা, সালমা (শাহানারা), সুলতানা, তাছনীম, সামসুন্নাহার,
আমেনা, মার্জনা, নাজমুন্নাহার, তাছলিমা, মাহমুদা, তাছলীমা (কুমিল্লা)।
দাওরায়ে হাদীস (১৪২৫-২৬হিঃ), আয়েশা ছিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

✍ জনাব, লিপির শুরুতে জানাই আমার আন্তরিক সালাম। আশা করি লিখালিখির শত ব্যস্ততায়ও আনন্দে দিন কাটছে। আর আমরা যারা পাঠক, তাদের তো কোন কথাই নেই। মন জুড়ানো অশ্রু ঝরানো কাহিনীগুলো পড়ে খুব মজায় মজায় দিন কাটছে। যাক কথা হলো আপনার সিরিজের প্রতিটি গল্প আমার কাছে কত যে ভাল লেগেছে তা কলম দ্বারা বুঝানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার সিরিজ-৯ পড়ে মতামত বিভাগে দুকলম লিখার জন্য আগ্রহ পয়দা হলো। তাই লিখতে বসলাম। মাঝে

www.smfoundationbd.com

শুনেছিলাম, হৃদয় গলে সিরিজ ১০ পর্যন্ত যেয়ে সমাপ্ত হয়ে যাবে। এতে বড় ব্যথা লেগেছে। জনাব আমি জোর দিয়ে বলছি যত দিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখেন ততদিন পর্যন্ত কলম চালিয়ে যান। কত খন্ড হলো তা আপনার দেখার দরকার আছে বলে মনে করি না। কারণ পাঠকরাতো এগুলো পড়ে উপকৃত হচ্ছে। আপনার বইগুলো আমি প্রচারের জন্য কাউকে হাদিয়া, কাউকে পড়ার জন্য দিচ্ছি। সবাই একবার পড়েই তার প্রেমে পড়ে যায়। আর বইয়ের মূল্যটা ৩০ টাকার উপরে না নেওয়ার জন্য আবদার করছি। সামনের সিরিজ গুলোর জন্য ২/৪টা নাম চেয়েছিলেন তাই লিখে দিলাম। যথা (ক) যে গল্পে হৃদয় জুড়ায় (২) মন মাতানো গল্প (৩) হৃদয় কম্পিত গল্প (৪) যে গল্পে মন কেড়ে নেয়। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

মনির হোসাইন আলী বাবা
হাটহাজারী মাদরাসা, হেদায়া ১ম বর্ষ
রুম নং- ২২৯, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

✍ শ্রদ্ধেয় হুজুর, আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। আমি ২০০৪ সনে এ গ্রেড পেয়ে দাখিল পাশ করেছি। আমি পড়াশুনার পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য, উপন্যাস, এবং সাহাবীদের জীবনের মজার মজার কাহিনী পড়তে অত্যন্ত ভালবাসি। তাছাড়া বই সংগ্রহ করা আমার দারুন সখ। আমি ৫ আগষ্ট ০৪ সর্ব প্রথম আমাদের মাদরাসার উস্তাদ মাওলানা রুহুল কুদ্দুস হুজুরের মাধ্যমে আপনার বইয়ের সন্ধান পাই। সেই দিনই লাইব্রেরী হতে বইটি ক্রয় করে আনি এবং রীতিমত অধ্যয়ন করি। আমি হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলি পড়ে কত যে আনন্দিত ও উপকৃত হই তা বলে বুঝাতে পারব না। কিন্তু এতটুকু বলতে পারব যে, যে কেউ এই বইগুলি পড়ে নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তাই আমার পক্ষ থেকে সকল মুসলমান ভাই-বোনদের প্রতি অনুরোধ যে, আপনারা হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পড়ুন এবং নিজেকে সত্যিকার মুসলমান রূপে গড়ে তুলুন।

মোঃ শাহেদুর রহমান
আলিম (১ম বর্ষ), নওগাঁ ইসলামিয়া
ফাযিল মাদরাসা, নওগাঁ।

✍ প্রিয় লেখক! আমি একজন কওমী মাদরাসার ছাত্র। বই পড়া আমার নেশাও নয় পেশাও নয়। তবে আপনার যে গল্পে হৃদয় গলে সিরিজের প্রতি আমি যেভাবে পাগল হলাম সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলতেই হয়। একদিন আমি ঢাকার প্রেস ক্লাবে আমাদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়। কুশল বিনিময়ের সময় হঠাৎ তার হাতে রাখা একটি বইয়ের প্রচ্ছদের প্রতি নজর পড়তেই আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। এর পর বন্ধুর পক্ষ থেকে বই ও লেখকের পঞ্চমুখ প্রশংসা আমাকে হৃদয় গলে সিরিজের প্রতি আরো উৎসাহিত করল। আমি বইটি নিয়ে একটি গল্প পড়লাম, যা আমার অন্তরকে বিমোহিত করল। মনে মনে প্রশান্তি অনুভব করে বন্ধুকে বললাম, আত্মার খোরাক হিসেবে মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবের হৃদয় গলে সিরিজ নির্বাচিত করতে হবে।

অতঃপর আমি বুকভরা আবেগ নিয়ে বইগুলো খুঁজে বের করলাম এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে এক থেকে নয় পর্যন্ত সবগুলো বই মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম।

www.smfoundationbd.com

আমাকে প্রতিটি বইয়ের গল্প কাহিনী ও ভাষা অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে যার প্রশংসা করতে গেলে সূর্যের সম্মুখে মোমবাতি জ্বালানোর ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বইগুলো পাঠ করার এক পর্যায়ে যখন শুনতে পেলাম হৃদয় গলে সিরিজ দশ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে তখন আমার অন্তর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পুনরায় যখন নবম খন্ডের ভূমিকায় দেখলাম এ সিরিজ বন্ধ না হয়ে চালু থাকবে, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাথে সাথে আপনার নিকট দুকলম লিখতে বসি। হৃদয় গলে সিরিজ ১১ থেকে আকাবিরে দেওবন্দ সম্পর্কে লিখা হবে জানতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করছি। আমি লেখকের সিদ্ধান্তকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কেননা আমি মনে করি, এর মাধ্যমে আমাদের না জানা ইতিহাসগুলো জন সম্মুখে পরিষ্কার ভাবে উদ্ভাসিত হবে। বুঝতে সক্ষম হবো আকাবিরে দেওবন্দের ত্যাগ, কোরবানী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর কথা। আল্লাহ তাআলা লেখকের এ কঠোর পরিশ্রমকে কবুল করুন। আমীন।

পরিশেষে লেখকের নিকট বিনীত আরজ, সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও তিনি যেন তাঁর জীবনালেখ্য বিশেষ করে শিক্ষা জীবন সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেন।

এইচ, এম নূরুল্লাহ নোমান
আদর্শ চাষাড়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

✍ মুহতারাম, আমি আপনার রচিত হৃদয় গলে সিরিজের ২য় খন্ডটি পড়েছি। পড়ার সাথে সাথে আপনার প্রতি আমার এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। ভাবতে থাকি মহান রবের এখনও অনেক বান্দা আছেন যাঁরা তাদের ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে মানুষের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে থাকেন। আপনার বইটি পড়ে এতো ভাল লেগেছে যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আপনাকে এত প্রতিভার অধিকারী করেছেন। বইটি পড়ার সাথে সাথে আপনাকে অনেক মোবারকবাদ জানাতে ইচ্ছে হল। আল্লাহ পাক যদি আমাকে তৌফিক দেন তবে আপনার সবগুলো বই আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করব ইনশাআল্লাহ। আমি একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। এবার আল্লাহ চাহেতো ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দিব। আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি মেহেরবানী করে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করবেন তিনি যেন আমাকে শহিদী মৃত্যু নসীব করেন।

মোঃ আবু হুসাইন
বাসা- ২৩৯/৬, সেকসন -১১, এভিনিউ-৫
লেন নং ২৩/২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

✍ সম্মানিত লেখক! এ পর্যন্ত আমি সিরিজের ১ম থেকে ৯ পর্যন্ত সব কয়টি বই পড়েছি। আমার নিকট প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি ঘটনাই ভাল লেগেছে। তাই কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আপনার বইগুলো পড়ে মনে হয়েছে, সত্যিই তা চাল চলন ও আচার আচরণে পরিবর্তন আনার মত বই। এর দ্বারা যে কোন মানুষের জীবনে অকল্পনীয় পরিবর্তন আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এ বই গুলো সুন্নত পালনের নিয়তে আমার অনেক আত্মীয় স্বজনকে হাদিয়া দিয়েছি। তন্মধ্যে ফুফু, মামি, সহপাঠিনী ও প্রতিবেশীরা উল্লেখযোগ্য। সকলেই এই বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আর একজন তো বলেই ফেলেছে বইটি নামে যেমন

www.smfoundationbd.com

কাজেও তেমন। আমি মনে করি প্রত্যেকটি মুসলমানের ঘরেই এই বইগুলো থাকা উচিত। কারণ এর দ্বারা পরিবারের প্রত্যেকের অনেক ফায়দা হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি এর প্রচারের জন্য অনেকের কাছে আলোচনা করি, পড়ার জন্য উৎসাহিত করি। এই বই আমাদের নাজাতের উসিলা হতে পারে, আমাদের ঈমান আমল মজবুত হবে ইত্যাদি বলে আমি ওদের বুঝাতে চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে আরো করার আশা রাখি। আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। আমীন।

তাসনিম আক্তার
পূর্ব চড়াই, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

✍ জনাব মাওলানা সাহেব, মুসলমানদের এখন চরম সংকটময় সময়। মানুষ গোমরাহীর দিকে এমনভাবে ধাবিত হচ্ছে, যেমনভাবে নদীর স্রোত বয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহ মুখী করার জন্যে আপনি যে বৃহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আল্লাহ পাক আপনাকে কবুল করুন। আপনাকে যে কি দিয়ে কৃতজ্ঞ জানাবো, তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার যে গল্পে অশ্রু ঝরে বইটি আমার মনে এত বেশী প্রভাব সৃষ্টি করে, যা বর্ণনাতীত। আমি ১ম খন্ড থেকে চতুর্থ খন্ড পর্যন্ত এবং নবম খন্ড পড়েছি। ইনশাআল্লাহ সবগুলো সিরিজ সংগ্রহে রাখবো এবং সুন্নত হিসেবে এর প্রচার করবো। আমার কাছে সিরিজের সবগুলো ঘটনাই ভাল লেগেছে। এই বই দেশের সকল মানুষের হাতে পৌছুক এই আমার একান্ত কামনা। আল্লাহ তাআলা আপনাকে নেক হায়াত দান করুন। আগামী সিরিজের জন্যে ৩টি নাম দিলাম। (১) যে গল্পে পাথর গলে (২) যে গল্পে হেদায়েত মিলে (৩) হৃদয়বিদারক কাহিনী।

মোঃ আঃ রহমান গেলমান
গ্রাম ঃ নোয়াপুর, কালিকাপুর, ফুলগাজী, ফেনী।

✍ শ্রদ্ধেয় লেখক ভাইয়া! এ পর্যন্ত আমি আপনার ১ম থেকে ৯ম খন্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটি বই পড়েছি। সত্যিই আপনার বইগুলো যে কোন মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে দাগ কাটে, যা বুঝানোর ভাষা আমার জানা নেই। যে গল্পে হৃদয় গলে প্রথম খন্ডটি আমার আপু আমাকে পড়তে দেয়। আমার বই পড়ার নেশা খুব বেশী, তাই বইটি নিয়ে পড়া শুরু করি। এই বইটি পড়ার পর অস্থির হয়ে গিয়েছি অন্যগুলো পড়ার জন্য। তারপর এক এক করে সবগুলো বই পড়ে ফেলি। অতঃপর আমার বান্ধবীদের দেই। তারা বইগুলো পাঠ করে নিয়মিত নামাজ রোজা শুরু করেছে। এছাড়া তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। পর্দাহীন মেয়েদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি? প্রথম খন্ডের এ ঘটনাটি পড়ে আমার গা শিউরে উঠে। তারপর থেকে ওয়াদা করি জীবনে আর কোন দিন বেপর্দায় চলবো না। আগে আমি নেকাপ বোরকা পড়তাম এখন পাটসহ বোরকা পড়ি। হাতে ও পায়ে মোজা পড়ি। এসব দেখে আমার স্কুলের অনেকে হাসাহাসি করে। তখন আমি কিছু মনে করি না। ভাবি এটাই সত্যিকারের পন্থা। তোমরা যদি বুঝতে তোমরাও আমার মত এমন বোরকা পরতে। আজকের দিনে মানুষ বোরকা পরাটাকে একটা লজ্জার ব্যাপার মনে করে। অথচ এরা বুঝে না যে, এ পথেই শান্তি ও কামিয়াবী। আপনার বইটির মূল্য যদিও ৩৫ টাকা কিন্তু ভিতরের লেখাগুলো হীরার চেয়েও দামী। আমি বলতে চাই আপনার এই বই সাড়া বিশ্বের প্রতিটি

www.smfoundationbd.com

মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে এবং অনেকের মধ্যে পরিবর্তন এসেও গেছে। আর আপনার পরবর্তী বইগুলো এই নামে বের করতে পারেন (১) যে গল্পে হেদায়েত মিলে (২) যে গল্পে জান্নাত মিলে (৩) যে গল্প আত্মায় জোয়ার তোলে (৪) যে গল্পে হৃদয় কাঁপে। দোয়া করি এই বইটি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ঘরে ঘরে থাকুক। আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করুক। আর আপনার মত লাখ লাখ লেখক জন্ম দিয়ে সাড়া বিশ্বের অন্ধকারকে আলোকিত করুক। এই কামনায় আজ এখানেই শেষ করছি।

ফাতেমাতুজ জোহরা
নবম শ্রেণী, গভঃ মডেল গার্লস
হাইস্কুল, বি.বাড়ীয়া

✍ সম্মানিত মাওলানা সাহেব, আমি লালবাগ মাদরাসার একজন ছাত্র। আপনার বই পড়ে আমার অন্তরে আকাঙ্খা জন্মাল যে আপনার ন্যায় আলেমগণ যদি কুরআন হাদীসের আলোকে এমন সুন্দরভাবে বই সমূহ প্রকাশ করতেন এবং লেখতেন তাহলে অনেকেই মনের ভাব পরিবর্তন করে ফেলত এবং প্রকৃত মুমিন হওয়ার চেষ্টা করত। আপনার বই পড়ে আমার ইচ্ছে করছে সকল মুসলমানের ঘরে বইগুলো পৌছে দিতে যেন তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে। নিজে উপকৃত হয়ে অন্যকে উপকৃত করতে পারে। আপনার বই থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। ঘটনা গুলো আমার কাছে অনেক ভাল লেগেছে। আশা করি আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আপনার কলমকে আর শক্তিশালী করে দেন এবং আরও বেশি করে লিখার তৌফিক দান করেন।

মোঃ ফয়জুল্লাহ
পাঠক, হেফাজতে ইসলাম পাঠাগার, ধনীরাম পুর
ঘোড়াশাল, মুরাদনগর, কুমিল্লা

✍ লেখক ভাইয়া! আমি মোঃ মুখলেছুর রহমান চরমোনাই মাদরাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষার্থী। ফাজিল টেষ্ট পরিক্ষার পরে আপনার একটি বই পেলাম আমাদের চরমোনাই লাইব্রেরীতে। বইটি হল, যে গল্পে হৃদয় জুড়ে। বইটি পড়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন দিন নেই যেদিন আপনার কথা আমার স্মরণে আসে না। কিছু কিছু আলোচনা যেমন সতীত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম, হতভাগ্য কৃষকের পরিণতি, একটি ছোট্ট বালক, কত সুন্দর তুমি হে রাসূল! হে প্রভু তুমি সর্ব শক্তিমান। এগুলো সত্যিই আমার হৃদয়কে কেড়ে নিয়েছে। আমার পাশের বাড়ির একটি মেয়ে বইটি আমার থেকে নিয়ে পড়ে। সে এখন বইটি ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক নয়। সে বলে, ভাই! বইটি আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিন। তাই বইটি তাকে দিতে বাধ্য হলাম। এমন বই হাত থেকে চলে যাওয়ায় আমি মনে করি জ্ঞানের এক নক্ষত্র যেন হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই আবার বইটি এনে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। আমার পরীক্ষা শেষে আপনার বইগুলো পড়ে সময় কাটাব এবং অনেক জ্ঞানের অধিকারী হব।

মোঃ মুখলেছুর রহমান
গ্রামঃ ইসলামপুর, পোঃ ছোনাউটা
থানাঃ আমতলী, জেলা ঃ বরগুনা।

www.smfoundationbd.com

হারানো দিনের সোনালী কাহিনী/১১২

✍ শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, আমি বি.বাড়িয়া ভাদুঘর বড় হুজুর বাড়ির মাদরাসার হেদায়েতুন্নাহু জামাতের একজন নগণ্য ছাত্র। কিছুদিন পূর্বে আমার এক সহপাঠি একটি চমৎকার ঘটনা শুনালেন। ঘটনাটির নাম 'দাড়ি রাখার নগদ পুরস্কার'। ঘটনাটি শ্রবণ করে আমি খুব আনন্দিত হলাম। তারপর আমি আমার সহপাঠিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইহা কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, যে গল্পে অশ্রু ঝরে (সিরিজ-৪) থেকে সংগ্রহ করেছি। তারপর আমি বহু চেষ্টার পর ২টি সিরিজ (৩য় ও ৪র্থ) সংগ্রহ করে বাড়ির সকলকে পাঠ করে শুনালাম। এতে তারা এতটাই প্রভাবিত হলো যে, টিভি, সিনেমা এবং বেপর্দা ছেড়ে দিয়ে তারা পরিপূর্ণ আদর্শবান মানুষ হয়ে গেছে। এখন আমি নিয়ত করেছি, আপনার সবগুলো বই সংগ্রহ করব, ইনশাআল্লাহ।

মোঃ আঃ ছালাম
জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম
ভাদুঘর, বি.বাড়ীয়া।

✍ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আপনার মহামূল্যবান বইগুলো সত্যি আমাকে সীমাহীন মুগ্ধ করেছে। আমি বহুদিন যাবত মনে মনে চরিত্রগঠন মূলক কোন আকর্ষণীয় বই খুঁজছিলাম। একদিন আমার এক সাথীকে গল্পের একটি বই দিতে বললে সে আমাকে আপনার ১ম খন্ডটি এনে দিল। ১ম খন্ডটি আমার কাছে শুধু ভালই লাগেনি, আনন্দও দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সাথে সাথে বাকি খন্ডগুলো পড়ার জন্য আমার হৃদয়ে প্রবল আগ্রহের ঝড় বইতে থাকে। তাই আমি বি.বাড়িয়া সোলেমানিয়া লাইব্রেরী থেকে সব কটি খন্ড ক্রয় করে পড়ে নিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার বইগুলো প্রতিটি পাঠকের হৃদয়কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। বইগুলো মাদরাসায় নেয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে অত্যধিক চাহিদার কারণে তারা আমাকে বইগুলো ফেরত দিতে চায় নি। পরে আমি তাদেরকে লাইব্রেরীর কথা বলে দেই। ফলে তারা ঐদিনই বইগুলো ক্রয় করে আনে। বইগুলো এমন যা বর্তমান যুগ ও সমাজের জন্য অত্যধিক প্রয়োজন। আপনার প্রতিটি খন্ড আমার কাছে আঁধার ঘরের মানিক। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি এই সিরিজকে ১০০ খন্ড পর্যন্ত পৌছাবেন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমীন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
জামাতে মেশকাত, তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত
কান্দিপাড়া, বি. বাড়ীয়া।

[বিঃদ্রঃ অনিবার্য কারণবশতঃ লেখকের জবাব বিভাগটি এই বইয়ে দেয়া সম্ভব হলো না]- লেখক

দুশ্চিন্তা ও উদাসিনতার সর্বোত্তম ঔষধ হলো— ভাল গ্রন্থ পাঠ করা।
-হযরত শেখ সাদী (রা.)

www.smfoundationbd.com

যেখানে যা আছে

আল্লাহ্‌প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আমপারা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকূকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com